৪৫ ৬১

দুই একটি কথা।

কেহ কেহ বলেন, "রহস্য-লহরীর গল্পগুলি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক; ঘটনাগুলি বিচিত্র এবং আমাদের পক্ষে নূতন; কিন্তু নামগুলা এত কট্‌-মটে কেন? ঘটনাগুলি ভারতে আনিয়া, এদেশী মানুষ গড়িয়া তাহাদিগের নায়ক-নায়িকারূপে দাঁড় করানো যায় না?"—যায়; কিন্তু তাহা হইলে রামলক্ষ্মণের জটা-বাকলের ভিতর দিয়া কোট্‌-প্যাণ্টুলন দেখা যাইবে; এবং গরুর পিঠে জিন চড়াইয়া গোষ্ঠে রোমন্থন করিতে থাকিবে! এরূপ বিসদৃশ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা অপেক্ষা বিলাতী নাম রাখাই সঙ্গত।

কেহ বলেন, "এ সকল গল্প লেখা প্রতিভার অপব্যয়মাত্র।"—বিলাতী গল্পের অনুবাদে প্রতিভার অপব্যয়,—যদি প্রতিভা থাকে। প্রতিভার বিকাশ উৎসাহলাভে। আমাদের সাহিত্যের কোন্ অংশটা উৎসাহ লাভ করিয়াছে,—তাহা আজও বুঝিতে পারিলাম না।

কেহ বলেন, "দেশী চরিত্র অঙ্কিত করুন; সমাজের চিত্র অঙ্কিত করুন।—উহা অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে।"—কে একজন ইংরাজ কবি অনাহারে মরিয়াছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিভামুগ্ধ ভক্ত-মণ্ডলী তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে স্মৃতিস্তম্ভ-নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কবির মা বাঁচিয়া ছিলেন; তিনি কাঁদিয়া বলিলেন, "ওগো, আমার ছেলে একখান্ রুটি চাহিয়াছিল, তাহার অদৃষ্টে পাথর মিলিল!" উন্নত সাধনা জীবনকে বীতস্পৃহ করে; সংসারীকে যোগী করে। সে সাধনায় যাঁহারা সিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য; কিন্তু যাঁহারা সিদ্ধিলাভে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, এবং যোগচর্চ্চা অপেক্ষা সংসারকেই বড় বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিবার কি কাহারও অধিকার আছে?

চরিত্রাঙ্কণ উপন্যাসের অপরিহার্য্য অঙ্গ। গল্পে তাহার ত্রুটী থাকাই সম্ভব; কারণ গল্পে অনেক স্থলে স্থচের চক্ষুর ভিতর হাতী পূরিতে হয়। রহস্যলহরীতে যে সকল চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে,—তাহাতে মানব-হৃদয়ের বিভিন্ন বৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতের ফল পাঠক-হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। দেবী, দানবী, দেবতা, শয়তান, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র সমাজে অপরিহার্য্য; গল্পের ভিতর হইতে শয়তান, মূর্খ, দরিদ্র প্রভৃতিকে সযত্নে নির্ব্বাসিত করিয়া গল্প চলিতে পারে,—কিন্তু তাহা সংসারের চিত্র হয় না। এই বিচিত্র সংসার-চিত্র সর্ব্বদেশেই সমান; কোথাও হ্যাট, কোথাও পাগ্‌ড়ী; কোথাও 'গড্‌,' কোথাও ভগবান; কোথাও রুটী, কোথাও ভাত; কোথাও সান্‌কী, কোথাও কলার পাতা। মানব-চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্য সকল দেশেই মানব-চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

রহস্য-লহরী, বিদেশীর জীবন-যাপনপ্রণালী, কল্পনার বিস্তার, আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি, সংস্কার, প্রভৃতিকে আমাদের নিকট পরিচিত করিয়া তুলিবে; ইউরোপের যাহা ভাল, তাহা চক্ষুর উপর ধরিবে; যাহা মন্দ, তাহা ত্যাগ করিবার ইচ্ছা সজাগ করিতে চেষ্টা করিবে; এবং যে সতী-ধর্ম্মের গৌরবে আমাদের এই সতী সীতা-সাবিত্রীর স্বদেশ পুণ্যস্মৃতিমণ্ডিতা, তাহা ইউরোপখণ্ডে কি আকার ধারণ করিয়া মানবের বিস্ময় আকর্ষণ করিতেছে,—তাহার চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস পাইবে। অতএব রহস্য-লহরী শিক্ষিত-সমাজের সহানুভূতি লাভের যোগ্য কিনা "সুধিভির্বিভাব্যম্।"

— ——

উৎসর্গ

বাণী-মন্দিরের একনিষ্ঠ পুরোহিত,

বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক,

'অর্দ্ধ-বঙ্গেশ্বরী' প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর

বংশপ্রদীপ,

মাননীয় মহারাজা

শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের

শ্রীকরকমলে

শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শনস্বরূপ

এই গ্রন্থ অর্পণ করিলাম।

জর্ম্মানীর কুহকিনী

জর্ম্মানীর কুহকিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডনের 'বকিংহাম্ গেট' নামক পল্লীতে একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ বাস করিতেন; তাঁহার নাম রবার্ট মসারিন্। লণ্ডনে ও ইংলণ্ডের অন্যান্য নগরে তাঁহার সুবিস্তীর্ণ কারবার ছিল। তাঁহার সাধ্বী পত্নী একমাত্র পুত্র নিজেল্‌কে রাখিয়া যৌবন কালেই ইহলোক ত্যাগ করেন। পত্নীবিয়োগের পর রবার্ট মসারিন্ বহু-কাল আর বিবাহ করেন নাই; অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে এক জর্ম্মান কুহকিনীর রূপজ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকেই 'পত্নীত্বে বরণ' করেন। এই সময় এই রমণীর বয়স ছত্রিশ বৎসর; সুতরাং তখন স্থির-যৌবন ভাদ্রের কুলপ্লাবিনী তরঙ্গিনীর ন্যায় তাহার সর্ব্বাঙ্গে উছলিয়া উঠিতেছিল। সে অসামান্যা রূপবতী ছিল। এই রমণীর নাম বার্থা। বার্থা প্রথম যৌবনে একটি জর্ম্মান ভদ্রলোককে বিবাহ করিয়াছিল; এই বিবাহের ফলে তাহার গর্ভে একটি সন্তান জন্মিয়াছিল। এই জর্ম্মান-নন্দনের নাম কন্‌রাড্ মোরিজ্। বার্থা তাহার এই নিরাশ্রয় পুত্রটিকে লইয়াই দ্বিতীয় স্বামীর সংসারে প্রবেশ করিয়াছিল; তখন কন্‌রাডের বয়স উনিশ বৎসর। কন্‌রাড্ ও রবার্টের পুত্র নিজেল্ উভয়েই

সমবয়স্ক ছিল। আমরা যে সময়ের ঘটনার কথা লিখিতেছি, সে সময় বৃদ্ধ রবার্টের বয়স প্রায় ষাট্ বৎসর। তখন তাঁহার মস্তকের সমস্ত কেশ ও গোঁফ পাকিয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার শরীরে বেশ সামর্থ্য ছিল।

একদিন সায়ংকালে রবার্টের প্রাসাদোপম ভবনের একটি সুসজ্জিত কক্ষে বার্থা তাহার স্বামীর নিকট দণ্ডায়মান হইয়া নিজেল্‌কে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করিলে, রবার্ট, তাঁহার পুত্র ও বার্থার পুত্র উভয়কে সেই কক্ষে আহ্বান করেন। বার্থা বলিতেছিল, নিজেল্ তাহার সিন্ধুক খুলিয়া তাহার হীরক-নেক্‌লেস্ অপহরণ করিয়াছে; কিন্তু নিজেল্ চোর, রবার্ট এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; তাই তিনি বলিলেন, "বার্থা, আমি এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না; নিজেল্ চোর? অসম্ভব! নিশ্চয়ই তোমার ভ্রম হইয়াছে।"

বার্থার পুত্র কন্‌রাড্ বলিল, "অবিশ্বাসেরই কথা বটে! মহাশয়, আমিও এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিতাম না; কিন্তু প্রকৃত ঘটনা অস্বীকার করা বৃথা, সত্য কখনও গোপন থাকে না। আজ আমি অন্য দিন অপেক্ষা একটু সকালেই বাড়ী ফিরিয়াছিলাম; বেড়াইয়া আসিয়া আমি উপরে যাইতেই দেখিলাম, নিজেল্ আমার মাতার শয়ন-কক্ষ হইতে চোরের মত ধীরে ধীরে বাহির হইতেছে! সে আমাকে দেখিতে বা আমার পদশব্দ শুনিতে পায় নাই। আমার মায়ের শয়ন-কক্ষ হইতে তাহাকে এ ভাবে বাহির হইতে দেখিয়াই আমার মনে কেমন একটু সন্দেহ হইল। তখন আমি তাহার অলক্ষ্যে তাহার অনুসরণ করিলাম; দেখিলাম, সে তাহার এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া আল্‌মারির দেরাজ খুলিয়া তাহার ভিতর কি একটা জিনিস রাখিল। তাহা দেখিয়াই আমি মাকে ও আপনাকে এই কক্ষে ডাকিয়া আনি।

আপনি স্বয়ং দেরাজ খুলিয়াই ত দেখিতে পাইলেন, আমার মায়ের নেক্‌লেস্‌ছড়াটা নিজেলের একটি কলারের বাক্সে লুকান আছে!”

রবার্ট বলিলেন “নিজেলের দেরাজের মধ্যে নেক্‌লেস্‌ পাওয়া গিয়াছে, এ কথা সত্য।”

কন্‌রাড্‌ বলিল, “এই চুরির কথা আপনাকে বলিতাম না; কিন্তু নানা কারণে এ কথা আপনার গোচর করা আমার কর্ত্তব্য মনে হইয়াছে। বিশেষতঃ, এরূপ ব্যাপার এই নূতন নহে, আপনি তাহা জ্ঞাত আছেন।”

নিজেল্‌ তাহার পিতার অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া এই গুরুতর অভিযোগ নিঃশব্দে শ্রবণ করিতেছিল; তাহার সুগৌর মুখমণ্ডল ঘৃণা ও ক্রোধে আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে এই চুরির কথা অস্বীকার করিল; সে বলিল, তাহার বিমাতার নেক্‌লেস্‌ চুরি করা দূরের কথা,—সে তাঁহার কক্ষেও প্রবেশ করে নাই; এবং তাহার বিরুদ্ধে কেন এই অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তাহার অজ্ঞাত।—তবে যে, তাহার মনে কোন প্রকার সন্দেহের উদয় হয় নাই, এ কথা বলা যায় না। তাহার সন্দেহ হইয়াছিল, তাহাকে অপদস্থ ও বিপন্ন করিবার জন্যই তাহার বিমাতা পুত্রের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া এই মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। কিন্তু সে তাহার বিমাতাকে যথেষ্ট সম্মান করিত, তাহার পিতৃভক্তিও অক্ষুণ্ণ ছিল; পিতা ও বিমাতা যাহাতে মনে বেদনা পান, এরূপ অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের উত্থাপন সে অকর্ত্তব্য মনে করিল।

বৃদ্ধ রবার্টের “দ্বিতীয় পক্ষ” শ্রীমতী বার্থা, সেই হীরক-নেক্‌লেস তাহার স্বামীর সম্মুখ হইতে তুলিয়া লইয়া মেঝের উপর নিক্ষেপ করিল; তাহার পর তাঁহার স্বামীর পিঠের দিকে গমন করিয়া উভয় হস্তে তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিল, এবং প্রেমপূর্ণ স্বরে বলিল,

"রবার্ট, আজিকার এই কাণ্ডে তুমি মনে বড় বেদনা পাইয়াছ, এজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি ; এ কথা তোমার নিকট প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আদৌ আমার ছিল না ; কিন্তু কি করিব ? কন্‌রাড্ আমার মত না লইয়া এই চুরির কথা পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়া ফেলিয়াছে ! বিশেষতঃ, তুমি গৃহস্বামী ; এরূপ একটি গুরুতর ব্যাপার তোমার নিকট গোপন করাও সঙ্গত নহে।"

বৃদ্ধ রবার্ট মুখ তুলিয়া তাঁহার রূপসী গৃহিণীর প্রেমপূর্ণ সুন্দর মুখের দিকে চাহিলেন ; বার্থাও সময় বুঝিয়া বিলোল কটাক্ষে বৃদ্ধের মুণ্ড ঘুরাইয়া দিল।—বৃদ্ধের যুবতী ভার্য্যা সকল দেশেই "প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী।"

রবার্ট বলিলেন, "তুমি এ কথা আমার গোচর করিয়া ভালই করিয়াছ।"

বার্থা বলিল, "কথাটা ত গোপন থাকিত না ; কিছু দিন পরে জানিতে, না হয় আজই জানিলে। ইহা যখনই শুনিতে, তখনই তোমার মনে কষ্ট হইত।"

রবার্ট বলিলেন, "সে কথা সত্য ; কিন্তু আমার পুত্র চোর, ইহা যে, স্বপ্নের অগোচর ! এ কথা কিরূপে বিশ্বাস করিব ?"

বার্থা বলিল, "আমিই কি বিশ্বাস করিতাম ? কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিরূপে অবিশ্বাস করি ?"

রবার্ট বলিলেন, "আমি নিজের চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতে পারি ; কিন্তু নিজেল্ চুরি করিতে শিখিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। বোধ হয় ভিতরে কোনও রহস্য আছে।"

বার্থা বলিল, "রহস্য আর কি থাকিবে ? এমন অকাট্য প্রমাণ কিরূপে অবিশ্বাস করা যায় ? বিশেষতঃ, তোমার স্মরণ থাকিতে পারে

ইতিপূর্ব্বে আমার অন্যান্য অলঙ্কারও চুরি গিয়াছে। আর সে দিনও ত তিন হাজার টাকার একখানি জাল চেক্ তোমারই নামে ব্যাঙ্ক হইতে ভাঙ্গাইয়া লওয়া হইয়াছে! এ সকল কথা ত এত শীঘ্র ভুলিবার নহে।"

রবার্ট মসারিন্ উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "তুমি সাবধান হইয়া কথা বলিও; তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে, আমার পুত্রই সেই চেক আমার নাম জাল করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে ভাঙ্গাইয়া আনিয়াছে।"

বার্থা বলিল, "নিজেল্ এমন কার্য্য করিয়াছে, এ কথা ত আমি বলি নাই, আমি তাহা বিশ্বাসও করি না; তবে তুমি অকারণ কেন এত গরম হইতেছ?"

রবার্ট বলিলেন, "আমার বাড়ীতে চাকর-বাকরের অভাব নাই; তাহাদের মধ্যে কেহ যে এই কাজ করে নাই, ইহা কিরূপে বুঝিব?"

বার্থা বলিল, "না, চাকর-বাকরের মধ্যে কেহই চুরি করে নাই; তাহারা সকলেই প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী। আর তুমি কি মনে কর, কন্‌রাড্ এতই অধঃপাতে গিয়াছে যে, সে অনর্থক তাহার ভ্রাতার বিরুদ্ধে এমন গুরুতর মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিবে?"

রবার্ট বলিলেন, "কিন্তু নিজেল্ কেন চুরি করিবে? মানুষ অভাবে পড়িয়াই চুরি করে; তাহার ত কোনও অভাব নাই। তাহার পকেট-খরচের জন্য আমি তাহাকে মাসে মাসে যে টাকা দিই, তাহাতেই তাহার সকল ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে।"

বার্থা বলিল, "অভাব না হইলে চোরে যে চুরি করে না, ইহা কাজের কথা নয়। নিজেলের বয়স অল্প; শুনিয়াছি সে দুই হাতে টাকা উড়ায়! প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া সে চুরি করিবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের কথা কি?"

রবার্ট বলিলেন "নিজেল্ যে অত্যন্ত অপব্যয়ী একথা আমিও অস্বীকার করি না।"

নিজেল্ অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া সকল কথাই শুনিতেছিল। সে বুঝিল, তাহার সর্ব্বনাশের জন্য নিশ্চয়ই কোনও ভীষণ ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে! সে ঘৃণাভরে একবার তাহার বিমাতার দিকে, আর একবার কন্‌রাডের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাহার সেই দৃষ্টিতে কন্‌রাড্ কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিতভাবে নিজেলের পার্শ্ব হইতে সরিয়া গেল; অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমাকে স্পর্শ করিও না।"

নিজেল্ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তুমি কি মনে কর, তোমার মত জঘন্য জীবকে স্পর্শ করিয়া আমার হাত নোংরা করিব?"—তাহার পর সে তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিল, "বাবা, আমি নিরপরাধ, এ কথা আপনাকে কতবার বলিব? আপনি কি বুঝিতে পারিতেছেন না, আমি মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছি? এরূপ অসার প্রমাণ আপনি কি করিয়া বিশ্বাস করিতেছেন?"

রবার্ট বলিলেন, "নেকলেস্‌ছড়াটা তোমারই দেরাজের মধ্যে পাইয়াছি, ইহা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ?"

নিজেল্ বলিল, "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি উহা সেখানে রাখি নাই; আমাকে বিপদে ফেলিবার জন্য অন্য কেহ উহা আমার দেরাজে পুরিয়া রাখিয়াছে।"

রবার্ট ভ্রুভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "এ কথা লইয়া অনর্থক তর্ক করিও না; তাহার ফল ভাল হইবে না। যদি তুমি অপরাধী হও, তাহা সরল ভাবে আমার নিকট স্বীকার কর; তাহাতে তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না।"

নিজেল্ বলিল, "বাবা, পরমেশ্বর জানেন আমি চুরি করি নাই; চুরি না করিয়া কিরূপে বলিব, চুরি করিয়াছি? আপনি যে আমাকে

সন্দেহ করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা আমার আর কি অধিক দুর্ভাগ্য হইতে পারে ?"

রবার্ট বলিলেন, "নিজেল্, তোমাকে অবিশ্বাস না করিয়া উপায় কি ? তুমি প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়াই এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ ; ইহাই আমার বিশ্বাস। তুমি অত্যন্ত অপব্যয়ী ; আমি জানিতে পারিয়াছি, রাত্রি কালে তুমি ক্লাবে গিয়া জুয়া খেল। যাহারা জুয়ায় মত্ত হয়, তাহাদের হাতে টাকা থাকে না ; টাকার অভাবে তাহারা চুরি, জুয়াচুরি, জালিয়তি প্রভৃতি সকল রকম দুষ্কর্ম্মই করিতে পারে।"

নিজেল্ বলিল, "আমি স্বীকার করিতেছি, দুই একদিন রাত্রে ক্লাবে গিয়া খেলার আড্ডায় মিশিয়াছি ; কিন্তু তাহা যে অন্যায় কার্য্য, আমার এরূপ ধারণা ছিল না। আর আমি যে জুয়ায় টাকা উড়াইয়াছি, এ কথাও সত্য নহে ; খেলায় যোগদান করিয়া কোন দিন আমি কাহারও নিকট টাকা কর্জ্জ করি নাই ; আমার পকেট খরচের জন্য আপনি আমাকে যে টাকা প্রদান করেন, তাহাতেই আমার সকল ব্যয় সংকুলান হয়।"

রবার্ট বলিলেন, "তবে তুমি কিজন্য চুরি করিলে ?"

নিজেল্ বলিল, "আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি, আমি চুরি করি নাই। আমার আর কিছুই বলিবার নাই। আপনি উভয় পক্ষের কথাই শুনিলেন, এখন আপনার যেরূপ ইচ্ছা বিচার করুন।"

কন্‌রাড্ অপাঙ্গভঙ্গীতে তাহার মাতার দিকে চাহিল। উভয়ের চোখে চোখে কি ইসারা হইয়া গেল, তাহা রবার্ট বা নিজেল্ কেহই লক্ষ্য করিল না। রবার্ট পুত্রের কথা শুনিয়া নত মস্তকে কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি বুদ্ধিমান, ও বিবেচক ব্যক্তি ছিলেন ; আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়া সামান্য অবস্থা হইতে তিনি ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন ; এখন তিনি লণ্ডনের লক্ষপতিগণের একজন। তাঁহার অনেক

গুণ ছিল, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের প্রধান দুর্ব্বলতা এই যে, তিনি বড় স্ত্রৈণ ছিলেন। স্ত্রী যাহা বলিত, তাহার প্রতিবাদ করা, বা সে কথা অবিশ্বাস করা তাঁহার সাধ্যাতীত ছিল।

বৃদ্ধ রবার্ট তাঁহার দ্বিতীয় সংসারটিকে যতই বিশ্বাস করুন, তাহার প্রথম স্বামীর ঔরসজাত পুত্র কন্‌রাড্‌কে তিনি অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, তাহার প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র স্নেহ ছিল না; কেবল পত্নীকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য অগত্যা এই নিরুপায় নিঃস্ব জর্ম্মান যুবকের পিতৃস্থানীয় হইয়া তাহার ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। রবার্ট নিজেল্‌কে আন্তরিক স্নেহ করিতেন; ইহা তাহার বিমাতা, পতিপ্রেমে গর্ব্বিতা কুটিলা কুহকিনী বার্থার সহ্য হইত না।

বার্থা গোপনে ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে—যাহাতে রবার্ট তাঁহার পুত্রের প্রতি বিমুখ হন। তাহার সেই চেষ্টা সফল না হইলেও বার্থার প্ররোচনায় তাঁহার কতকটা বিশ্বাস হইয়াছিল, নিজেল্ অর্থলোভের বশীভূত হইয়া তাঁহার চেক্ জাল করিয়াছে, এবং সম্ভবতঃ বার্থার অলঙ্কারও তাহার দ্বারাই অপহৃত হইয়াছে; সুতরাং তিনি পুত্রের কথা বিশ্বাস না করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "নিজেল্ মিথ্যা কথায় আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না, অপরাধ স্বীকার কর; আমার নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিলে তোমার ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হইবে না।"

নিজেল্ বলিল, "বাবা, আমি নিরপরাধ; অপরাধ না করিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিব?"

এ কথায় বৃদ্ধের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল; তিনি সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তোমার অপরাধের প্রমাণ আমার সম্মুখে বর্ত্তমান; তবে কোন্ সাহসে তুমি নিরপরাধ সাজিতেছ?"

নিজেল্ অচঞ্চল স্বরে বলিল, "বাবা, মিথ্যা প্রমাণকে আপনি সত্য

বলিয়া ভ্রম করিতেছেন! আপনি যে ইহা মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারিতেছেন না, আমার পক্ষে তাহা বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা।”

রবার্ট বলিলেন, “নিজেল্, তুমি কি মনে কর, আমার সত্য মিথ্যার প্রভেদ বুঝিবার শক্তি নাই? আমি কি এতই অপদার্থ? তুমি তোমার বিমাতার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার বাক্স হইতে হীরক-হার অপহরণ করিয়াছ; তুমিই আমার নাম জাল করিয়া সেই জাল চেক্ ব্যাঙ্কে ভাঙ্গাইয়া তিন হাজার টাকা বাহির করিয়া লইয়াছ; এখন সাধু সাজিয়া সকল অপরাধ অস্বীকার করিতেছ! তুমি স্থির জানিও, তোমার ন্যায় দুর্ব্বিনীত তস্কর—পুত্র হইলেও আমার ক্ষমার অযোগ্য। সরল ভাবে অপরাধ স্বীকার না করিলে আমি তোমাকে এমন শাস্তি দিব যে, চির-জীবন তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে।”

নিজেল্ অবিচলিত স্বরে বলিল, “আমি সত্য কথাই বলিয়াছি; আপনার যেরূপ অভিপ্রায় করিতে পারেন।”

এ কথা শুনিয়া রবার্ট মসারিনের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল; তিনি সরোষে বলিলেন, “উত্তম; তুমি তোমার দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ কর। আজ হইতে তুমি আমার ত্যাজ্য-পুত্র; তুমি আমার উত্তরাধিকারিত্বে বঞ্চিত হইলে। আমার গৃহে আর তোমার স্থান নাই; এখান হইতে দূর হও।”

নিজেল্ তথনও ধীর, স্থির, অচঞ্চল। সে রুদ্ধ নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, “ইহাই কি আপনার শেষ কথা?”

বৃদ্ধ দৃঢ় স্বরে বলিলেন, “আমি যাহা বলিলাম, কদাচ তাহার ব্যতিক্রম হইবে না। আমার আদেশ, আর কথনও আমার গৃহে প্রবেশ করিতে পাইবে না; ভবিষ্যতে আমি তোমার কোন সংবাদ লইব না; আমার যে একটি পুত্র ছিল, একথাও বিস্মৃত হইব। যদি তুমি অনাহারে প্রাণত্যাগ কর, বা ভিক্ষালব্ধ অন্নে প্রাণধারণ কর, তাহাতে আমার কোনও ক্ষতি

বুদ্ধি নাই।—আমার নিকট হইতে ভবিষ্যতে তুমি কখনও এক পেনীও সাহায্য পাইবে না।"

নিজেল্ বলিল, "আপনি চমৎকার বিচার করিয়াছেন! আমারও প্রতিজ্ঞা, আমি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব, তাহাও স্বীকার; কোন দিন আপনার নিকট অর্থভিক্ষা করিব না। কিন্তু আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, একদিন আপনি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিবেন; আপনার এই অপরিণাম-দর্শিতার জন্য একদিন আপনাকে অনুতাপ করিতেই হইবে। আপনার মতিভ্রম হইয়াছে, আপনি প্রতারিত হইয়াছেন, এজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। মনে করিয়াছিলাম, অপ্রীতিকর সত্যের উল্লেখ করিয়া আপনার মনে কষ্ট দিব না; কিন্তু আপনার ব্যবহারে আমি প্রকৃত কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। চোর ও জালিয়াৎ ঐ দেখুন অসঙ্কোচে আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে! আমাকে বিপন্ন করিবার জন্য কন্‌রাড্‌ই তাহার মাতার হীরক-নেক্‌লেস্ অপহরণ করিয়াছিল; চেকে আপনার নাম জাল্ করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকাগুলি বাহির করিয়া লইয়াছিল। এই 'রাস্কেল'ই গোপনে আমার দেরাজের মধ্যে তাহার মায়ের নেক্‌লেস্ রাখিয়া আমাকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিয়াছে! আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিবেন না—কিন্তু এই ষড়যন্ত্রে তাহার মাতারও যোগ আছে; এসকল কাণ্ড তাঁহার অজ্ঞাত-সারে হয় নাই।"

এই কথা শুনিয়া ক্রোধে রবার্টের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল; তিনি বলিলেন, "তোর এত স্পর্দ্ধা যে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এমন মিথ্যা কথা বলিতে সাহস করিতেছিস্!"—

নিজেল্ বলিল, "ইহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে, সম্পূর্ণ সত্য; আপনি মোহান্ধ না হইলে বুঝিতে পারিতেন আমি অন্যায় কথা বলি নাই।"

রবার্ট গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "মিথ্যাবাদী! তস্কর! এই মুহূর্ত্তে আমার সম্মুখ হইতে দূর হ।"

নিজেল্ বলিল, "যাইতেছি। আমি আপনার অনুগ্রহের প্রত্যাশা করি না; আপনার গৃহে আর আসিব না। কিন্তু আবার বলিতেছি, একদিন আপনি বুঝিবেন আমি নিরপরাধ; একদিন আপনাকে অনুতাপ করিতেই হইবে। হায়, আজ্ যদি আমার মা বাঁচিয়া থাকিতেন!"

নিজেল্ আর কোনও কথা না বলিয়া উন্নত মস্তকে সগর্ব্বে বিজয়ী বীরের ন্যায় সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

কন্‌রাড্ অস্ফুট স্বরে বলিল, "ছোকরা থিয়েটারের দলে মিশিলে উৎকৃষ্ট অভিনেতা হইবে; কেমন চমৎকার অভিনয় করিয়া গেল!"

কুহকিনী বার্থা এতক্ষণ পরে ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করিল; সে এমন ভাব দেখাইল, যেন দুঃখে কষ্টে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে! তাহার আয়ত নীল নেত্র হইতে মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া উভয় গণ্ড প্লাবিত করিতে লাগিল। সে তাহার বৃদ্ধ স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল, এবং উভয় হস্তে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কাতর স্বরে বলিল, "আহা, নির্ব্বোধ বালক প্রলোভনে পড়িয়া হঠাৎ এই দুষ্কর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছে! তুমি এবার উহার অপরাধ মার্জ্জনা কর; ভবিষ্যতে উহার চরিত্র সংশোধিত হইতে পারে।"

স্ত্রৈণ বৃদ্ধ পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বার্থা! তুমি দেবী! তোমার হৃদয় বড় কোমল, সেই জন্যই এই চোরকে ক্ষমা করিতে বলিতেছ; কিন্তু আমার যে কথা, সেই কাজ। আমি উহাকে ত্যাগ করিয়াছি; আমার নিকট তুমি কখনও এই হতভাগার নামও উচ্চারণ করিও না।"

অনন্তর বৃদ্ধ সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাঁহার পাঠ-কক্ষে প্রবেশ

করিলেন ; এবং কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া একখানি চেয়ারে উপবেশন পূর্ব্বক শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। বার্থা ও তাহার পুত্র চক্রান্ত করিয়া তাঁহার নিরপরাধ, উন্নতচরিত্র পুত্রকে পিতৃগৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করিল, এরূপ সন্দেহ মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মনে স্থান পাইল না।

এই ঘটনার দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি জর্ম্মানীর এই মায়াবিনী কুহকিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং তাহার রূপে তিনি এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, বৃদ্ধ বয়সে এই অজ্ঞাতকুলশীলা, অপরিচিতা, রূপসী বিদেশিনীকে বিবাহ করিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মনে অনুতাপের সঞ্চার হয় নাই ; এই কুহকিনীর কপট প্রেমে তিনি তাঁহার পরলোকগতা সুশীলা সাধ্বী পত্নীর বিয়োগ-বেদনা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন ! তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল, তাঁহার বার্দ্ধক্যের কয়েক বৎসর সুখ ও শান্তিতে পূর্ণ করিবার জন্যই ভগবান এই রমণীরত্নকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। বার্থার পতিভক্তিতে তাঁহার এইরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। আজ এই ব্যাপারের পরও তাঁহার সে বিশ্বাস শিথিল হইল না। তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে এই কুহকিনী ও তাহার দুর্ব্বৃত্ত পুত্রের স্বার্থের অনুকূলে প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন ; এবং সেজন্য বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ, অনুতপ্ত, বা বিচলিত না হইয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "নিজেল্ নিশ্চয়ই অপরাধী। সে আমার বংশের কলঙ্ক ! আমি তাহার প্রতি যথাযোগ্য দণ্ডেরই ব্যবস্থা করিয়াছি।"

হায়, প্রবঞ্চিত মোহান্ধ বৃদ্ধ ! পৃথিবীতে তোমার মত অবস্থা অনেকেরই দেখিতে পাওয়া যায় !

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেকের পরিচারিকা শ্রীমতী বার্ডেল্ বহুকাল হইতে তাঁহার সংসারে প্রতিপালিত হইতেছিল। বার্দ্ধক্যে তাহার দেহ স্থূল হইয়াছিল, সুতরাং সে অধিক পরিশ্রম করিতে পারিত না; তাহার উপর সে অত্যন্ত মুখরা ছিল; এমন কি, মিঃ ব্লেককেও সে কখন কখন দু-কথা শুনাইয়া দিত! বৃদ্ধা পরিচারিকার এই প্রগল্ভতায় তিনি কখনও বিচলিত বা বিরক্ত হইতেন না, বরং আমোদ বোধ করিতেন।

একদিন সায়ংকালে মিসেস্ বার্ডেল্ একখানি থালা ও কয়েকটি বাটী লইয়া সিঁড়ী দিয়া নামিতে নামিতে আপন মনে কি বকিতেছিল। মিঃ ব্লেকের বিশ্বস্ত অনুচর স্মিথ তাহাকে কিছু খাদ্য দ্রব্য আনিতে বলায়, সে স্মিথের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া এইভাবে ক্রোধ প্রকাশ করিতেছিল; ইতিমধ্যে মিঃ ব্লেক গৃহ প্রবেশ করিতেই তাহার 'স্বগতঃ' উক্তি শুনিতে পাইলেন। ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, আপন মনে এমন বক্ বক্ করিতেছ কেন?"

পরিচারিকা বলিল, "সাধে কি বকুনি বাহির হয়? স্মিথ ছোঁড়াটার যদি একবিন্দু কাণ্ডজ্ঞান থাকে! যত-রাজ্যের হতভাগা, ফেরারি বদ্মায়েসের সঙ্গে তাহার ভাব। সে কোথা হইতে একটা ছোঁড়াকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে; তাহাকে খাবার দিয়াছি; তা সহজে কি তার পেট ভরে? একরাশ খাবার দিয়া আসিয়াছি, তাহা গিলিয়াও তাহার ক্ষুধা মিটে নাই! হুকুম হইয়াছে আরও খাবার চাই। সেইজন্য রান্নাঘরে যাইতেছি, দেখি রাক্ষসের পেট ভরে কি না! আপনার বাড়ী ত নয়, যেন হোটেল! যে আসে সেই বেটাই রাজপুত্র হয়। খাটিয়া খাটিয়া আমার শরীর দিন দিন শুকাইয়া উঠিতেছে।"

মিঃ ব্লেক মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তাহা ত দেখিতেই পাইতেছি! তোমার শরীরে কয়েকখানি হাড় ভিন্ন আর কিছুই নাই।—সে কথা থাক্; স্মিথ কোথা হইতে কাহাকে আনিয়া আমার ঘরে ঢুকাইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না; দেখি, ছোক্‌রাটা কে?"

এই কথা বলিয়া মিঃ ব্লেক দ্বিতলে তাঁহার ভোজনাগারেই প্রথমে প্রবেশ করিলেন; তিনি দেখিলেন, বিশ একুশ বৎসরের একটি ইংরাজ যুবক টেবিলের কাছে বসিয়া উভয় হস্তে ছুরী ও কাঁটা চালাইতেছে, এবং স্মিথ আর একখানি চেয়ারে তাহার পাশে বসিয়া সোৎসাহে তাহার সহিত গল্প করিতেছে; আর তাঁহার প্রিয় কুকুর টাইগার স্মিথের পদপ্রান্তে কার্পেটের উপর শয়ন করিয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে; ভোজ্য দ্রব্যের সৌরভে তাহার লোল রসনা হইতে লাল নিঃসৃত হইতেছে! আগন্তুক যুবকের অঙ্গে টুইডের পরিচ্ছদ; পরিচ্ছদ অত্যন্ত মলিন, স্থানে স্থানে কর্দ্দমাক্ত।

এই যুবক মিঃ ব্লেককে দ্বার-প্রান্তে দেখিবামাত্র ছুরী-কাঁটা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং লজ্জিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। এই যুবককে দেখিবামাত্র মিঃ ব্লেকের সুপ্ত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল! তাঁহার মনে পড়িল, প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে নরফোকের সন্নিহিত সমুদ্র-বেলায় এই যুবক মৃতপ্রায় স্মিথের চেতনা সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছিল, আর স্মিথ সৌরকর-প্রদীপ্ত বালুকারাশির উপর সিক্ত দেহে সংজ্ঞাহীন ভাবে নিপতিত ছিল। স্মিথ সমুদ্রে স্নান করিতে গিয়া সন্তরণ করিতে করিতে সহসা জলমগ্ন হইলে এই যুবকই প্রাণপণ চেষ্টায় তাহাকে আসন্ন মৃত্যু-কবল হইতে উদ্ধার করে, এবং তাহারই চেষ্টায় স্মিথ সে যাত্রা রক্ষা পায়।—সেই দিন হইতে স্মিথের সহিত এই যুবকের বন্ধুত্ববন্ধন দৃঢ়তর হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক যুবককে চিনিতে পারিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "নিজেল্ মসারিন্! তুমি এখানে?"

পাঠক বুঝিয়াছেন এই যুবকই রবার্ট মসারিনের গৃহ-তাড়িত হতভাগ্য পুত্র নিজেল্। নিজেল্ মিঃ ব্লেকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার উভয় চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

মিঃ ব্লেক জানিতেন,নিজেল্ লক্ষপতির সন্তান; কিন্তু তাহার পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহার অনুমান হইল,সে নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়িয়াছে, এবং সম্ভবতঃ বিশেষ কোন কারণে সে তাহার বিপদের কথা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে। মিঃ ব্লেক তাহার পিতাকে চিনিতেন, কিন্তু বৃদ্ধ অল্পদিন পূর্ব্বে একটি জর্ম্মান যুবতীকে বিবাহ করিয়াছেন, সে সংবাদ তিনি অবগত ছিলেন না; পিতা পুত্রের কলহের বৃত্তান্তও এপর্য্যন্ত তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিজেল্, বহুদিন পরে আজ তোমাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম।—দেখিতেছি এখনও তোমার আহার শেষ হয় নাই; তুমি এ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? অগ্রে আহার শেষ কর, তাহার পর সকল কথা হইবে।"

নিজেল্ জড়িতস্বরে বলিল, "আপনি আমার জন্য ব্যস্ত হইবেন না, আমার আহার শেষ হইয়াছে; আমি উদর পূর্ণ করিয়াই আহার করিয়াছি। স্মিথ আরও কিছু খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করায় অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আমি বসিয়াছিলাম। স্মিথ আমার বড়ই উপকার করিয়াছে; সে আমাকে এখানে আনিয়া আমার আহারের ব্যবস্থা করিয়াছে। আজ অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে তাহার সহিত হঠাৎ আমার সাক্ষাৎ।—আহার শেষ হইয়াছে, এখন আমি বিদায় লইব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখনই তুমি যাইবে? না, তাহা

হইবে না ; কতদিন পরে তোমার দেখা পাইলাম, এস, খানিক গল্প-স্বল্প করি।”

স্মিথ এতক্ষণ পরে কথা কহিল ; সে মিঃ ব্লেককে বলিল, “না, কর্ত্তা, নিজেল্‌কে যাইতে দিবেন না ; আজ সমস্ত দিন বেচারা অনাহারে ছিল, তাহা জানিতে পারিয়া উহাকে ধরিয়া আনিয়া কিছু খাওয়াইলাম।”

মিঃ ব্লেক স্মিথের কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং ব্যাপার কি জানিবার জন্য তাঁহার মনে অত্যন্ত কৌতূহলের সঞ্চার হইল। ইতিমধ্যে পরিচারিকা আরও কিছু খাদ্য দ্রব্য লইয়া সেই কক্ষে উপস্থিত হইল ; নিজেল্ তাহা ভোজন করিতে অসম্মত হইল। তখন মিঃ ব্লেক পরিচারিকাকে বিদায় দান করিয়া নিজেলের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। নিজেল্ তাঁহার অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া তাহার বিপদের কথা সবিস্তার তাঁহার গোচর করিল ; জাল চেক্ ভাঙ্গাইয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা বাহির করিয়া লওয়া, বিমাতার হীরক-নেক্‌লেস চুরি, কন্‌রাডের ষড়যন্ত্র, পিতার দুর্ব্ব্যবহার প্রভৃতি সকল কথাই সে তাঁহার নিকট প্রকাশ করিল।—এই শোচনীয় কাহিনী বলিবার সময়, দুঃখে কষ্টে তাহার কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ ও চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সকল কথা শেষ করিয়া নিজেল বলিল,” আমি প্রকৃতই নিরপরাধ ; আমি আমার বিমাতার অলঙ্কার স্পর্শও করি নাই, চেকে বাবার নাম জাল করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে তাহা ভাঙ্গাইয়া টাকাও লই নাই। আমি আপনাকে মিথ্যা কথা বলিতেছি না ; জানি না আপনি আমার কথা বিশ্বাস করিবেন কি না।”

মিঃ ব্লেক পূর্ণদৃষ্টিতে নিজেলের মুখের দিকে চাহিলেন ; কিন্তু তাঁহার সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টিপাতে নিজেল্ বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হইল না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি যাহা যাহা বলিলে, তাহা সমস্তই সত্য ;

এ সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। তুমি সত্যই নিরপরাধ। যাহা হউক, তোমাকে আমার দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। —আজ কত দিন তোমার পিতা তোমাকে তাঁহার গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন?"

নিজেল্ বলিল, "প্রায় একমাস হইবে; পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হইবার সময় আমার নিকট কয়েকটী স্বর্ণমুদ্রা ছিল। সেই গিনি কয়টী দ্বারা যে কয়দিন চলে চলুক ভাবিয়া আমি এজ্ ওয়ার রোডে অল্প ভাড়ায় একটী ক্ষুদ্র বাসা লইলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, অল্প চেষ্টাতেই আমি কোনও একটী চাকরী জুটাইয়া লইতে পারিব; কিন্তু আমার চেষ্টা সফল হইল না। সামান্য একটী চাকরী সংগ্রহ করাও যে এত কঠিন, ইহা আমি পূর্ব্বে মনে করি নাই। নানা স্থানে উমেদারী করিতে করিতেই আমার সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষিত হইল। অগত্যা বাড়ীওয়ালীর কাছে কিছু টাকা কর্জ্জ করিতে বাধ্য হইলাম; কিন্তু তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে না পারায় এবং তাহাকে ভাড়া দিতে না পারায়, সে আমাকে তিরস্কার করিয়া তাহার বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিল। তখন আমি নিরুপায় হইয়া শূন্যহস্তে পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কোন দিন এক বেলা কিছু খাইতে পাইতাম, কোনও দিন তাহাও জুটিত না! আমার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইল, তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। কাল্ সারা দিন আমি অনাহারে ছিলাম; আজও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, হয় ত অনাহারেই আমার মৃত্যু হইত; কিন্তু হঠাৎ চিরকরুণাময় পরমেশ্বর এই নিরাশ্রয় অনাথের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। আজ অপরাহ্ন কালে পথে দাঁড়াইয়া আমি ক্ষুধার তাড়নায় চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি, হস্ত পদ অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে;

এমন সময় পথিমধ্যে স্মিথের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি অনাহারে আছি শুনিয়া সে আমাকে এখানে লইয়া আসিল, এবং উদর পূর্ণ করিয়া আহার দিল। তাহার এই উপকার আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না ; ভগবান তাহার মঙ্গল করুন। এখন আমার মনে হইতেছে, ভগবান কখনও গৃহহীন নিরাশ্রয় হতভাগ্যকে পরিত্যাগ করেন না। আমার হৃদয় উৎসাহে ও আশায় পূর্ণ হইয়াছে ; নিদারুণ জীবন-সংগ্রামে আমি কাতর বা অভিভূত হইব না। আমার পিতা আমাকে বলিয়াছিলেন, আমি চাকরী করিয়া পারি, ভিক্ষা করিয়া পারি, যেমন করিয়া হউক আমাকে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইবে ; আমি তাহাই করিব।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার শোচনীয় কাহিনী শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। তুমি কি বলিতে চাও, তোমার বিমাতার পুত্র তোমাকে বিপন্ন করিবার জন্য স্বয়ং এই দুষ্কর্ম্ম করিয়া সমস্ত দোষ তোমার ঘাড়ে চাপাইয়াছে ? আর এই ষড়যন্ত্রে তোমার বিমাতারও যোগ আছে ?”

নিজেল্ মসারিন্ বলিল, “কন্‌রাড্‌ই যে চোর, জালিয়াত, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার বিশ্বাস এ সকল কাণ্ড তাহার জননীর জ্ঞাতসারেই হইয়াছে।”

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহার সহিত কি তোমার সদ্ভাব নাই ?”

নিজেল্ বলিল, “তেমন অসদ্ভাবও নাই ; কিন্তু আমার বিমাতা প্রথম হইতেই আমাকে বিষদৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছেন। তাঁহার পুত্র-সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অত্যন্ত উচ্চ। সে আমার বড়ই হিংসা করে।”

মিঃ ব্লেক অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, “তোমার সর্ব্বনাশ

সাধনের জন্য একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র হইয়াছে, ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। তোমার পিতা তোমাকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহার সম্পত্তিতেও বঞ্চিত করিবেন। এই সুযোগে তোমার বিমাতা তোমার পৈত্রিক সম্পত্তি লাভের জন্য বোধ হয় তোমার পিতাকে দিয়া উইল করিয়া লইবেন; তাহা হইলে তিনি ও তাঁহার পুত্র নির্ব্বিবাদে তোমার পৈত্রিক সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিবেন।"

নিজেল্ বলিল, "আমারও তাহাই বিশ্বাস।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু একটা কথা বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার পিতা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বৈষয়িক লোক; তথাপি তিনি এ ভাবে স্ত্রীলোকের ফাঁদে পড়িলেন! বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিলে মানুষ অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ মোহান্ধ হয়।"

নিজেল্ বলিল, "আমার বিমাতার উপর বাবার অগাধ বিশ্বাস। তিনি যেরূপ বুঝাইয়া দেন, বাবা তাহাই বুঝিয়া যান্; সত্য মিথ্যা বিচার করেন না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কঠিন রোগ বটে, এজন্য উৎকট চিকিৎসার আবশ্যক। তাঁহার চোখে আঙ্গুল দিয়া তোমার বিমাতার কাণ্ড-কারখানা দেখাইয়া দিতে হইবে; চুরি ও জালিয়াতির অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করা আবশ্যক। তোমার পিতা তোমার প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন; তাঁহার এই লজ্জাজনক আচরণের জন্য এক দিন নিশ্চয়ই তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইবে।"

নিজেল্ বলিল, "আমি সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছি। আমার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন না হইলে তাঁহার গৃহে ফিরিব না, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা; আমারও কিঞ্চিৎ আত্মসম্মান-জ্ঞান আছে।"

স্মিথ নীরবে এ সকল কথা শুনিতেছিল; এতক্ষণ পরে সে

মিঃ ব্লেককে বলিল, "কর্ত্তা, এই ব্যাপারের তদন্ত-ভারটা আপনি স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন না? এ ভার আপনাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। আপনি ত জানেন, আমি নিজেলের নিকট কিরূপ ঋণী; নিজেল্ আমাকে মৃত্যু-কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক স্মিথের কথার কোনও উত্তর না দিয়া তাঁহার পাইপে তামাক সাজিলেন; তাহার পর তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া, কুণ্ডলীকৃত ধূম উদ্গীরণ পূর্ব্বক গম্ভীর ভাবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক অনেকক্ষণ পরে নিজেল্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে চেক্-খানি জাল করা হইয়াছিল, তাহা কি তোমার পিতার ডেস্ক হইতে চুরি যায়?"

নিজেল্ বলিল, "হাঁ মহাশয়, চোর নকল চাবি দিয়া ডেস্ক খুলিয়া উহা চুরি করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে লোকটি সেই জাল-চেক্ ব্যাঙ্কে ভাঙ্গাইতে গিয়াছিল, তাহার চেহারা কিরূপ, শুনিয়াছ?"

নিজেল্ বলিল, "শুনিয়াছি লোকটি বেশ জোয়ান; তাহার মুখে দাড়ী গোঁফ ও চোখে চশমা ছিল; পোষাক-পরিচ্ছদও ভদ্রলোকের মত।—তাহার অন্য পরিচয় জানিতে পারি নাই!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ব্যাঙ্ক হইতে কি নগদ টাকা দিয়াছিল, না নোট দেওয়া হইয়াছিল?"

নিজেল্ বলিল, "সমস্তই গিনি দেওয়া হইয়াছিল। গিনিগুলি নূতন,—টাকশাল হইতে সবেমাত্র বাহির হইয়াছিল; পুরাতন গিনি একটাও ছিল না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি মধ্যে মধ্যে রাত্রিকালে ক্লাবে আমোদ-

প্রমোদ করিতে যাও, এ কথা তোমার পিতার নিকট স্বীকার করিয়াছ কি ? কোন্ কোন্ ক্লাবে তুমি যাও ?"

নিজেল্ বলিল, "হাঁ, বাবার নিকট আমি সে কথা স্বীকার করিয়াছিলাম ; মিথ্যা কথা কেন বলিব ? আমি ওয়ালডোরিয়া ও ট্রাণ্টারের ক্লাবেই যাতায়াত করিতাম।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেখানে কন্‌রাডের সহিত কোনও দিন তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?"

নিজেল্ বলিল, "না, একদিনও নয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কন্‌রাডের স্বভাব-চরিত্র কেমন ?"

নিজেল্ বলিল, "সে আমার সহিত মেশে না, তাহার স্বভাব-চরিত্র কেমন, কিরূপে বলিব ? কিন্তু আমি তাহাকে কোন দিন সম্ভ্রান্ত সমাজে মিশিতে দেখি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কি মদ খায় ? বাহিরে তাহার রাত্রিযাপনের অভ্যাস আছে কি ?"

নিজেল্ বলিল, "সমস্ত রাত্রি সে বাহিরেই থাকে ; ভোরবেলা চোরের মত বাড়ী ফেরে ! বাড়ী ফিরিবার সময় কোন কোন দিন সে আমার সম্মুখে পড়িত ; তখন তাহার বেশ তরল অবস্থা।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কি তাহার মাতার নিকট প্রচুর টাকা পায় ?"

নিজেল্ বলিল, "প্রচুর দূরের কথা, কিছুই পায় না ; বাবা আমার বিমাতাকে যে মাসিক বৃত্তি দান করেন, তাহার পরিমাণ অধিক নহে। তাঁহার নিজের খেয়াল পরিতৃপ্তির পক্ষেই তাহা যথেষ্ট নহে ; ছেলেকে কি দিবেন ? তবে আমার বাবা কন্‌রাড্‌কেও কিছু কিছু মাসিক বৃত্তি দিয়া থাকেন ; তিনি আমাকে যাহা দিতেন, তাহার বৃত্তির পরিমাণ তাহা অপেক্ষা ত অধিক নহেই, বোধ হয় কিছু কমই হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার পিতার অন্দরে প্রবেশ করিবার যে দরজা আছে, সেই দরজার তালার চাবি তোমার কাছে আছে ?"

নিজেল্ বলিল, "হাঁ, একটা চাবি এখনও আমার কাছে আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই চাবিটা আমি চাই ; উহা আমার কাজে লাগিতে পারে।"

নিজেল্ বিস্মিত হইয়া বলিল, "তাহা আপনাকে দিতেছি, কিন্তু আপনি সে চাবি লইয়া কি করিবেন ?"

মিঃ ব্লেক এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না ; চেয়ারে ঠেস্ দিয়া চিন্তাকুল চিত্তে নিঃশব্দে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক অনেকক্ষণ পরে পাইপ রাখিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি তোমার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিব।"

স্মিথ সোৎসাহে বলিল, "কর্ত্তা, আপনার কথা শুনিয়া ভারী খুসী হইলাম ; আপনি চিরদিনই উৎপীড়িত নিরাশ্রয়ের আশ্রয়।"

নিজেল্ একবারও আশা করে নাই, সে মিঃ ব্লেকের নিকট এরূপ উপকার লাভ করিবে। কৃতজ্ঞতায় তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, তাহার ওষ্ঠাধর কম্পিত হইল ; কিন্তু সে বাক্যে তাহার গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিল না, কেবল কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক স্নেহোদ্বেলিত স্বরে বলিলেন, "হাঁ বৎস, তোমার বিরুদ্ধে যে অন্যায় অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইতে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই মুক্ত করিব। কিন্তু এখন তোমার দিনপাতের কোন উপায় নাই ; আমি তোমাকে এরূপ নিরাশ্রয় ভাবে ছাড়িয়া দিতে পারি না। তুমি আপাততঃ তোমার বন্ধু স্মিথের অতিথি হইয়া আমার গৃহেই অবস্থান কর ; ইতিমধ্যে আমি তোমাকে একটি চাকরী জুটাইয়া দিতেছি ; তখন আর তোমার কোন কষ্ট থাকিবে না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেক পরদিন সায়ংকালে ছদ্মবেশে 'টটেন্‌হাম্‌কোর্ট' রোড নামক রাজপথে অবস্থিত রেভেল-ক্লাবে উপস্থিত হইয়া ক্লাবের সভ্যশ্রেণীভে নাম লিখাইলেন। ক্লাবে তাঁহার নাম হইল মিঃ সানন্। তিনি এরূপ নৈপুণ্য সহকারে ভো'ল্ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন যে, কাহারও সাধ্য ছিল না তাঁহাকে মিঃ ব্লেক বলিয়া চিনিতে পারে। তাঁহার ঝুঁটা দাড়ী গোঁফে তাঁহাকে চমৎকার মানাইতেছিল; তিনি পোষাক-পরিচ্ছদের ঘটাও কিছু অতিরিক্ত করিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, বার্থার পুত্র কন্‌রাড্ মোরিজ্ এই ক্লাবেই রাত্রে আমোদ-প্রমোদ করিতে আসে; সুতরাং তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য মিঃ ব্লেককে এই ক্লাবের 'মেম্বর' হইতে হইল। তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, কন্‌রাডের সহিত এখানেই তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে।

এই ক্লাবে তিনটি প্রশস্ত কক্ষ ছিল; একটি কক্ষ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটা আমোদলিপ্সু যুবক সেখানে বসিয়া সুলভ মূল্যের 'হুইস্কি' পান করিতেছে। অনেকের মুখেই পাইপ্; তাম্রকূট ধূমে কক্ষটি অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে, এবং চারিদিক হইতে হাসির গর্‌রা উঠিতেছে! যুবকদের দলে যুবতীও অনেকগুলি ছিল; তাহাদের পরিচ্ছদে সুরুচির সম্পর্ক ছিল না। তাহাদের অশ্লীল রসিকতায় মিঃ ব্লেক বিরক্ত হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু সেখানে কন্‌রাড্‌কে দেখিতে পাইলেন না। এক পাশে কয়েকটী যুবক যুবতী বেহালা বাজাইয়া বেসুরো চীৎকার করিতেছিল; কেহ কেহ স্খলিত পদে নৃত্য করিতেছিল।—যেমন নাচ, তেমনই গান!

.মিঃ ব্লেক সেখানেও কন্‌রাড্‌কে দেখিতে পাইলেন না; তখন তিনি আর একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই কক্ষে একদল লোক গম্ভীর ভাবে বসিয়া জুয়া খেলিতেছিল। কক্ষমধ্যে একটি প্রকাণ্ড ল্যাম্প ঝুলিতে-ছিল; তাহার নীচে খেলিবার টেবিল। খেলোয়াড়েরা সেই টেবিলের চারিদিকে চক্রাকারে বসিয়া খেলা করিতেছিল; কেহ কেহ খেলায় যোগদান না করিয়া দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতেছিল। তাম্রকূট-ধূমে এই বাতায়নহীন কক্ষটির বায়ুমণ্ডল ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। খেলিবার টেবিলটি প্রকাণ্ড; তাহা পীত বস্ত্রে মণ্ডিত। যাহারা খেলিতেছিল, তাহাদের সংখ্যা ১০।১২ জনের অধিক নহে। তাহাদের প্রত্যেকের সম্মুখে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা, কতকগুলি তাস, মদের বোতল ও গ্ল্যাস। খেলার সঙ্গে সঙ্গে বোতলস্থিত সুরা গ্ল্যাসে গ্ল্যাসে ফিরিতেছিল। মিঃ ব্লেক এখানে কন্‌রাড্ মোরিজ্‌কে দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন, মদ্যপানে সে বেশ প্রফুল্ল হইয়া সোৎসাহে জুয়া খেলিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে ধূমপান করিতেছে। খেলোয়াড়গণ মিঃ ব্লেককে না চিনিলেও কেহ কেহ ভদ্রতার অনুরোধে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। মিঃ ব্লেক প্রত্যভিবাদন করিয়া টেবিলের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং অত্যন্ত মনোযোগের সহিত খেলা দেখিতেছেন, এই ভাব প্রকাশ করিলেন। ইতিমধ্যে একজন লোক খেলিতে খেলিতে কি কাজে উঠিয়া গেল; মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ তাহার চেয়ারখানি অধিকার করিয়া বসিলেন। তখন অত্যন্ত উৎসাহের সহিত খেলা চলিতেছিল; কাহারও মুখে হাসি বা গল্প ছিল না; কেবল মধ্যে মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা আদান-প্রদানের ঠুং-ঠুং শব্দ হইতেছিল। কেহ কেহ বা স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে ব্যাঙ্ক-নোট আদান-প্রদান করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে তাস ভাঁজিবার শব্দ হইতেছিল, সকলেরই দৃষ্টি তাসের উপর। সকলেই নির্নিমেষ-নেত্রে রুদ্ধনিশ্বাসে প্রত্যেক-বাজীর ফলাফল লক্ষ্য করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক যে সময় খেলায় বসিলেন, তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই কন্‌রাড্‌ ক্রমাগত হারিতেছিল। খেলায় ক্রমাগত হারিলে সকল খেলোয়াড়ের মনই অত্যন্ত দমিয়া যায়। কন্‌রাড্‌ মনকে উত্তেজিত করিবার জন্য দশ পনের মিনিট অন্তর মদের গ্ল্যাস মুখে তুলিতেছিল। মিঃ ব্লেক লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, সে দুইবার বাজী হারিয়া পকেট হইতে যে সকল গিনি বাহির করিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখে স্থাপন করিল, সে সকলগুলিই চক্‌চকে নূতন গিনি! এই সকল গিনি যে অতি অল্প দিন পূর্ব্বে টাকশাল হইতে বাহির হইয়াছিল, এ বিষয়ে মিঃ ব্লেকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না; তবে সকলগুলি একই বৎসরের গিনি কি না, তাহা তিনি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইলেন না।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "কন্‌রাডের নিকট হইতে দুই একটি গিনি হাওলাত করিতে পারিলে তাহা পরীক্ষার সুবিধা হইত; যাহা হউক, যখন খেলিতে বসিয়াছি, তখন কিছু আদায় করিবই।"

বলা বাহুল্য, মিঃ ব্লেক অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় জুয়াখেলাতেও সুদক্ষ ছিলেন; তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। ইয়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজে সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত তিনি যে ভাবে মিশিতেন, লণ্ডনের অশিক্ষিত অসভ্য ইতর পশুগুলার সহিতও ঠিক সেই ভাবেই মিশিতে পারিতেন। তাঁহার এই অদ্ভুত শক্তি ছিল বলিয়াই গোয়েন্দাগিরিতে তাঁহার এরূপ অসাধারণ প্রতিষ্ঠা; সকল বিদ্যাতেই তিনি সুপণ্ডিত।

খেলায় বসিয়া মিঃ ব্লেক প্রথমে কয়েক বাজী ইচ্ছা করিয়া হারিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিতে দেখিয়া কন্‌রাড্‌ অত্যন্ত উৎসাহিত হইল, কিন্তু তাহার এই উৎসাহ স্থায়ী হইল না; কারণ, সে মিঃ ব্লেকের নিকটেও হারিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক তাহার নিকট চারিটি গিনি জিতিয়া তাঁহার পকেটে ফেলিলেন; কন্‌রাড্‌ও পুনঃ পুনঃ হারিয়া বিরক্তিভরে বলিল,

"দেখিতেছি আজ আর সুবিধা করিতে পারিব না; অনেকক্ষণ ধরিয়া খেলা করিয়া বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে, আজ রাত্রির মত উঠিলাম।"

কন্‌রাড্ তাহার চেয়ারখানি পশ্চাতে ঠেলিয়া উঠিয়া পড়িল। তখনও খেলা চলিতেছিল; সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কয়েক মিনিট খেলা দেখিল, তাহার পর সেই কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইল। তৎক্ষণাৎ খেলা পরিত্যাগ করিলে পাছে কেহ কোনরূপ সন্দেহ করে, এই আশঙ্কায় মিঃ ব্লেক আরও এক বাজী খেলিলেন; তাহার পর তাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

তিনি যে উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশে এই ক্লাবে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল; সুতরাং তিনি আর সেখানে বিলম্ব করা আবশ্যক মনে করিলেন না। তিনি বারান্দা দিয়া নীচে নামিয়া আসিবার সময় পূর্ব্ব-বর্ণিত মদ্যপানের আড্ডা-ঘরটির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন, জর্ম্মান যুবক কন্‌রাড্ সেই কক্ষে টেবিলের পাশে বসিয়া একটা 'হুইস্কি'র বোতল খালি করিতেছে।—তিনি আর সেখানে অপেক্ষা না করিয়া রাজপথে উপস্থিত হইলেন।

মিঃ ব্লেক পথে আসিয়া টটেন্‌হামকোর্ট রোড-অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথের মোড়ে একটি আলোক-স্তম্ভ ছিল; তিনি তাহার সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া পকেট হইতে সেই গিনি চারিটা বাহির করিলেন; দেখিলেন চারিটাই সেই সনে প্রস্তুত,—তখনও বৎসর ঘোরে নাই। মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, কন্‌রাড্ জাল-চেক্ ভাঙ্গাইয়া যে সকল গিনি পাইয়াছিল, এগুলি তাহারই অন্তর্গত। কিন্তু এই প্রমাণে তিনি নিঃসন্দেহ হইতে পারিলেন না;—কারণ নূতন গিনি দুর্ল্লভ নহে। কন্‌রাডের অপরাধ সপ্রমাণ করিতে হইলে, তাহার দুষ্কর্ম্মের অকাট্য প্রমাণ আবশ্যক। সে প্রমাণ তিনি কিরূপে সংগ্রহ করিবেন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন,—"না, ইহা প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না। অভ্রান্ত প্রমাণের আবশ্যক। আমি যদি চেষ্টা করি তাহা হইলে সে প্রমাণ সংগ্রহ করা যতই কষ্টকর হউক, অসম্ভব হইবে না; তবে এজন্য একটু দুঃসাহস ও কষ্ট স্বীকার আবশ্যক। আমার বিশ্বাস, তাহার নিকট এখনও অনেক গিনি আছে; সকলগুলিই যে, সে সঙ্গে লইয়া আড্ডায় আসিয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। এতদ্ভিন্ন, ইতিপূর্ব্বে সে তাহার মাতার যে সকল অলঙ্কার চুরি করিয়াছে, সম্ভবতঃ তাহারও কিছু কিছু তাহার নিকট আছে। কি উপায় তাহা হস্তগত করা যায়? একটি উপায় আছে বটে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত বিপজ্জনক। নিজেদের নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে হইলে অগত্যা সেই উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে। রাত্রি ১২টা বাজিয়া গিয়াছে; শুনিয়াছি, কন্‌রাড্‌ ক্লাবে শেষরাত্রি পর্য্যন্ত থাকে। তাহা হইলে সে এখনও দুই তিন ঘণ্টা বাড়ী ফিরিতেছে না; ইতিমধ্যে আমি—"

মিঃ ব্লেকের মনের কথা মনেই রহিয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে তিনি দেখিলেন, একখানি গাড়ী সেই পথ দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; তিনি তৎক্ষণাৎ কোচম্যান্‌কে থামাইয়া বলিলেন, "আমাকে মলের শেষ-প্রান্তে রাখিয়া এস।"

তিনি কোচম্যানের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন, এবং চুরুট ধরাইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে তাঁহার সংকল্প স্থির করিয়া লইলেন। তিনি বুঝিলেন, কাজটি অত্যন্ত বে-আইনী হইবে; কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না। তিনি নিজেদের নিকট তাহার পিতৃগৃহের অন্দর মহলে প্রবেশ করিবার দরজার যে চাবিটি পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পকেটেই ছিল; এতদ্ভিন্ন, সেই অট্টালিকার কোন্‌ দিকে কাহার বাস-কক্ষ, কোথা দিয়া কোন্‌ কক্ষে

যাওয়া যায়—এ সকল কথাই তিনি নিজেলের নিকট জানিয়া লইয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক সেই রাত্রেই গোপনে কন্‌রাডের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া চোরা-মালের সন্ধান করিবেন, স্থির করিলেন।

তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছিল; কিন্তু গগনমণ্ডল পাতলা মেঘে আচ্ছন্ন ছিল। গভীর রজনীতে সুবিশাল লণ্ডন নগর সুষুপ্ত। পথে শকটের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল; কেবল চেয়ারিংক্রশ অঞ্চলে তখনও নৈশ-আমোদের স্রোত বহিতেছিল, এবং সাফ্‌টস্‌বরি এভিনিউ ও পিকাডিলীর সার্কাসসমূহে উজ্জ্বল দীপমালার বাহার দেখা যাইতেছিল।—মিঃ ব্লেকের শকটখানি রিজেণ্ট ষ্ট্রীট, পল্‌মল্‌, মার্লবারো হাউস প্রভৃতি অতিক্রম পূর্ব্বক সেণ্ট জেমস্‌ পার্কের সন্নিকটে উপস্থিত হইল, এবং সুপ্রসিদ্ধ বাকিংহাম-রাজপ্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া থামিল।

মিঃ ব্লেক শকট হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কোচ্‌ম্যানকে তাহার প্রাপ্য ভাড়া মিটাইয়া দিলেন; কোচ্‌ম্যান গাড়ী লইয়া চলিয়া গেল। মিঃ ব্লেকও বাকিংহাম-গেট অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেখান হইতে ৫০।৬০ গজ দূরে মিঃ রবার্ট মসারিনের প্রাসাদোপম অট্টালিকা। এই অট্টালিকাটি একটু গলির মধ্যে, রাজপথের ঠিক উপরে নহে। মিঃ ব্লেক সেই অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সুবিস্তীর্ণ হর্ম্ম্য সমুদয় দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া যেন গভীর নিদ্রায় অভিভূত। অন্ধকারে অট্টালিকায় নিঃশব্দে প্রবেশ করা বেশ সুবিধাজনক বুঝিয়া মিঃ ব্লেক হর্ষোৎফুল্ল হইলেন। তিনি অট্টালিকার দ্বার-সন্নিধানে-উপস্থিত হইয়া নিজেল্-প্রদত্ত চাবিটা বাহির করিলেন, এবং অন্দরের দিকের দ্বারটি খুলিয়া অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন; তাহার পর ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্ধকারপূর্ণ হলের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইলেন। আশঙ্কায় ও উৎকণ্ঠায় তাঁহার বক্ষঃস্থল দুরুদুরু করিয়া উঠিল! কাজটি কিরূপ গর্হিত হইতেছে,

তাহা বুঝিতে পারিয়া তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন; মনে মনে বলিলেন, "এখন যদি হঠাৎ ধরা পড়ি, তাহা হইলে বিপদের সীমা থাকিবে না; গোয়েন্দাগিরি বাহির হইয়া যাইবে!"

কিন্তু বিপদের কোনও আশঙ্কা ছিল না; তিনি কোন দিকে জনপ্রাণীর সাড়া-শব্দ পাইলেন না। গৃহবাসিগণ সকলেই তখন নিদ্রামগ্ন; সুতরাং মিঃ ব্লেক অপেক্ষাকৃত নিঃশঙ্ক চিত্তে দেশলাই জ্বালিয়া শুভ্র মর্ম্মর-প্রস্তরনির্ম্মিত প্রশস্ত সোপানশ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে দ্বিতলে উঠিলেন, এবং বাম দিকে কয়েক গজ অগ্রসর হইয়া তৃতীয় কক্ষ-দ্বারের সম্মুখে আসিলেন।

এই কক্ষটিই যে কন্‌রাডের শয়ন-কক্ষ সে সন্ধান তিনি পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন, কন্‌রাডের অনুপস্থিতিতে এই কক্ষে কেহই নাই, ইহাও তিনি জানিতেন; তথাপি তস্করের ন্যায় গোপনে পরের কক্ষে প্রবেশ করিতে তাঁহার অত্যন্ত বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। কিন্তু আর ইতস্ততঃ করিয়া লাভ নাই; কক্ষদ্বার তালা দিয়া বন্ধ করা ছিল না, সুতরাং তিনি সহজেই কক্ষে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন। জলন্ত দীপ-শলাকার সাহায্যে কক্ষস্থিত বৈদ্যুতিক দীপ জ্বালিবার হাতলটি দেখিয়া লইলেন, এবং তাহা টিপিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কক্ষ আলোকিত করিলেন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার অভিষ্টসিদ্ধিতে কোনরূপ বাধা উপস্থিত হয় নাই দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলেন, ইহা কন্‌রাড্ মোরিজের শয়ন-কক্ষই বটে।

একবার তাঁহার মনে হইল, হঠাৎ যদি কোনও পরিচারক এই কক্ষে আলোক দেখিতে পাইয়া কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সেখানে উপস্থিত হয়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার মনে হইল, কোনও ভৃত্য দৈবাৎ জাগিয়া উঠিলেও, সে সম্ভবতঃ এদিকে আসিবে

না; সে মনে করিবে, কন্‌রাড্‌ নৈশ-ভ্রমণ শেষ করিয়া তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক দীপ জ্বালিয়াছে; হয় ত সে অন্য দিন অপেক্ষা একটু সকালেই বাড়ী ফিরিয়াছে। এখন কোথায় কোথায় চোরা-মালের সন্ধান করা যায়, তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন। সেই কক্ষের সর্ব্বস্থান অনুসন্ধান করা সহজ নহে, তাহাতে রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইতে পারে; সুতরাং যেখানে যেখানে অনুসন্ধান করিলে চোরা-মাল পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল, সেই সকল স্থানেই অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই কক্ষে যে খাট ছিল, তাহার গদির নীচে, অগ্নিকুণ্ডের ধূম অপসারণের জন্য যে চিম্‌নি ছিল, তাহার ভিতর, এবং এইরূপ আরও দুই একটি স্থান অনুসন্ধান করি-লেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বৃথা হইল, কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। সেই কক্ষে একটি প্রকাণ্ড টেবিল ছিল; তাহার দেরাজগুলি অনুসন্ধান করিলেন; নকল চাবি দিয়া একটি ট্রাঙ্ক খুলিলেন; দুইটী বড় বড় ব্যাগ ছিল, তাহা খুলিয়া দেখিলেন; কিন্তু কন্‌রাডের অপরাধ প্রতিপন্ন হইতে পারে, এমন কোন সামগ্রী পাওয়া গেল না।—মিঃ ব্লেক বড়ই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "দেখিতেছি ছোক্‌রা বড়ই ধূর্ত্ত। আমার সমস্ত পরিশ্রম বৃথা হইল; রাত্রিও ত শেষ হইয়া আসিল; এখন আমার সরিয়া পড়াই কর্ত্তব্য। আর উপায় কি? যে সামান্য প্রমাণ সংগ্রহ হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই আমাকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।"

কিন্তু মিঃ ব্লেক সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন না; তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুনর্ব্বার চারিদিক দেখিয়া লইলেন। পূর্ব্বোক্ত টেবিলের সম্মুখে একখানি স্থূল কম্বল প্রসারিত ছিল। তাঁহার সন্দেহ হইল, এই কম্বলখানির নীচে চোরা-মালের সন্ধান হইতেও পারে। তিনি তাহা সরাইয়া

ফেলিলেন ; দেখিলেন, কম্বলখানির নীচে যে সকল ধে
বসান ছিল, তন্মধ্যে একখানি টালির জোড়ার মুখে
রহিয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে একখানি ছুরী
তাহার অগ্রভাগ সেই ফাঁকের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইলেন ;
প্রয়োগ করিতেই টালিখানি উঠিয়া আসিল !—মিঃ ব্লেক দে
টালির নীচে একটি গহ্বর রহিয়াছে। তাহার ভিতর হাত
ক্ষুদ্র ক্যাম্বিসের ব্যাগ টানিয়া বাহির করিলেন। তিনি বা
উপর লইয়া গিয়া খুলিয়া ফেলিলেন।—ব্যাগটি নূতন স্বর্ণমুদ্রায়

মিঃ ব্লেক গিনিগুলি গণনা করিলেন ; তাহার পর অস্ফুট স্বরে ব
"৭৩টি গিনি পাওয়া গেল ; সকলগুলিই আন্‌কোরা নূতন, বর্ত্তমান
এগুলি টাঁকশাল হইতে বাহির হইয়াছে। কন্‌রাড্ এগুলি যে
চেক্ ভাঙ্গাইয়া সংগ্রহ করিয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অবশিষ্টও
সে খরচ করিয়া ফেলিয়া থাকিবে ; কিন্তু অপহৃত অলঙ্কারগুলির ত কো
সন্ধান পাইলাম না। যাহা হউক, এই গিনিগুলি দেখিলেই স্ত্রৈণ বৃদ্ধ
বুঝিতে পারিবে, কে চোর ! তাহার পুত্র যে নিরপরাধ, একথা তাহাকে
স্বীকার করিতেই হইবে। আজ এগুলি যথাস্থানে রাখিয়া যাই। কাল্
এক সময় আসিয়া বৃদ্ধকে এগুলি দেখাইব ; কন্‌রাড্ কি কৈফিয়ৎ
দেয়—তাহাও শুনিতে পাওয়া যাইবে।"

মিঃ ব্লেক গিনিগুলি পুনর্ব্বার সেই ব্যাগে পুরিয়া যথাস্থানে রাখিয়া
দিলেন ; এবং মার্ব্বেলের টালিখানি সেই গহ্বরের উপর পূর্ব্ববৎ সংস্থাপিত
করিয়া, কম্বলখানি যে ভাবে প্রসারিত ছিল ঠিক সেই ভাবে রাখিয়া
দিলেন। সুতরাং তিনি অন্যের অজ্ঞাতসারে এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া
খানাতল্লাসি করিয়াছেন, কন্‌রাডের সেরূপ সন্দেহ করিবার কোনও কারণ
রহিল না।

ক্ষের বৈদ্যুতিক-দীপ নির্ব্বাণ করিয়া কক্ষের বাহিরে
ক-দ্বার পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ করিয়া নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে প্রশস্ত
ক্রম পূর্ব্বক নীচে নামিয়া আসিলেন। হঠাৎ অদূরে
হিল! অন্ধকারে কাহাকেও দেখিতে না পাইলেও তিনি
ন, কন্‌রাড্ এতক্ষণ পরে আড্ডা হইতে গৃহে ফিরিতেছে।
হার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, এই ভয়ে মিঃ ব্লেক দেওয়াল
লেন; মনে মনে বলিলেন, "হতভাগা যদি বুঝিতে পারে
ন লোক দাঁড়াইয়া আছে, তাহা হইলে ভয়ানক বিভ্রাট
আমার সমস্ত মৎলব ফাঁসিয়া যাইবে, অধিকন্তু ঘোর বিপদে

ড়ীর নীচে ভয়ানক অন্ধকার। কন্‌রাড্ মদমত্ত অবস্থায় টলিতে
আসিতেছিল; অন্ধকারে সে আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া
টে দেশলাইয়ের বাক্স খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু কোন পকেটেই বাক্স
মিলিল না! তখন সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ম্যাচ্ বাক্সটা
গেল কোথায়? উহা পকেটেই রাখিয়াছিলাম; বোধ হয় কোথায় ফেলিয়া
আসিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "দেশলাই জ্বালিলেই এই 'রাস্কেল্'
আমাকে দেখিতে পাইত; কিন্তু দেশলাইয়ের বাক্সটা খুঁজিয়া পাইল না;
পরমেশ্বর বড়ই রক্ষা করিয়াছেন। ইহার অজ্ঞাতসারে সরিয়া পড়িতে
পারিলে বাঁচি।"

কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না; কন্‌রাড্ এরূপ মাতাল হইয়াছিল যে,
তাহার পদদ্বয় ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। সে কয়েক পদ অগ্রসর
হইয়াই টলিতে টলিতে মিঃ ব্লেকের দেহের উপর গিয়া পড়িল! মিঃ ব্লেক
তৎক্ষণাৎ তাহাকে জাপ্‌টাইয়া ধরিলেন; পাছে সে চোর মনে করিয়া

তাঁহাকে আক্রমণ করে, এই ভয়েই তিনি তাহাকে আলিঙ্গনপাশে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিলেন।

ভয়ে কন্‌রাডের নেশা ছুটিয়া গেল! এমন স্থানে এভাবে সে আক্রান্ত হইবে, ইহা তাহার কল্পনার অতীত। সে আর্ত্তনাদ করিতে না করিতে মিঃ ব্লেক তাহার নাসিকার উপর সবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। সেই প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে হতভাগ্য মাতালের মাথার ভিতর ঝিন্‌-ঝিন্‌ করিয়া উঠিল; সে মুহূর্ত্তকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে থাকিয়া উভয় হস্তে মিঃ ব্লেককে জড়াইয়া ধরিল; সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিল, "চোর! চোর! কে আছিস্‌ শীঘ্র আয়;—আমি চোর ধরিয়াছি!"

মিঃ ব্লেক মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কন্‌রাড্‌ বলবান যুবক; সে তাঁহাকে ছাড়িল না। তখন মিঃ ব্লেক মৃদু স্বরে তাহাকে বলিলেন, "চুপ কর্‌ 'রাস্কেল্‌'! আমাকে ছাড়িয়া দে, আমি তোর কোন অপকার করিব না; কিন্তু ছাড়িয়া না দিলে, আমার কাছে যে ছোরা আছে, তাহা দিয়া তোর মুণ্ডুটা কাটিয়া লইয়া চলিয়া যাইব।"

কন্‌রাড্‌ পুনর্ব্বার চীৎকারের উদ্যোগ করিতেই মিঃ ব্লেক দৃঢ়হস্তে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। কন্‌রাড্‌ মনে করিল, চোর মুখ চাপিয়া ধরিয়া বোধ হয় ছোরা বাহির করিতেছে, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার মস্তকটি কাটিয়া লইয়া প্রস্থান করিবে।—সে তৎক্ষণাৎ মিঃ ব্লেককে ছাড়িয়া দিল। মিঃ ব্লেকও সেই সুযোগে দ্রুতগতি সেখান হইতে চম্পট দান করিলেন।

কন্‌রাডের আর্ত্তনাদে ভৃত্যগণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল; এমন কি, কন্‌রাডের মাতাও জাগিয়া উঠিয়া, "সর্ব্বনাশ হইল, ডাকাতে আমার ছেলেকে মারিয়া ফেলিল!"—বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। মিঃ মসারিন্‌ দ্রুতপদে বারান্দায় উপস্থিত হইয়া বারান্দাস্থিত বৈদ্যুতিক-দীপ প্রজ্বলিত করিলেন, এবং একটি পিস্তল লইয়া, রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া

নীচের দিকে চাহিলেন ; সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,"কোথায় চোর ? শীঘ্র উত্তর না দিলে আমি এখনই গুলি করিব।"

কন্‌রাড্ কাতর স্বরে বলিল, "চোর পলাইয়াছে, আমাকে খুন করিয়া গিয়াছে ! এখানে আমি ভিন্ন আর কেহই নাই ; গুলি করিবেন না। গুলি করিলে আমিই মরিব।"

ইতিমধ্যে কয়েকজন ভৃত্য লণ্ঠন ও লাঠি-সোটা লইয়া কন্‌রাডের নিকটে উপস্থিত হইল ; তাহার পর দেখিল, কন্‌রাডের নাসিকার উন্নত মহিমা বিধ্বস্তপ্রায় ! তাহার নাক হইতে ঝর্‌ঝর্ করিয়া রক্ত ঝরিয়া মুখমণ্ডল প্লাবিত করিতেছে। শোণিতে তাহার কোট ভিজিয়া গিয়াছে !

মিঃ ব্লেক নির্ব্বিঘ্নে অট্টালিকার বাহিরে আসিয়া দ্রুতপদে রাজপথে উপস্থিত হইলেন। ঠিক সেই সময় তিনি গলির মধ্যে বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইলেন ; কিন্তু তিনি তখন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন। বন্দুকের গুলিতে তাঁহার কোন ক্ষতি হইল না। তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু কাহাকেও তাঁহার অনুসরণ করিতে দেখিলেন না ; তিনি অনুমান করিলেন, কন্‌রাড্‌কে লইয়াই সকলে ব্যস্ত হইয়াছে। তিনি তখন বকিং-হাম-প্যালেস্ রোডে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, কিছু দূরে একটি আলোকস্তম্ভের নিকট একজন কন্‌ষ্টেবল্ দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে।

এই কন্‌ষ্টেবল্‌টি তাঁহাকে দেখিতে পাইল না; মিঃ মসারিনের অট্টালিকার অভিমুখ হইতে কোলাহল ধ্বনি উত্থিত হইতেছে শুনিয়া সে অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে সেইদিকে দৌড়াইয়া গেল ; এবং মিঃ মসারিনের অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, নিম্নতলস্থ একটি কক্ষে কন্‌রাড্‌কে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অনেকগুলি লোক তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছে, এবং কন্‌রাড্ কাতর-স্বরে চোরের সহিত তাহার যুদ্ধের কথা বলিতেছে।

এদিকে মিঃ ব্লেক আর পশ্চাতে না চাহিয়া দ্রুতবেগে ভিক্টোরিয়া

ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলেন। এই দীর্ঘ পথ দ্রুতবেগে চলিয়া তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন; এবং আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই বুঝিয়া পথপ্রান্তবর্ত্তী একটি আলোক-স্তম্ভে ঠেস্ দিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অবস্থা শোচনীয়, তাঁহার কেশ বেশ বিশৃঙ্খল, সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাপ্লুত; তাঁহার ঝুঁটা গোঁফ কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। যাহা হউক, তিনি যে ধরা না পড়িয়া এত সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, এজন্য অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিলেন; অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "আর একটু হইলেই আমাকে ধরা পড়িতে হইত; তাহা হইলে গোয়েন্দাগিরি বাহির হইয়া যাইত! ছোক্‌রা যে এত সকালে বাড়ী ফিরিবে, ইহা মনে হয় নাই। যাহা হউক, সে তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমার খানা-তল্লাসির কোন নিদর্শন দেখিতে পাইবে না; আমি কোন সামগ্রী ওলোট্-পালট্ করিয়া রাখিয়া আসি নাই; সুতরাং চোর যে দ্বিতলে উঠিয়াছিল, এ সন্দেহ কাহারও মনে স্থান পাইবে না।

অল্পক্ষণ পরে অদূরে একখানি গাড়ীর চক্রশব্দ শুনিয়া মিঃ ব্লেক সেই দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, একখানি গাড়ী দ্রুতবেগে তাঁহার দিকেই আসিতেছে। গাড়ীখানি চলিতে চলিতে আরোহীর আদেশে সেই আলোক-স্তম্ভের নিকটে আসিয়া হঠাৎ থামিল। মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শকটারোহীর দিকে চাহিলেন।—আরোহী তাঁহারই একটি বন্ধু, স্কট্‌ল্যাণ্ড-ইয়ার্ড থানার ইন্‌স্পেক্টর উইজন্!

ইন্‌স্পেক্টর উইজন্ উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে মিঃ ব্লেককে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়াছিলেন। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন; এবং মিঃ ব্লেককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি হে ব্লেক! এতরাত্রে তুমি এখানে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কেন? সে কথা তোমার জানিবার আবশ্যক

কি? প্রয়োজন না থাকিলে এমন সময় এখানে কে ঘুরিয়া বেড়ায়? একটু দরকারে পড়িয়াই এখানে আসিয়াছিলাম; সে কথা তোমার জানিবার আবশ্যক নাই।”

ইনস্পেক্টর বলিলেন, “তা বটে, কিন্তু তোমার পোষাকের ঘটা দেখিয়া জানিতে আগ্রহ হয়, কি মৎলবে কাহার পশ্চাতে ঘুরিতেছ! বিনা-মৎলবে নিশ্চয়ই এখানে আস নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সে সকল কথা এখন তোমাকে বলিব না; বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছি, এখন বাড়ী যাইব।”

ইন্‌স্পেক্টর হাসিয়া বলিল, “আমি মোজেন্‌ষ্টীন নামক একটা বুড়ো ইহুদীর বাড়ী খানা-তল্লাসি করিতে উইল্‌টন্ ষ্ট্রীটে যাইতেছি। ইহুদীটা জিনিস-পত্র বন্ধক রাখিয়া মহাজনী করে, তাহা বোধ হয় জান। বুড়ো ভয়ানক ধড়ীবাজ; সন্ধান পাইয়াছি তাহার ঘরে কিছু চোরা-মাল আছে। তুমি আমার সঙ্গে যাইলে ভাল হয়।”

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, “আচ্ছা চল, এই বুড়োটাকে আমি ভাল রকমই জানি; সে কয়েক বার আমারও চোখে ধূলা দিয়াছে।”

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর উইজনের গাড়ীতে উঠিয়া উইল্‌টন্ ষ্ট্রীটে চলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইন্‌স্পেক্টর উইজন্ মিঃ ব্লেককে সঙ্গে লইয়া যখন উইল্‌টন্ ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলেন, তখন রাত্রি প্রায় ২টা। তাঁহাদের সঙ্গে দুইজন পুলিস কন্‌ষ্টেবল ছিল। ইন্‌স্পেক্টর উইজন্ সদলে ইহুদী মহাজন এবেল রোজেন্‌ষ্টীনের গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া রুদ্ধ-দ্বারে ধাক্কা দিতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট পরে দ্বিতলের একটি জানালা খুলিয়া একজন লোক জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কে ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "পুলিস। আমি তোমার পুরাতন বন্ধু উইজন্; দরজা খোল।"

লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, "এতরাত্রে আপনার কি আবশ্যক ?"

কণ্ঠস্বরে ইন্‌স্পেক্টর বুঝিয়াছিলেন, প্রশ্নকর্ত্তা স্বয়ং রোজেন্‌ষ্টীন্। তিনি বলিলেন, "এতরাত্রে তোমার বাড়ী কি জন্য আসিয়াছি, তাহা কি বুঝিতে পার নাই ? শীঘ্র নীচে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দাও।"

রোজেন্‌ষ্টীন্ বলিল, "দরজা খুলিতেছি, তাহাতে আপত্তি নাই ; কিন্তু আপনি অনর্থক আসিয়াছেন। বোধ হয় আপনার ভ্রম হইয়াছে।"

রোজেন্‌ষ্টীন্ জানালা বন্ধ করিয়া নীচে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। এই ইহুদীটি প্রাচীন ; তাহার কোঁক্‌ড়া-কোঁক্‌ড়া দাড়ীগুলি ও সুদীর্ঘ গোঁফ্ প্রায় সমস্তই পাকিয়া গিয়াছিল। তাহার পায়ে চটি জুতা, মাথায় একটি ছোট টুপি, এবং পরিধানে নৈশ-পরিচ্ছদ। সে একটি প্রজ্বলিত বাতি লইয়া আগন্তুকগণকে দোকানের ভিতর দিয়া তাহার আফিস-ঘরে লইয়া গেল। আফিসের কক্ষটি দোকানের পশ্চাদ্ভাগে সংস্থাপিত। এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সে গ্যাস জ্বালিল। এতক্ষণে মিঃ ব্লেকের প্রতি তাহার দৃষ্টি

নিপতিত হইল। মিঃ ব্লেককে দেখিয়া সে কিছু উদ্বিগ্ন হইল। সে স্কটলাণ্ড-ইয়ার্ডের পুলিস-কর্ম্মচারীদের তেমন ভয় করিত না; কিন্তু সে জানিত, মিঃ ব্লেক সহজ লোক নহেন; তাঁহার চক্ষুতে ধূলা দেওয়া বড়ই কঠিন।

ইহুদী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা এখন কি করিতে চান?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "গত সপ্তাহে পোর্টম্যান-স্কয়ারের লেডী বেল্‌চেম্বারের গৃহ হইতে জহরতখচিত একছড়া নেকলেস্ চুরি গিয়াছে; ঐ চোরা-মাল তোমার ঘরে আছে।"

ইহুদী বলিল, "সে কি কথা! আমার ঘরে তাহা কিরূপে আসিবে? আমি তাহা কখন দেখিও নাই।"—সে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ইন্‌স্পেক্টরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তুমি বুড়া হইয়াছ; চিরকালই কি মিথ্যা কথা বলিবে? এখন হইতে সত্য কথা বলিতে শেখ, পরকালে মঙ্গল হইবে। তোমার ঘরে সেই চোরা-নেক্‌লেস্ নাই বলিলেই কি শুনিব? আমি জানিতে পারিয়াছি, ফ্লাস্ জেম্ সেই নেক্‌লেস্ চুরি করিয়া তোমার নিকট বিক্রয় করিয়াছে। আজ রাত্রে আমরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছি; সে উহা চুরি করিয়া তোমার নিকট বিক্রয় করিয়াছে, একথা স্বীকার করিয়াছে।"

ইহুদী বলিল, "মিঃ উইজন্, সে বেটা মিথ্যা কথা বলিয়াছে; আমি আব্রাহামের দিব্য করিয়া বলিতেছি, তাহার কথা সত্য নহে। আমার প্রতি সে অনেক দিন হইতে জাতক্রোধ। কিরূপে আমাকে জব্দ করিবে, ক্রমাগত সেই চেষ্টায় ফিরিতেছে। আমি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; চিরদিন ধর্ম্মপথে থাকিয়া মহাজনী করিতেছি। আমি চোরা-মাল কিনিব, ইহা কি সম্ভব? আমি একাল পর্য্যন্ত কোন দিন চোরা-মাল কিনি নাই। যে নেক্‌লেসের

কথা বলিতেছেন, তাহা কখনও দেখি নাই। আমার কথায় আপনার সন্দেহ হইলে, আমার ঘরের জিনিস-পত্র খানা-তল্লাসি করিতে পারেন।”

এই কথা বলিয়া ইহুদী-নন্দন তাহার পকেট হইতে একগোছা চাবি বাহির করিল, এবং গৃহপ্রাচীরে অর্দ্ধ-প্রোথিত একটি প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক খুলিয়া ইন্‌স্পেক্টরকে বলিল, “আমার যাহা কিছু মূল্যবান সামগ্রী, তাহা সমস্তই এই সিন্দুকে থাকে; সিন্দুক খুলিয়া দিলাম, দেখুন ইহার মধ্যে সেই নেক্‌লেস্ আছে কি না। কেবল এই সিন্দুক নহে, আমার ঘরে বাক্স, তোরঙ্গ, ব্যাগ, বালিশ, বিছানা, যাহা কিছু আছে, তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করুন। সে নেক্‌লেস্ কোথাও পাইবেন না। আমি সম্ভ্রান্ত লোক, আমার ঘরে চোরা-মাল!”

এবেল্ রোজেনষ্টীন্ ইন্‌স্পেক্টর উইজনের ব্যবহারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছে, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিল। ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; সে ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে ইন্‌স্পেক্টরের দিকে চাহিল। অতঃপর কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ইন্‌স্পেক্টর উইজন্ মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন। এই ইহুদীই যে প্রকৃত অপরাধী, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। তাহার অপরাধের অকাট্য প্রমাণ পাইয়াই তিনি এই গভীর রাত্রে তাহার গৃহে খানা-তল্লাসি করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, এই ইহুদী-মহাজন যেরূপ ধূর্ত্ত, সেইরূপ দুর্ব্বৃত্ত। আরও দুই একবার তাহার কৌশলে তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে; এবারও তাঁহার চেষ্টা বিফল হইবে এই আশঙ্কায় তিনি অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিলেন। ইহুদীটা যে চোরা-মাল বাক্স-সিন্দুকে রাখে নাই, ইহা তিনি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন; এবং সে তখন পর্য্যন্ত তাহা হস্তান্তরিত করে নাই, এ সন্ধানও পাইয়াছিলেন; কিন্তু সে তাহা কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা অনুমান করিতে পারিলেন না।

এ অবস্থায় পুলিস-কর্ম্মচারীরা সাধারণতঃ যাহা করিয়া থাকেন, তিনিও তাহাই করিলেন ; বুড়াকে ধমক্ দিয়া বলিলেন, "ভাল চাও ত চোরা-মাল অবিলম্বে বাহির করিয়া দাও ; নতুবা তোমার বিপদের সীমা থাকিবে না।"

কিন্তু এবেল্ রোজেন্‌ষ্টীন আঠাসে ছেলে নহে ; ইন্‌স্পেক্টরের তাড়ায় সে ভয় পাইল না, দৃঢ়স্বরে বলিল, "আপনি বলেন কি, মহাশয় ! চোরা-মাল আমার কাছে নাই, কোন দিন ছিলও না ; আপনি অনর্থক নিরপরাধ ভদ্রলোকের লাঞ্ছনা করিতে আসিয়াছেন। পুলিসের স্বভাবই এই রকম ! যাহাকে ভালমানুষ দেখে, তাহাকেই বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "রাস্কেল্, মিথ্যা কথা বলিয়া আমাকে ভুলাইবি ! যদি তোর এই ঘর-বাড়ী ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিতে হয়, তাহাতেও আমি পশ্চাৎপদ হইব না ; চোরা-নেক্‌লেস্ বাহির করিবই।"

ইহুদী বলিল, "আমার ঘর-বাড়ী ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিবেন ? করুন না, কেমন মজা টের পাইবেন। ড্যামেজের দাবি দিয়া আপনার নামে নালিশ করিব ; শেষে আপনাকে পস্তাইয়া মরিতে হইবে।—আইনের কাছে সকলেই সমান।"

ইহুদীর কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন ; কিন্তু ক্রোধ-প্রকাশ নিষ্ফল বুঝিয়া ইঙ্গিতে মিঃ ব্লেকের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন ; কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহাদের এই বিবাদে কর্ণপাত না করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গৃহ-সামগ্রীগুলি দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে একটা সন্দেহের উদয় হইল। তিনি এই ধূর্ত্ত ইহুদীকে বেশ চিনিতেন। ইতি-পূর্ব্বে সে তাঁহাকেও দুই একবার বুদ্ধির-যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিল। পূর্ব্বেও তিনি তাহার গৃহে আসিয়াছিলেন ; সেইজন্য তিনি ইহুদী-প্রবরকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কত দিন পূর্ব্বে তোমার এই ঘরের প্রাচীর

কাগজ দিয়া মুড়িয়াছ? মাসখানেক পূর্ব্বে আমি একবার এখানে আসিয়াছিলাম; তখন ত তোমার এই কক্ষের দেওয়াল কাগজ-মোড়া ছিল না।"

ইহুদী বলিল, "অল্পদিন পূর্ব্বে আমার আফিস-ঘরের দেওয়াল কাগজ দিয়া মুড়িয়াছি।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরূপ করিবার কি আবশ্যক ছিল?"

ইহুদী বলিল, "দেওয়ালগুলি অত্যন্ত ময়লা হওয়ায় দেখিতে বিশ্রী হইয়াছিল; সেই জন্যই কাগজ মুড়িয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ময়লার উপর তোমাদের অনুরাগের অভাব আছে, ইহা এই প্রথম শুনিলাম! এক পয়সা বাজে খরচ করিতে হইলে তোমাদের মৃত্যু-যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। তুমি যত বুড়া হইতেছ, তোমার কার্পণ্যও ততই বাড়িতেছে, ইহা কি আমি জানি না?—তবে তোমার এমন সখ কেন হইল?"

ইহুদী বলিল, "কি করিব? নোংড়া দেওয়াল ত দেখা যায় না।"

মিঃ ব্লেক অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আমি দেওয়ালগুলা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিব।"

এই বলিয়া তিনি প্রাচীর-গাত্রসংলগ্ন একটি ডেস্ক সম্মুখে টানিয়া আনিলেন। এই ডেস্কের পশ্চাদ্ভাগে দেওয়ালের গায়ে যে কাগজ ছিল, তাহা অন্যান্য অংশের কাগজ অপেক্ষা অনেকটা নূতন বলিয়া সন্দেহ হওয়ায়, তিনি একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ইহুদীর মুখের দিকে চাহিলেন; তাঁহার সেই দৃষ্টিপাতে ইহুদীর চক্ষুতে ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ দেওয়ালের সেই অংশের কাগজ টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কাগজ ছিঁড়িবামাত্র প্রাচীর-গাত্রে একটি গুপ্ত-বাক্সের ডালার সন্ধান পাইলেন; বাক্সটি চাবি দিয়া বন্ধ করা ছিল।

চাবির ছিদ্র দেখিতে পাইয়া মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর উইজন্‌কে বলিলেন, "উইজন, এবার চোরা-মালের সন্ধান হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর সোৎসাহে বলিলেন, "সত্য না কি! কোথায়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই যে দেওয়ালের গায়ে!"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ইহুদীটা ভয়ে ঠক্‌-ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; তাহার পর ভালুকের মত দাঁত বাহির করিয়া যেন সে কামড়াইতে আসিতেছে, এই ভাবে সবেগে অগ্রসর হইয়া মিঃ ব্লেককে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; এবং তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল, "তোমার মৎলব্‌ কি? ওখানে কিছু নাই; এদিকে সরিয়া এস। আমার দেওয়ালের কাগজ এমন করিয়া টানিয়া ছিঁড়িলে? তুমি কি রকম ভদ্রলোক?"

মিঃ ব্লেক বৃদ্ধকে এক ধাক্কা দিয়া দূরে সরাইয়া দিলেন; সে হুমড়ি খাইয়া পড়িতে পড়িতে উঠিয়া আবার মিঃ ব্লেককে বাধা দিতে আসিল। তখন ইন্‌স্পেক্টর উইজনের ইঙ্গিতে কন্‌ষ্টেবল্‌দ্বয় তাহাকে সবলে জড়াইয়া ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল; কিন্তু সে সহজে দমিল না, কন্‌ষ্টেবল্‌দ্বয়কে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল; এবং নানাপ্রকার দুর্ব্বাক্য বলিয়া তাহাদিগকে গালাগালি দিল; কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইল।

সে নিষ্ফল-ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে চীৎকার করিয়া বলিল, "ওরে শয়তান! তোরা আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছিস্‌? কিন্তু আমি তোদের সহজে ছাড়িব না।"

ইন্‌স্পেক্টর উইজনের আদেশে একজন কন্‌ষ্টেবল্‌ তাহার নিকট হইতে চাবির থোকাটা কাড়িয়া লইল। মিঃ ব্লেক সেই চাবিগুলি লইয়া বাছিয়া বাছিয়া একটি চাবি সেই গুপ্ত-বাক্সের ডালার নীচে লাগাইলেন;

তৎক্ষণাৎ বাক্সটি খুলিয়া গেল। প্রাচীর কাটিয়া এই বাক্সটি সংস্থাপিত ছিল ; তাহার ভিতর একবর্গ ফুটের অধিক স্থান ছিল না। মিঃ ব্লেক তাহার ভিতর হাত পুরিয়া দিয়া বলিলেন, "রাস্কেল্‌টা বহুমূল্য চোরা-মাল নামমাত্র মূল্যে কিনিয়া এই বাক্সে লুকাইয়া রাখে ; তাহার পর সুবিধামত বিক্রয় করে। বড়ই সম্ভ্রান্ত লোক! দেখা যাউক, ইহার ভিতর কি কি জিনিস পাওয়া যায়।"

মিঃ ব্লেক বাক্সের ভিতর হইতে মরক্কো-চর্ম্মের একটি সুদৃশ্য আধার টানিয়া তুলিলেন। তাহা দেখিবামাত্র ইন্‌স্পেক্টর উইজন্‌ মিঃ ব্লেকের হাত হইতে তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক স্প্রিং টিপিয়া সেই আধারের ডালা উন্মোচিত করিলেন। সেই আধারের মখ্‌মল্‌-শয্যায় বহুমূল্য পদ্মরাগ-মণির সুদৃশ্য নেক্‌লেস্‌ গ্যাসের আলোকে ঝক্‌ঝক্‌ করিয়া উঠিল।

ইন্‌স্পেক্টর উইজন্‌ সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "ইহাই লেডী বেল্‌-চেম্বারের নেক্‌লেস্‌!"

বমাল ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া হতভাগ্য ইহুদীটা কন্‌ষ্টেবল্‌দ্বয়ের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য লম্ফ-ঝম্ফ করিতে লাগিল। সে বৃদ্ধ হইলেও তাহার শরীরে যথেষ্ট সামর্থ্য ছিল ; এমন কি, তাহাকে ধরিয়া রাখা কন্‌ষ্টেবল্‌দ্বয়ের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহার এই ব্যর্থ আক্রোশের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উৎসাহের সহিত সেই বাক্সের ভিতর সংরক্ষিত অন্যান্য সামগ্রী বাহির করিতে লাগিলেন। তিনি এক-তাড়া ব্যাঙ্ক-নোট পাইলেন। তাহার পরই একটি সুদৃশ্য সোনার বাটী টানিয়া তুলিলেন। এই বাটীটি বহুমূল্য হীরা-জহরতে খচিত! অতঃপর একটি গোলাকার কৌটায় কতকগুলি ছুটো হীরা পাওয়া গেল। অবশেষে তিনি মোম্‌জামায় প্যাক-করা একটি পার্শেল বাহির করিলেন। পার্শেলটি তৎক্ষণাৎ খুলিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, একছড়া সর্পাকৃতি

নেক্‌লেস্, একটি হীরকের ব্রুচ্, এবং একছড়া সোনার চেন। এই চেনের লকেটটি বহুমূল্য হীরক-খচিত।

মিঃ ব্লেক অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "এই অলঙ্কারগুলি চেনা-চেনা ঠেকিতেছে! কিন্তু কোথায় দেখিয়াছি, স্মরণ হইতেছে না। না, ইহা দেখি নাই বটে, কিন্তু চোরা-মালের তালিকায় ইহাদের বিবরণ পাঠ করিয়াছি; নিজেল্ মসারিন্ তাহার বিমাতার অপহৃত অলঙ্কারগুলির যে বর্ণনা লিখিয়া দিয়াছিল, তাহার সহিত এগুলি মিলিতেছে বটে!"

এই শেষোক্ত নেক্‌লেসে যে ধুক্‌ধুকিখানি ঝুলিতেছিল, তাহার অভ্যন্তরে কতকগুলি অতিক্ষুদ্র অক্ষর ছিল। কি লেখা আছে, তাহা দেখিবার জন্য মিঃ ব্লেক তাঁহার পকেট হইতে একখানি ক্ষুদ্র 'লেন্স' বাহির করিলেন, এবং তাহার সাহায্যে তিনি পাঠ করিলেন, "বার্থা মসারিন্‌কে তাঁহার প্রিয়তম পতি কর্ত্তৃক উপহার প্রদত্ত হইল।"

ইহা মসারিন্-পত্নীর নেক্‌লেস কি না, এ সম্বন্ধে তাঁহার যে কিঞ্চিৎ সন্দেহ ছিল, এই অক্ষরগুলি পাঠ করিয়া সে সন্দেহ দূর হইল। এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে এই সকল সামগ্রী আবিষ্কৃত হইবে, ইহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আনন্দে ও উৎসাহে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল; তাঁহার বিশ্বাস হইল, নিজেলের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্যই ভগবান এইভাবে তাঁহাকে এইখানে আনিয়া ফেলিয়াছেন; নতুবা ইন্‌স্পেক্টর উইজনের সহিত এই গভীর রাত্রে হঠাৎ তাঁহার এখানে আসিবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও ছিল না। আর একটু চেষ্টা করিলেই দুর্বৃত্ত কন্‌রাড্‌কে চোর বলিয়া মিঃ মসারিনের নিকট প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন, এ বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল; কিন্তু সেই প্রমাণ সংগ্রহ যে নিতান্ত সহজে হইবে, এ সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তিনি সেই নেক্‌লেসের দিকে চাহিয়া এই সকল কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নেক্‌লেসের বাক্স খুলিয়া মিঃ ব্লেক সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর উইজন্ সবিস্ময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও রকম অবাক্ হইয়া কি দেখিতেছ? চক্ষুতে পলক নাই. মনে ভয়ানক দুশ্চিন্তা,—ব্যাপার কি?"

মিঃ ব্লেক নিম্নস্বরে বলিলেন, "আরও কিছু চোরা-মাল পাওয়া গিয়াছে, কোনও সম্ভ্রান্ত মহিলা এগুলির মালিক।"

ইন্‌স্পেক্টর জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই সম্ভ্রান্ত মহিলাটি কে?"

মিঃ ব্লেক ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি তাঁহার নাম জানিবার জন্য ব্যস্ত হইও না। বিশেষ কোন কারণে তাঁহার নাম এখন তোমাকে বলিতেছি না। যাহা হউক, তোমাকে আমার একটি অনুরোধ আছে; এই তিন দফা চোরা-মাল অন্ততঃ একদিনের জন্যও আমার কাছে রাখিতে দিতে হইবে। আশা করি এ প্রস্তাবে তোমার আপত্তি হইবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তুমি বুঝি তোমার গোয়েন্দা-গিরির সুবিধা করিয়া লইবে? ভাল, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।"

মিঃ ব্লেক সহর্ষে বলিলেন, "উইজন্, এই অনুগ্রহের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই। এই অলঙ্কারগুলি কি জন্য আমি লইয়া যাইতে চাই, সে কথা তোমাকে সময়ান্তরে বলিব।"

এবেল্ রোজেন্‌ষ্টীন্ বুঝিয়াছিল, এ যাত্রা তাহার আর নিষ্কৃতি নাই; সে বমালসহ ধরা পড়িয়া গিয়াছে। লণ্ডনের সুদক্ষ পুলিস কর্ম্মচারীরা বহুদিন চেষ্টা করিয়াও যে সকল চোরা-মালের সন্ধান পায় নাই, কূটবুদ্ধি ধূর্ত্ত ব্লেক কোথা হইতে জলন্ত উল্কার মত আসিয়া তাহার মস্তকে বজ্রাঘাত করিল!—তাহার লম্ফ-ঝম্ফ একদম্ থামিয়া গেল; সেই শীতের রাত্রে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্ম-ধারায় সিক্ত

হইল! সে ভীতি-বিহ্বল নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বিদ্বেষ-মিশ্রিত স্বরে বলিল, "মিঃ ব্লেক! তোমার আমি কি ক্ষতি করিয়াছি যে, এই বোকা ইন্‌স্পেক্টরের সঙ্গে যোগ দিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছ? তুমি সঙ্গে না থাকিলে উহার বাপেরও সাধ্য ছিল না যে, আমার গুপ্ত-আলমারি খুঁজিয়া বাহির করে! ভাল, এক দিন তোমাকে হাতে পাইব; সে দিন বুঝিবে ইহুদী কেমন করিয়া তাহার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করে।"

মিঃ ব্লেক বিদ্রূপভরে বলিলেন, "জেলখানা হইতে বাহির হইবার পর ত তোমার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবে? তুমি বুড়া হইয়াছ; অপরাধ ত একটী নহে, সকল অভিযোগের বিচার হইলে, কারাগার হইতে মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাকে বাহির হইতে হইবে না। তবে যদি তুমি এখনও সরলভাবে সকল কথা স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার দণ্ড লঘু হইতে পারে; সুতরাং তুমি তখন প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার চমৎকার অবসর পাইবে।"

ইহুদী গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তুমি আমাকে অনর্থক লোভ দেখাইতেছ; আমার নিকট হইতে একটি কথাও বাহির করিয়া লইতে পারিবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইহুদী এমন বোকা হয়, তাহা জানিতাম না; নিজের ভাল যদি না বুঝিতে পার, তাহা হইলে এত বড় ব্যবসাটা কি করিয়া চালাইতেছিলে? তুমি কোনও কথা গোপন না করিলে তোমার ভালই হইবে। এই তিনখানি অলঙ্কার কাহার তাহা আমি জানি; তুমি—এ গুলি কোথায় পাইলে?"

ইহুদী বলিল, "মনে করিয়া লও আমি বোবা।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যাহারা বোবা সাজে, আমি তাহাদিগকে

কথা কহাইতে পারি।—যে সকল কথা প্রকাশ করিলে তোমার ক্ষতি হইবে মনে করিতেছ, সে সকল কথা না-হয় না বলিলে; কিন্তু বাজে প্রশ্নের উত্তর দিতে তোমার ত বোবা সাজিবার আবশ্যক নাই।—আচ্ছা বল দেখি, তুমি এই অলঙ্কার তিনখানি কাহার নিকট কিনিয়াছিলে ?”

ইহুদী বলিল, “আমি তাহা বলিব না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “দেখ, এবেল্ তুমি ভয়ানক অবাধ্য হইতেছ; শেষে তোমাকে পস্তাইতে হইবে।”

ইহুদী বলিল, “না, পস্তাইতে হইবে না; বরং আমার নিকট গুপ্ত কথা জানিয়া লইয়া যদি তুমি চোরকে গ্রেপ্তার করিতে পার, তাহা হইলেই আমাকে পস্তাইতে হইবে।”

মিঃ ব্লেক দেখিলেন, অতঃপর অধিক পীড়াপীড়ি করিয়া কোন ফল হইবে না; সুতরাং তিনি তাহাকে আর কোনও প্রশ্ন করিলেন না; কিন্তু তিনি তাহার মুখ হইতেই সকল কথা বাহির করিয়া লইবেন, এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। তিনি অলঙ্কারের আধারগুলি তাঁহার কোটের সুবিস্তীর্ণ পকেটে নিক্ষেপ করিয়া ইন্‌স্পেক্টরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার আর বিলম্ব কত ?”

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, “আর বিলম্ব নাই।”—তিনি তাড়াতাড়ী চোরা-মালগুলি একটা ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া সঙ্গে লইলেন, বলিলেন, “চল।”

অনন্তর ইন্‌স্পেক্টরের ইঙ্গিতে কন্‌ষ্টেবলদ্বয় এবেল্ রোজেন্‌ষ্টীন্‌কে টানিয়া তুলিয়া সঙ্গে লইল।—কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইহুদীর গৃহ অন্ধকার-জালে সমাচ্ছন্ন হইল।

ইন্‌স্পেক্টর সদল-বলে ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটের মোড়ে উপস্থিত হইয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিলেন; এবং ইহুদীকে সঙ্গে লইয়া সেই

গাড়ীতে উঠিলেন। মিঃ ব্লেক পদব্রজে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। আজ তাঁহার মন অপেক্ষাকৃত স্থির ; তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "নিজেল্ মসারিন্! এবার তোমার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিব। আমি যে প্রমাণ উপস্থিত করিব, তোমার স্ত্রৈণ পিতার সাধ্য নাই তাহা অবিশ্বাস করেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লণ্ডন নগরের গ্রেস্ চার্চ্চ-ষ্ট্রীট নামক সুপ্রশস্ত রাজপথের উপরেই মিঃ রবার্ট মসারিনের প্রকাণ্ড আফিস ; এরূপ সুবিস্তৃত আফিস সে অঞ্চলে দুই একটির অধিক ছিল না ; চারি পাঁচ শত কর্ম্মচারী এই আফিসে কাজ করিত।

এক দিন মধ্যাহ্নকালে মিঃ মসারিন্ এই আফিসে তাঁহার খাস কামরায় উপবিষ্ট ছিলেন ; তাঁহার সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড ডেস্ক ; ডেস্কটির ঊর্দ্ধদেশ চিঠি-পত্র ও নানা প্রকার হিসাবের খাতায় পূর্ণ। তাহার এক প্রান্তে একজন কেরাণী তাঁহার আদেশানুসারে সাঙ্কেতিক ভাষায় কি একখানি পত্র লিখিতেছিল ; পত্রখানি তিনিই লিখাইতে-ছিলেন। এই পত্রখানি শেষ হইবার অব্যবহিত পরে তিনি বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিবেন, এমন সময় একটি যুবক কর্ম্মচারী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্তে একখানি কার্ড প্রদান করিল।

মিঃ মসারিন্ কার্ডখানি দেখিয়াই হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইলেন ; তাঁহার ভ্রূকুঞ্চিত হইল। তাঁহার ভাব দেখিয়া কর্ম্মচারী যুবক কিঞ্চিৎ ভীত হইল ; কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া প্রশান্তভাব ধারণ করিলেন ; অস্ফুট স্বরে যুবককে বলিলেন, "উইল্‌কিন্স, লোকটিকে এখানে পাঠাইয়া দাও।"

উইল্‌কিন্স প্রস্থান করিল ; মিঃ মসারিন্ চেয়ার ঘুরাইয়া লইয়া আগন্তুকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ; মুহূর্ত্ত পরে মিঃ রবার্ট ব্লেক ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার এক হস্তে টুপি, অন্য হস্তে লাঠি।

মিঃ মসারিনের সম্মুখে আসিয়া ব্লেক সহাস্যে বলিলেন, "আমাকে দেখিয়া আপনি বোধ হয় সুখী হইতে পারেন নাই।"

মিঃ মসারিন্ প্রশান্তভাবে বলিলেন, "দেখুন, এখন আমি বড়ই ব্যস্ত; তবে দুই চারি মিনিট যে, আপনার সহিত কথাবার্ত্তায় কাটাইতে না পারিব, এরূপ মনে করি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার কাজের সময় আসিয়া আপনাকে বিরক্ত করিতে বড়ই সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। এপর্য্যন্ত আপনার সহিত আমার চাক্ষুস পরিচয় ছিল না; কিন্তু আমি যে কাজে আসিয়াছি তাহা এতই জরুরী যে, আপনার গৃহে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত বিলম্ব করা সঙ্গত মনে করিলাম না, সেইজন্যই আপনার আফিসে দেখা করিতে আসিয়াছি; বিশেষতঃ, সে সকল কথার আলোচনা এখানে হওয়াই নানা কারণে বাঞ্ছনীয়।"

মসারিন্ বলিলেন, "আপনি ঐ চেয়ারে বসুন। আমার অনুমান, যে চোর আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, পুলিস তাহার সন্ধান পাইয়া বোধ হয় আপনাকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছে। চোর ধরা না পড়িলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না; এই দুঃসাহসী তস্কর আমার পুত্রাধিক স্নেহভাজন একটী আত্মীয়কে গুরুতররূপে জখম করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক অতি কষ্টে হাস্য দমন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "জখম করিয়া গিয়াছে! আশা করি আঘাত গুরুতর হয় নাই; কিরূপে জখম করিল?"

মিঃ মসারিন্ পূর্ব্ব স্মৃতিতে ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, সক্রোধে বলিলেন, "চোরের সহিত আমার পুত্রস্থানীয় কন্‌রাডের রীতিমত যুদ্ধ হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুদ্ধের কি ফল হইয়াছিল ?"—তাঁহার নয়নে প্রচ্ছন্ন কৌতুক বিরাজ করিতেছিল।

মিঃ মসারিন্ বলিলেন, "চোর তাহার নাসিকায় গুরুতর আঘাত করিয়া পলায়ন করিয়াছে। বেচারা নাকের যন্ত্রণায় কয়েক দিন ঘুমাইতে পারে নাই ; তবে এখন অনেকটা ভাল বটে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না মহাশয়, আমি আপনার নিকট সে চোরের সন্ধান দিতে আসি নাই।"

মিঃ মসারিন্ বলিলেন, "তবে কি জন্য আসিয়াছেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার পুত্র নিজেল্ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে আসিয়াছি।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া মিঃ মসারিনের মুখমণ্ডল অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল ; তিনি অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন, "তাহার সম্বন্ধে আমি কোন্ কথা শুনিতে চাহি না। আমি তাহাকে ত্যাগ করিয়াছি ; সে এখন আমার পুত্র নহে। আমি আপনার কথা শুনিব না।"

মিঃ ব্লেক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আপনি শুনিব না বলিলে চলিতেছে না, আপনাকে শুনিতেই হইবে ; আমি আপনাকে কোনও অন্যায় কথা বলিব না।"

মসারিন্ বলিলেন, "সে ছোক্‌রা কি করিয়াছে ? বোধ হয় আর কাহারও অলঙ্কার চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছে ?"

ব্লেক বলিলেন, "দেখিতেছি আপনি আপনার পুত্রের উপর বড়ই বক্র ; কিন্তু সে চুরি-চামারি কিছু করে নাই ; আমি অন্য কথা বলিতে আসিয়াছি।"

মিঃ মসারিন্ মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন, তাহার পর তিনি উঠিয়া সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার আসন গ্রহণ করিলেন ;

মিঃ ব্লেককে সংক্ষেপে বলিলেন, "আপনার কি বলিবার আছে বলুন, শুনিতেছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে অনেক কথা, কিন্তু আপনার সময় অল্প ; সুতরাং যতদূর সংক্ষেপে বলা সম্ভব তাহাই বলিতেছি শুনুন।—প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে আপনার পুত্র নিজেল্—যদি পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি থাকে তাহা হইলে বলি, আপনার ত্যজ্যপুত্র নিজেল্ নর্‌ফোকের সমুদ্র-কূলে উপস্থিত হইয়া আমার প্রিয় অনুচর স্মিথকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল ; সেই সময় হইতেই নিজেলের সহিত স্মিথের বন্ধুত্ব হয়। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে স্মিথ নিজেল্‌কে নিরাশ্রয় অবস্থায় দেখিতে পায়। সে সন্ধান লইয়া জানিতে পারে, নিজেল্ দুইদিন অনাহারে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল ; সুতরাং স্মিথ দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে আমার বাড়ী লইয়া যায়। আমি তাহার দুর্ভাগ্যের শোচনীয় কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহাকে আশ্রয় দান করি ; এবং তাহাকে একটী চাকরী জুটাইয়া দিই। এখন সে সেই চাকরীই করিতেছে, এবং কর্ত্তৃপক্ষের প্রশংসা লাভে সমর্থ হইয়াছে। দুই কারণে আমি তাহার এই উপকার করিয়াছি। প্রথমতঃ, স্মিথের জীবন রক্ষার জন্য আমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি ; দ্বিতীয়তঃ, আমার ধারণা হইয়াছে সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ, আপনি ভ্রমক্রমে তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন।"

বৃদ্ধ মসারিন্ বলিলেন, "ছোক্‌রার সুন্দর মুখ দেখিয়াই আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন। সে নিরপরাধ! সে আমার বংশের কলঙ্ক। তাহার অপরাধের অকাট্য প্রমাণ পাইয়াই আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি যে তাহার পিতা, একথা স্বীকার করিতেও আমার লজ্জা বোধ হয়। অবশ্য, সে তাহার অপরাধ স্বীকার করে নাই ; কিন্তু

অধিকাংশ তস্করেই সহজে অপরাধ স্বীকার করে না। যদি সে অপরাধ স্বীকার করিত, অনুতপ্ত চিত্তে আমার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিত, তাহা হইলে বোধ হয় তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতাম না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মহাশয়, আপনি মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মনুষ্য চরিত্রে আমার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে; আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই যুবক সম্পূর্ণ নিরপরাধ। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণে কৃতসঙ্কল্প হই; সুখের বিষয়, আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে। অনেক চেষ্টায়—বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া আমি প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান করিয়াছি।"

মিঃ মসারিন্ বলিলেন, "আপনার সিদ্ধান্তে প্রকৃত অপরাধী কে?"—বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে শ্লেষ ও অবিশ্বাস পরিস্ফুট হইল।

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "যে যুবককে আপনি নিজেলের পরিবর্ত্তে পুত্রবৎ লালন পালন করিতেছেন, এবং যে ভবিষ্যতে আপনার এই বিস্তীর্ণ সম্পত্তি ভোগ করিবে বলিয়া অত্যন্ত স্ফূর্ত্তিতে কালযাপন করিতেছে সেই যুবকই চোর!"

বৃদ্ধ মসারিন্ এই কথা শ্রবণ মাত্র বিস্ময়াভিভূত হইয়া আবেগভরে বলিলেন, "কি! আপনি কন্‌রাড্ মোরিজকে তস্কর বলিতে সাহস করেন? কোন্ প্রমাণ-বলে আপনি এমন অসম্ভব কথা বলিতেছেন? না মহাশয়, আমি আপনার কথা বিশ্বাস করিলাম না। আপনার কথা অবিশ্বাস্য, অশ্রদ্ধেয়, সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

মিঃ ব্লেক ধীর স্বরে বলিলেন, "আমার কোনও কথা অতিরঞ্জিত নহে, যাহা সত্য তাহাই আপনাকে বলিয়াছি; কন্‌রাডের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার ন্যায় ধূর্ত্ত, ফন্দীবাজ, ইতর

প্রকৃতির যুবক আমি অল্পই দেখিয়াছি। বিস্ময়ের কথা এই যে, আপনার ন্যায় বহুদর্শী প্রবীন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এত দিনেও তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন নাই!”

বৃদ্ধ মসারিন্ নত মস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, তাঁহার কথায় বৃদ্ধের মনে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে; হয় ত মিঃ ব্লেকের কথা সত্য, ইহা মনে করিয়া তিনি দ্বিধায় পড়িয়াছেন। পুত্র সহস্র অপরাধ করিলেও মানুষ তাহাকে ক্ষমা করে, সেই পুত্রকে তিনি এক-তরফা বিচারে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন; উদরান্নের অভাবে তাহাকে সামান্য চাকরী গ্রহণ করিতে হইয়াছে; একমুষ্টি আহারের অভাবে তাহাকে পথে-পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। যাহার হৃদয় লৌহবৎ কঠিন, পুত্রের এরূপ দুরবস্থার কথা শুনিলে তাহারও হৃদয় ক্ষুব্ধ হয়। মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া তিনি নত মস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধের হৃদয়ে হঠাৎ যাহাতে গুরুতর আঘাত না লাগে, সে জন্য মিঃ ব্লেক যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন; তিনি বৃদ্ধকে চিন্তা করিবার অবসর দিলেন।

কয়েক মিনিট পরে মিঃ মসারিন্ মাথা তুলিয়া বলিলেন, “আপনি অত্যন্ত গুরুতর কথা বলিতেছেন; উপযুক্ত প্রমাণ ভিন্ন একথা বিশ্বাস করা যায় না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু আমার সকল কথা এখনও বলা হয় নাই। আমার সকল কথা শুনিয়া আপনি সত্য মিথ্যা বিচার করুন। গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া আমি কন্‌রাডের অলক্ষ্যে ছায়ার ন্যায় তাহার অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি; সে টটেন্‌হামকোর্ট রোডে রেভেল ক্লাবে প্রতিরাত্রে জুয়া খেলে ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকে, আমি স্বয়ং তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জুয়ায় সে অনেক টাকা হারিয়াছে দেখিয়াছি; হারিয়া সে যে সকল

গিনি বাহির করিয়া দিয়াছে, তাহা দেখিয়াছি। আমি ছদ্মবেশে তাহার সহিত জুয়া খেলিয়া চারিটি গিনি আদায় করিয়া লইয়াছি। সেগুলি আমার নিকটেই আছে; তাহা সম্পূর্ণ নূতন, এবং সকল গুলি বর্ত্তমান বর্ষেই টাকশাল হইতে বাহির হইয়াছে। সুতরাং আপনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন, কন্‌রাড্‌ আপনার চেক্ জাল করিয়া তাহা ভাঙ্গাইয়া ব্যাঙ্ক হইতে যে সকল গিনি পাইয়াছিল, তাহাই সে এখন এই ভাবে জুয়ায় উড়াইতেছে।”

মিঃ মসারিন্ বলিলেন, “আপনার এ প্রমাণ অতি অকিঞ্চিৎকর, অগ্রাহ্য; বর্ত্তমান বর্ষে টাকশাল হইতে লক্ষ লক্ষ গিনি বাহির হইয়াছে; এই গিনি দেখিয়া একজনকে অপরাধী সাব্যস্ত করা আপনার ন্যায় সুদক্ষ সুচতুর ডিটেক্‌টিভের সঙ্গত হয় নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এ প্রমাণ অতি অকিঞ্চিৎকর, অগ্রাহ্য, আমিও তাহা অস্বীকার করি না; কিন্তু আপনার গৃহে কন্‌রাডের বাস-কক্ষে যদি এইরূপ গিনি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তবে কি সে প্রমাণকেও আপনি ‘অকিঞ্চিৎকর ও অগ্রাহ্য’ বলিবেন?”

মিঃ মসারিন্ বলিলেন, “সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু যদি তাহা পাওয়াই যায়, তাহা হইলে আমি বিশ্বাস করিব, দুষ্টবুদ্ধি নিজেল্ কন্‌রাড্‌কে কাঁদাইবার জন্য তাহার অজ্ঞাতসারে গিনিগুলি তাহার বাস-কক্ষে লুকাইয়া রাখিয়াছে। মিঃ ব্লেক, নিজেল্‌কে আপনি আজও চিনিতে পারেন নাই! তাহার অসাধ্য কর্ম্ম নাই; আপনি অনর্থক তাহার দোষ-ক্ষালনের চেষ্টা করিতে আসিয়াছেন। ইহা আপনার পণ্ডশ্রম মাত্র।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনি ব্যস্ত হইবেন না, কন্‌রাডের অপরাধ সম্বন্ধে আপনার প্রতীতি না জন্মাইয়া আমি এখান হইতে উঠিব না।”

মিঃ মসারিন্ বলিলেন, "আপনার সে চেষ্টা সফল হইবে না। নিজেলের অপরাধ ত এই একটী নহে; সে আমার স্ত্রীর বাক্স খুলিয়া কতকগুলি অলঙ্কারও চুরি করিয়াছে। আমি জানি নিজেল্ রাত্রিকালে ক্লাবে গিয়া আমোদ-প্রমোদ করিত, যথেষ্ঠ টাকাও খরচ করিত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে স্বতন্ত্র কথা; আপাততঃ চুরির কথারই আলোচনা হউক। আপনি বলিতেছেন, নিজেল্ আপনার স্ত্রীর রত্নালঙ্কার অপহরণ করিয়াছে; আপনি যদি সেই সকল অপহৃত অলঙ্কার দেখিতে পান, তাহা হইলে চিনিতে পারিবেন কি?"

মসারিন্ বলিলেন, "নিশ্চয়ই পারিব; আমার ঘরের জিনিস, আমি চিনিতে পারিব না?"

মিঃ ব্লেক পূর্ব্ব-রাত্রে ইহুদীর বাড়ী হইতে যে কয়েক দফা অলঙ্কার লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া মিঃ মসারিনের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিলেন। মসারিন্ সেগুলি দেখিবা মাত্র চিনিতে পারিলেন; সোৎসাহে বলিলেন, "হাঁ, এগুলি ত আমার স্ত্রীরই অলঙ্কার; আমি এগুলি আমার স্ত্রীর জন্য 'অর্ডার' দিয়া প্রস্তুত করাইয়াছিলাম; এ সকল চোরা-মাল আপনি কোথায় পাইলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গতরাত্রে উইল্টন্ ষ্ট্রীটে একজন ইহুদী মহাজনের বাড়ী সন্দেহক্রমে খানা-তল্লাসি করায় এই সকল অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে। একজন পুলিস ইন্স্পেক্টরের সঙ্গে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম; তাহার একটি গুপ্ত সিন্দুকের ভিতর এগুলি পাওয়া গিয়াছে।"

মিঃ মসারিন্ বলিলেন, "আপনি কি বলিতে চান, সেই ইহুদীটা এগুলি কন্রাডের নিকট কিনিয়াছিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই অলঙ্কারগুলি, কন্রাড্ই যে বিক্রয় করিয়াছিল, এবিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

মিঃ মসারিন্ বলিলেন, "আপনার সন্দেহ না থাকিতে পারে, কিন্তু বিনা-প্রমাণে আমি একথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। আপনি ইহা কি সপ্রমাণ করিতে পারিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, সে প্রমাণ এখনও আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই; মনে করুন আমি যদি ইহা সপ্রমাণ করিতে না-ও পারি; তাহা হইলেও কি কন্‌রাড্ মোরিজকে অপরাধী মনে করা যায় না?"

মসারিন্ বলিলেন, "আমার তাহা মনে হয় না; হয় ত আমার পুত্র নিজেল্, কন্‌রাড্‌কে বিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে অপহৃত অলঙ্কারগুলি সেই ইহুদী মহাজনের নিকট বিক্রয় করিয়াছে; আপনি তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া কন্‌রাড্‌কেই অপরাধী মনে করিতেছেন। আপনার ন্যায় সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ এত সহজে প্রতারিত হইতে পারেন, ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না মহাশয়, আমি প্রতারিত হই নাই; আমি যথাযোগ্য অনুসন্ধান না করিয়া আপনার নিকট আসি নাই।"

কন্‌রাড্ মোরিজ্‌কে নিরপরাধ প্রতিপন্ন করিবার জন্য স্ত্রৈণ বৃদ্ধ মসারিনের এই প্রকার আগ্রহ দেখিয়া মিঃ ব্লেক বিস্মিত না হইলেও দুঃখিত হইলেন; পুত্রের প্রতি সুবিচার করিতে তিনি এতই কুণ্ঠিত! যে নিদ্রিত না হইয়া নিদ্রার ভান্ করে, তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করা অসম্ভব। মিঃ ব্লেকের মনে হইল, হয় ত তাঁহার সকল চেষ্টা বৃথা হইবে; এমন কি, কন্‌রাডের শয়ন-কক্ষ হইতে মোহরগুলি তাঁহাকে বাহির করিয়া দিলেও তিনি বলিবেন, ইহা নিজেলের চক্রান্তের ফল। কি অন্ধ বিশ্বাস!

যাহা হউক, মিঃ মসারিন্ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর কোন কথা না বলিয়া শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সকল অপ্রীতিকর সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার রূপবতী জর্ম্মান পত্নী কিরূপ ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত

হইবেন, তাহা ভাবিয়াই স্ত্রৈণ বৃদ্ধ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। সেই কুহকিনী তাঁহাকে এতই মোহাচ্ছন্ন করিয়াছিল যে, তাঁহার বিপুল সম্পত্তি হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে সে যে তাঁহার পুত্রের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে পারে, এ সন্দেহ মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মনে স্থান পাইল না!

অনেকক্ষণ চিন্তার পর মসারিন্ বলিলেন, "আমি কাহারও অন্যায় পক্ষপাতী হইতে ইচ্ছা করি না। আমার পুত্র মিথ্যা অভিযোগে বিড়ম্বিত হয়, ইহা আদৌ আমার ইচ্ছা নহে; আমি কেন, কোনও পিতা এরূপ ইচ্ছা করেন না! আমি তাহাকে অপরাধী জানিয়াই গৃহ হইতে দূর করিয়া দিয়াছি; ইহাতে যে আমার মনে কষ্ট হয় নাই, আপনি এরূপ মনে করিবেন না। যদি আপনি তাহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আমার ভ্রম-সংশোধনে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আপনাকে অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইবে। আপনি সপ্রমাণ করুন ইহুদীটা কন্‌রাডের নিকট হইতেই এই অলঙ্কারগুলি ক্রয় করিয়াছিল। তখন আমি কন্‌রাড্‌কে অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস করিব; তাহার পর সে তাহার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড লাভ করিবে। কিন্তু আপনি যতক্ষণ ইহা সপ্রমাণ করিতে না পারিতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার কোন যুক্তি-তর্কে আমি কর্ণপাত করিব না।"

মিঃ ব্লেক গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "উত্তম; আমি সেইরূপ প্রমাণই সংগ্রহ করিব। আশা করি আজই এক সময় আপনার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে। এখন বিদায়; নমস্কার মহাশয়!"

মিঃ ব্লেক মসারিনের আফিস হইতে বাহির হইয়া রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং একখানি ভাড়াটে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; তিনি স্থির করিলেন, পূর্ব্বরাত্রে যে ইহুদীটাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, যে প্রকারে হউক তাহার নিকট হইতে চোরা অলঙ্কারগুলির বিক্রেতার

সন্ধান জানিয়া লইবেন। তিনি কি কৌশলে ইহুদীর নিকট হইতে এই কথা বাহির করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে করিতে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "ইহা ভিন্ন নিজেদের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার দ্বিতীয় উপায় নাই।"

অবিলম্বেই একখানি খালি ভাড়াটে গাড়ী সেই স্থানে উপস্থিত হওয়ায় তিনি তাহাতে উঠিয়া বৌ ষ্ট্রীটের থানায় উপস্থিত হইলেন। সেই থানার ভার-প্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার অনুরোধে একজন কন্‌ষ্টেবল্‌কে সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে হাজতে এবেল্ রোজেন্‌ষ্টীনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইলেন। ইহুদী হাজতের মধ্যে হতাশভাবে বসিয়াছিল। মিঃ ব্লেককে দেখিবামাত্র সে আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় গজ্‌রাইতে লাগিল; সরোষে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ? আমাকে হাজতে পুরিয়াও খুসী হইতে পার নাই? আবার এখানে খোঁচাইতে আসিয়াছ?"

মিঃ ব্লেক সদয়ভাবে বলিলেন, "না এবেল্, আমি তোমাকে খোঁচাইতে আসি নাই। তোমার যদি কোন উপকার করিতে পারি, এই আশায় আসিয়াছি।"

ইহুদী কুৎসিত মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "খুব উপকার করিয়াছ, আর অধিক উপকারে আবশ্যক নাই। গোয়েন্দাকে যে বিশ্বাস করে, তাহার মত নির্ব্বোধ গর্দ্দভ দ্বিতীয় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি বিশ্বাস করিবে না বটে, কিন্তু তোমার অবস্থার কথা ভাবিয়া সত্যই আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি; তবে এ দুঃখ ঠিক তোমার জন্য নহে।"

ইহুদী সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আর কাহার জন্য তোমার এ দুঃখ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার স্ত্রীর জন্য; কিছুদিন পূর্ব্বে তোমার

নিকট শুনিয়াছিলাম, তোমার স্ত্রী দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তুমি তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়াছ।"

ইহুদী বলিল, "হাঁ, সে সেণ্ট লুকের হাসপাতালে আছে। ডাক্তার বলিয়াছে, অস্ত্র-চিকিৎসা ভিন্ন তাহার আরোগ্য লাভের আশা নাই। হাসপাতালেই অস্ত্র-চিকিৎসা ভাল হয়, সেইজন্য তাহাকে সেখানে রাখিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কাল তাহার অবস্থা কেমন?"

ইহুদী বলিল, "ডাক্তার অস্ত্র করিয়াছে, সে ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিতেছে। আমি তাহার জীবনের আশা ছাড়িয়াই দিয়াছিলাম, কিন্তু শুনিতে পাইয়াছি জীবনের আশঙ্কা আর নাই; কিন্তু যদি সে আমার এই বিপদের কথা শুনিতে পায়, তাহা হইলে হয় ত বেচারা—"

ইহুদী তাহার কথা শেষ না করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক রুমালে চোখ মুছিল; তাহার আর যে দোষই থাক, স্ত্রীকে সে অত্যন্ত স্নেহ করিত। বিশেষতঃ, তাহার স্ত্রী গুণবতী ও সতী-রমণী ছিল। সে তাহার বার্দ্ধক্যের একমাত্র অবলম্বন, মিঃ ব্লেক ইহা জানিতেন।

মিঃ ব্লেক সহানুভূতিভরে বলিলেন, "পুলিস তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে পুরিয়াছে; এ কথা যাহাতে সে শুনিতে না পায়, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব। ইতিমধ্যে একদিন আমি সেণ্ট লুকের হাসপাতালে গিয়া তোমার স্ত্রীর সহিত দেখা করিব, এবং তাহাকে কিছু টাকা দিয়া আসিব। হাসপাতালে তাহার খরচ পত্রের আবশ্যক, অথচ তুমি এখন হাজতে; এখন তাহাকে কে অর্থ সাহায্য করিবে?"

ইহুদী জিজ্ঞাসা করিল, "ইহা তোমার অন্তরের কথা ত? না, ধাপ্পাবাজি করিতেছ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমি সত্য কথাই বলিতেছি; এমন কি, যদি তোমার হাজতের কথা ইতিমধ্যেই সে শুনিয়া থাকে, তাহা হইলে

তাহাকে ইহাও বলিব যে, সামান্ত কিছু অর্থদণ্ড দিয়াই তুমি নিষ্কৃতি লাভ করিবে। তাহার দুশ্চিন্তা যাহাতে দূর হয়, সে জন্ত আমি চেষ্টার ত্রুটি করিব না।"

ইহুদী বলিল, "মিথ্যা কথা বলিবে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিথ্যা কথা নহে ; তুমি যাহাতে নামমাত্র দণ্ডে অব্যাহতি লাভ কর, সেজন্ত আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব,—কিন্তু এক সর্ত্তে ?"

ইহুদী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপ সর্ত্ত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার বাড়ী হইতে আমি যে তিনখানি অলঙ্কার লইয়া গিয়াছিলাম, তাহা তুমি কোথায় পাইয়াছ, ইহা আমাকে বলিবে।"

এই কথা শ্রবণমাত্র ইহুদী হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, মিঃ ব্লেক তোমার ফন্দী খাটিতেছে না ! যে আমাকে বিশ্বাস করিয়া জিনিসগুলি দিয়াছে, তাহাকে আমি বিপন্ন করিতে পারিব না।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি তোমার বন্ধু লোক ? যুবক, না প্রৌঢ় !"

ইহুদী বলিল, "যুবক নহে ; আজ পনের বৎসর ধরিয়া সে আমার সহিত কারবার করিতেছে, আমি তাহাকে ধরাইয়া দিব না। কিন্তু তুমি তাহার নাম জানিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "একটি বড়লোকের বাড়ী হইতে এই অলঙ্কারগুলি চুরি গিয়াছে। একটি নির্দ্দোষী যুবক চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে ; আমি তাহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার ভার লইয়াছি।"

ইহুদী বলিল, "আমার যে বন্ধুটির নিকট এই অলঙ্কারগুলি পাইয়াছি, সে তাহা চুরি করে নাই। তুমি আমার এ কথা বিশ্বাস করিতে পার।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বিশ্বাস করিলাম; কিন্তু সে তাহা পাইল কোথায় ?"

ইহুদী বলিল, "রেভেল্ ক্লাবে একটি বড়লোকের ছেলের নিকট সে তাহা কিনিয়াছিল; কিন্তু আমার বন্ধুটি সেই ছোকরার নাম আমাকে বলে নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার বন্ধুটির নাম কি ? সে যখন চুরি করে নাই, তখন তাহার নাম প্রকাশ করিতে তুমি এত কুণ্ঠিত হইতেছ কেন ? তোমার স্ত্রীর মঙ্গলের জন্য এ কথা তোমার প্রকাশ করা উচিত। আমি সপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার বন্ধুর কোন অনিষ্ট করিব না; তাহাকে গ্রেপ্তার করাও হইবে না।"

ইহুদী বলিল, "তোমার কথার খেলাপ হইবে না ত ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "শপথ করিয়া তাহা ভঙ্গ করিব, আমি এতদূর ইতর নহি। আমি মিথ্যা কথা বলি না, ইহা ত তুমি জান।"

ইহুদী ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তোমার কথা বিশ্বাস করিলাম; যে বন্ধুটির নিকট অলঙ্কার তিনখানি ক্রয় করিয়াছিলাম, তাহার নাম যো প্যারিস্।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাকে ত আমি চিনি! আজই আমি তাহার সহিত দেখা করিব; কোথায় তাহার সাক্ষাৎ পাইব বলিয়া দাও।"

ইহুদী বলিল, "সোহো পল্লীতে ডীন ষ্ট্রীটে কাফে নেপল্‌সে তাহার আড্ডা; প্রত্যহ বেলা ২টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে সেখানে থাকে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আজ যদি সে তাহার আড্ডায় না যায়, তাহা হইলে কোথায় যাইলে তাহার দেখা পাইব ?"

ইহুদী বলিল, "গ্রীক ষ্ট্রীটের ২৮৭ নং বাড়ীতে।"

মিঃ ব্লেক যে সন্ধান জানিবার জন্য ইহুদীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া

ছিলেন, তাহা জানিতে পারায় তাঁহার মন আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ থানা হইতে বাহির হইয়া একখানি গাড়ী লইয়া মিঃ মসারিনের আফিসে উপস্থিত হইলেন; এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে আপনাকে একবার বাহিরে যাইতে হইবে।"

মিঃ মসারিন্ ব্লেকের অনুরোধ শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে লইয়া আপনি কোথায় যাইবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এবেল্ রোজেন্‌ষ্টীন নামক ইহুদীর নিকট যে লোকটি আপনার স্ত্রীর অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়াছিল, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে; সে কাহার নিকট উহা কিনিয়াছিল, তাহা তাহার মুখেই শুনিতে পাইবেন; তাহার কথা আপনার বিশ্বাস হইবে ত?"

মিঃ মসারিন্ বলিলেন, "তাহার কথা বিশ্বাস না করিবার ত কোন কারণ দেখি না; তাহা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখন লোকটার দেখা পাইলে হয়।"

মিঃ মসারিন্ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না; তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ ও গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া প্রথমে সাফট্‌স্‌বারি এভিনিউ নামক পল্লীতে আল্‌কাজারের ভোজনাগারে উপস্থিত হইলেন; এবং সেখানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া ডীন ষ্ট্রীটে কাফে মেপল্‌সে উপস্থিত হইলেন। ইহা একটি হোটেল। এই হোটেলের একটি সুবৃহৎ কক্ষে নানা দেশের অনেকগুলি লোক টেবিলের ধারে বসিয়া পান-ভোজন করিতেছে; মিঃ ব্লেক এই দলে যোসেফ্ প্যারিস্‌কে দেখিতে পাইলেন।

লোকটা প্রৌঢ়। তাহার গোঁফ্ জোড়াটা অত্যন্ত জমকাল; পরিচ্ছদের পারিপাট্য অত্যন্ত অধিক; কিন্তু তাহার মুখ দেখিলেই শয়তান বলিয়া মনে হয়। সে টেবিলের একপার্শ্বে বসিয়া এক বোতল মদের উপাসনা

করিতেছিল। মিঃ মসারিন্ ও ব্লেক তাহার ঠিক সম্মুখে টেবিলের অপর দিকে বসিলেন; কিন্তু যোসেফ্ প্যারিস মুখ তুলিয়া তাঁহাদের দিকে চাহিল না; সে তখন গ্লাসে মদ ঢালিতেই ব্যস্ত! সে একগ্লাস মদ উদরস্থ করিয়া রক্তাক্ত নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাহার মুখ মলিন হইল; সে একবার সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া মুখ নামাইল।

মিঃ ব্লেক তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কেমন আছ যো?"

যোসেফ্ বলিল, "মিঃ ব্লেক যে! কি মৎলবে এখানে আগমন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিঞ্চিৎ চোরা-মালের সন্ধানে।"

যোসেফ্ বলিল, "চোরা-মালের সন্ধানে আমার সম্মুখে আসিয়া বসিয়া আছ যে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার কাছেই ত সন্ধান লইতে আসিয়াছি। আমার কথা শুনিয়া তুমি যে অবাক হইতেছ! তুমি জান, এবেল্ রোজেন্-ষ্টীন্‌কে গত রাত্রে পুলিসে গ্রেপ্তার করিয়াছে?"

যোসেফ্ স্তম্ভিত ভাবে বলিল, "এবিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে! আমি ত এ সংবাদ শুনিনাই। তাহার অপরাধ কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অপরাধ না থাকিলে এত লোক থাকিতে পুলিস তাহাকেই গ্রেপ্তার করিবে কেন? আমিও পুলিসের সঙ্গে ছিলাম, তাহার আফিস ঘরের দেওয়ালে একটি গুপ্ত-সিন্দুক আছে, সেই সিন্দুক খানা-তল্লাসি করিয়া যে সকল বহুমূল্য অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে একটি হীরকখচিত ব্রুচ্, একছড়া 'স্নেক' প্যাটার্ণের নেক্‌লেস্, ও একছড়া সোণার চেন পাওয়া গিয়াছে। রোজেন্‌ষ্টীন্ স্বীকার করিয়াছে, এই তিনখানি অলঙ্কার সে তোমার নিকট কিনিয়াছিল।"

যোসেফ্ বলিল, "মিথ্যা কথা! আমি তাহার নিকট কোন অলঙ্কার বিক্রয় করি নাই।"

মিঃ ব্লেক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,"নিশ্চয়ই বিক্রয় করিয়াছ, এ কথা অস্বীকার করিয়া তোমার কোনও সুবিধা হইবে না।"

যোসেফ্ বলিল, "তোমার ইচ্ছা হয় তুমি তাহার কথা বিশ্বাস করিতে পার; তাহার কথার জন্য আমি দায়ী নহে; সে বোধ হয় অন্য লোকের নাম বলিতে আমার নাম বলিয়া ফেলিয়াছে।"

মিঃ মসারিন্ সকল কথাই শুনিতে পাইলেন, কিন্তু তিনি কোনও মতামত প্রকাশ করিলেন না।

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, লোকটা সহজে চোরা-মাল বিক্রয়ের কথা স্বীকার করিবে না; সুতরাং তিনি তাহাকে অভয় দানের জন্য বলিলেন, "যো, তোমার কোন ভয় নাই, আমি তোমার কোন অপকার করিব না। ঐ তিনখানি অলঙ্কার আমার পরিচিত একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের স্ত্রীর; সেই জন্যই কে সেগুলি চুরি করিয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে। এবেল্ ঐ চোরা মালগুলি কবে কাহার নিকট কিনিয়াছিল, তাহা তুমি আমাকে বলিয়া দিলে আমার বড়ই উপকার হয়। সে জন্য তোমাকে কোন ফ্যাসাদে পড়িতে হইবে না; তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইবে না, এ কথা স্থির জানিও।"

মিঃ ব্লেকের কথায় যোসেফ্ আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "এ কথা আগে বলিলেই পারিতে;—আমি তোমার নিকট কোন কথা গোপন করিতাম না। আমার যখন কোন বিপদের আশঙ্কা নাই বলিতেছ, তখন আর সত্য কথা বলিতে আপত্তি কি? প্রায় মাসখানেক পূর্ব্বে, ঐ তিনখানি অলঙ্কার রেভেন ক্লাবে আমি একটি ছোক্রার নিকট কিনিয়া লইয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই ছোক্রার নামটি কি?"

যোসেফ্ বলিল, "তাহার নাম কন্‌রাড্ মোরিজ্; ছোক্রা মস্ত

ক্যাপ্তেন! সেই ক্লাবেই তাহার সহিত আমার পরিচয়। রতনেই রতন চেনে; অল্পদিনের মধ্যেই তাহার সহিত আমার বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা হয়। সে, জাতিতে জর্ম্মান। ছোক্‌রার অদৃষ্ট খুব ভাল; বকিংহাম গেটের কোন ধনবান ইংরাজ তাহার মাতাকে বিবাহ করিয়াছেন। সেই সূত্রে কন্‌রাড্‌ সেই ভদ্রলোকের বাড়ীতেই বাস করে, আর দুই হাতে টাকা উড়ায়!"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোক্‌রার চেহারা কিরূপ?"

যোসেফ্‌ বলিল, "লম্বা, ছিপ্‌ছিপে, বেশ সুপুরুষ; অল্প অল্প গোঁফ্‌ উঠিয়াছে; আর সে চোখে-মুখে কথা কয়।"

মিঃ ব্লেক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মদ্‌-টদ্‌ খায় কি? চরিত্র দোষ আছে?"

যোসেফ্‌ সোৎসাহে বলিল, "মদ খায় না? ঐটুকু ছেলে যেন মদের কুপো! আর যত ছোট লোকের মেয়ের সঙ্গে তাহার ইয়ারকি। আমরাও বদ্‌ লোক বটে, কিন্তু তাহার তুলনায় আমরা ত পরম ধার্ম্মিক! আমার মত লোকও তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে লজ্জা বোধ করে; ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন, হতভাগাটা কতদূর অধঃপাতে গিয়াছে।"

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ মসারিনের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। ক্রোধে তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন; তাঁহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। কার্য্য শেষ হইয়াছে বুঝিয়া মিঃ ব্লেক সেখান হইতে উঠিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে রাজপথে উপস্থিত হইলেন। মিঃ মসারিন্‌ও মানসিক আবেগ ও উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে তাঁহার পার্শে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তাহার পর ভগ্নস্বরে মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনার কথাই সত্য! এখন বুঝিতে পারিতেছি, আমার হতভাগ্য পুত্র প্রকৃতই নিরপরাধ। আমি মোহান্ধ হইয়া সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়াছিলাম। আমি

নিজেলের প্রতি কি অন্যায়ই করিয়াছি! আমারই দোষে আজ সে গৃহ-হীন, নিরাশ্রয়, অন্নের জন্য অন্যের দ্বারস্থ। মিঃ ব্লেক আমার এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই। যাহা হউক, এখনও বোধ হয় আমার ভ্রম-সংশোধনের সময় আছে। এখন বাড়ী যাইব, আপনিও আমার সঙ্গে চলুন। এক-খানি গাড়ী ডাকুন।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেই দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে কন্‌রাড্‌ মোরিজ্‌ অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। তাহার উল্লাসের যথেষ্ট কারণ ছিল; তাহার ষড়যন্ত্র সফল হইয়াছে। যে নিজেল্ ভবিষ্যতে তাহার পিতার অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া রাজার ন্যায় সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত, তাহার চক্রান্তে আজ সে পিতার ত্যাজ্য-পুত্র, পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত। কন্‌রাড্‌ নিষ্কণ্টক; তাহার উপর সে ক্লাবে জুয়া খেলিয়া সেদিন অনেক টাকা লাভ করিয়াছিল; সুতরাং শ্যামপেনের শ্রাদ্ধ করিয়া তাহার নেশা বেশ পাকিয়া উঠিয়াছিল। সে স্বর্গে কি মর্ত্তে আছে, স্থির করিতে পারিতেছিল না; তাহার পদদ্বয় ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। সে বাড়ী আসিয়া লাইব্রেরী-কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষে টেবিলের উপর মদ্যপূর্ণ বোতল ও একটি গ্লাস ছিল। সে সোডার বোতল খুলিয়া সোডার সহিত খানিক ব্র্যাণ্ডি মিশাইল; সে গ্লাসটি মুখের কাছে তুলিয়াছে, এমন সময় দ্বার-প্রান্তে মিঃ মসারিন্‌ও ব্লেককে দেখিতে পাইল! তাঁহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়াই তাহার অর্দ্ধেক নেশা ছুটিয়া গেল; সে গ্লাসটী ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিল।

মিঃ মসারিন্‌ চঞ্চল পদ-বিক্ষেপে তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া কর্কশ-স্বরে বলিলেন, "ওরে শয়তান, ওরে মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, চোর!—আর তোর ভণ্ডামি খাটিবে না।"

কন্‌রাড্‌ মিঃ মসারিনের মুখে এরূপ সম্বোধন কখনও শ্রবণ করে নাই; সে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি আশ্চর্য্য! মহাশয় হঠাৎ আমাকে এরূপ জঘন্য ভাষায় তিরস্কার করিতেছেন কেন? আমি কি অন্যায় কাজ করিয়াছি?"

মসারিন্ বলিলেন,"পাজী, ছোটলোক, চোর! এখনও তুই মুখ তুলিয়া কথা কহিতেছিস্? আমি তোর সকল বিদ্যা জানিতে পারিয়াছি; তোর দুষ্কর্ম্মের পরিচয় পাইয়াছি। এতদিনে বুঝিয়াছি, আমি আমার গৃহে কালসর্পকে স্থান দান করিয়াছি। আমাকে যে তুই এতদিন প্রতারিত করিতে পারিয়াছিস্, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের কথা!"

কন্‌রাড্ বলিল, "আপনি এ সকল কথা কেন বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

মিঃ মসারিন্ সক্রোধে বলিলেন, "বুঝিতে পারিতেছিস্ না! এখনও আমার কাছে ন্যাকামি? এই ভদ্রলোকটির নাম মিঃ ব্লেক, ইনি লণ্ডনের একজন প্রধান গোয়েন্দা; তিনি নিজেলের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তুই-ই যে জালিয়াৎ ও চোর, ইহার অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছি। তুই চেকে আমার নাম জাল করিয়া ব্যাঙ্কে তাহা ভাঙ্গাইয়াছিস্, আর সেই টাকায় তোর বদ্ খেয়াল পরিতৃপ্ত করিতেছিস্। তুই তোর মাতার হীরকালঙ্কার চুরি করিয়া রেভেল ক্লাবে তোর পরিচিত একটা লোকের নিকট বিক্রয় করিয়াছিস্; তোর কোনও কীর্ত্তি আমার জানিতে আর বাকী নাই।"

মিঃ মসারিনের কথা শুনিয়া কন্‌রাডের মুখ শুকাইয়া গেল; সে ঘুরিয়া পড়িতে পড়িতে বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিল। সে বুঝিল, এতদিনে তাহার দুষ্কর্ম্মের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, আর তাহার রক্ষা নাই! কিন্তু দীর্ঘকাল হইতে যে পাপে অকুণ্ঠিত, দুষ্ক্রিয়ায় পরিপক্ক, হঠাৎ সে ভাঙ্গিয়া পড়ে না; নূতন নূতন কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক বাঁচিবার চেষ্টা করে। কন্‌রাড্ও হতাশ হইল না; সে আত্ম-সমর্থনের জন্য শেষ-চেষ্টা করিয়া দেখিল। তাহার হৃদয়ে উদ্বেগ-তরঙ্গ প্রবাহিত হইলেও, সে সংযত স্বরে বলিল, "মহাশয়! আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, আপনি এরূপ গুরুতর

ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমি কোন দুষ্কর্ম্ম করি নাই; যদি আপনি আমার অন্যায় কর্ম্মের অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই নতমস্তকে অপরাধ স্বীকার করিব।"

মিঃ মসারিন্ গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "মিথ্যাবাদী, চোর! এখনও তুই আমার কথার প্রতিবাদ করিতেছিস্, সাধু সাজিবার চেষ্টা করিতেছিস্? পারিসের সঙ্গে তোর এমন কি শত্রুতা আছে যে, সে তোর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে? আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিয়াছি; সে আমার সাক্ষাতে স্বীকার করিয়াছে, চোরা অলঙ্কারগুলি তুই তাহার নিকট বিক্রয় করিয়াছিস্। মিঃ ব্লেক একদিন রাত্রে তোদের ক্লাবে উপস্থিত থাকিয়া তোর জুয়া খেলা দেখিয়াছিলেন। তুই জুয়ায় হারিয়া প্রতিপক্ষকে যে সকল গিনি দিয়াছিলি তাহা তিনি দেখিয়াছেন; তিনি নিজেই যে কয়েকটি গিনি তোর নিকট পাইয়াছিলেন, তাহার সকল গুলিই নূতন; এই বৎসরের গিনি। তুই জালিয়াৎ, তুই চোর; আর আমার যে পুত্রকে অপরাধী মনে করিয়া তাহার পৈত্রিক সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিয়াছি, গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছি, সে নিরপরাধ। দোষ করিয়াছিস্ তুই, শাস্তি পাইয়াছে সে! আমি ভয়ানক অন্যায় করিয়াছি; কিন্তু এখনও তাহার প্রতিবিধানের উপায় আছে।"

কন্‌রাড্ বলিল, "আপনি যে এত সহজে কতকগুলি অসম্ভব মিথ্যা কথা বিশ্বাস করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি।"

মিঃ মসারিন্ বলিলেন, "আমি সহজে মিথ্যা কথা বিশ্বাস করিয়াছি? এখনও তুই মুখ তুলিয়া কথা বলিতেছিস্? সাবধান! আর অধিক গোস্তাকি করিলে আমি তোর পিঠে লাঠি ভাঙ্গিব; আমার রাগ বৃদ্ধি করিস্ না।"

কন্‌রাড্ ধীরস্বরে বলিল, "মহাশয়! আপনি ক্রোধে আত্মবিস্মৃত

হইবেন না। আপনি বিচার করুন ; বিচারে যদি আমি অপরাধী প্রতিপন্ন হই, তাহা হইলে আপনার যাহা খুসী করিতে পারেন। আপনি আমার বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। আমি স্বীকার করি, আমি রাত্রিকালে রেভেল ক্লাবে আমোদ-প্রমোদ করিতে যাই, খেলা ধূলাও করি; কিন্তু তাহা যে অপরাধ, এ ধারণা আমার নাই। আমার কাছে নূতন গিনি পাওয়া গিয়াছে এ কথা সত্য ; কিন্তু নূতন গিনি কি আর কাহারও কাছে নাই? আমি নোট ভাঙ্গাইয়া যে সকল গিনি পাইয়াছিলাম, তাহা সমস্তই নূতন।"

মিঃ মসারিন্ বলিলেন, "তুই কি বলিতে চাহিস্, তোর মাতার অলঙ্কারগুলি চুরি করিয়া বিক্রয় করিস নাই?"

কন্‌রাড্ বলিল, "কথনও না; এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আপনারই পুত্র নিজেল্—"

মিঃ মসারিন্ বাধা দিয়া বলিলেন, "যদি তুই তাহার বিরুদ্ধে আর একটি কথাও বলিস্, তাহা হইলে আমি তোর ঘাড় ধরিয়া আমার বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিব।"

কন্‌রাড্ বলিল, "কেন বলিব না? সত্য কথা বলিবার আমার অধিকার আছে ; আপনার ভয় প্রদর্শনে আমি সত্য বলিতে কুণ্ঠিত হইব না। আপনার পুত্র নিজেল্ যে কিরূপ ধূর্ত্ত, কিরূপ ধড়িবাজ, সে সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা নাই। সে আমার মাতার অলঙ্কারগুলি চুরি করিয়া পারিসের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল ; পারিসকে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিয়াছে যে, যদি ভবিষ্যতে চুরি ধরা পড়ে, তাহা হইলে সেগুলি সে আমার নিকট কিনিয়াছে, এই কথা বলিবে।"

মিঃ মসারিন্ বলিলেন, "তুই কি মনে করিয়াছিস্ এইরূপ বাজে কৈফিয়ৎ দিয়াই নিষ্কৃতি পাইবি?"

কন্‌রাড্ বলিল, "আমার কৈফিয়ৎ কি অযৌক্তিক ? আপনি আমার পিতৃতুল্য ব্যক্তি। আপনি আমাকে গৃহে স্থান দান করিয়া পুত্রবৎ প্রতিপালিত করিতেছেন ; আমার সুখ-সচ্ছন্দতা বিধানের জন্য অর্থ ব্যয়ে কোন দিন কৃপণতা করেন নাই। আমি আপনার এই সকল উপকার বিস্মৃত হইয়া কৃতঘ্নের ন্যায় আপনার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিব ! ইহা আপনি কিরূপে বিশ্বাস করিতেছেন ? আপনার অনুগ্রহে আমার অর্থের অভাব নাই ; আপনি আমার মাতাকে কিরূপ সুখে রাখিয়াছেন, তাহা সকলেই জানে। আমি আমার মাতার অলঙ্কার চুরি করিব, আপনি কি আমাকে এতই ইতর মনে করেন ? আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, আপনার মুখে আজ আমাকে এমন কঠোর কথা শুনিতে হইল।"

কন্‌রাডের এই ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ মসারিনের ক্রোধ যেন অনেকটা শান্ত হইল ; তাঁহার সন্দেহ হইল, সে যাহা বলিতেছে তাহা সত্য হইতেও পারে ; তিনি কোনও কথা না বলিয়া গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কন্‌রাড্ বুঝিল, ঔষধ ধরিয়াছে। সে সোৎসাহে বলিল, "মহাশয় আমার পিতৃতুল্য ব্যক্তি, আপনি যদি ভ্রমক্রমে আমাকে দুই চারিটা দুর্ব্বাক্যও বলেন, তাহা নত মস্তকে সহ্য করাই আমার কর্ত্তব্য ; আর আপনারও দোষ দেখি না, আমার বিরুদ্ধে দশটা মিথ্যা কথা শুনিয়া আপনার মন খারাপ হইবে, এ আর অসম্ভব কি ?"

মিঃ ব্লেক এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও কথা বলেন নাই ; তিনি গম্ভীর ভাবে উভয় পক্ষের তর্ক-বিতর্ক শ্রবণ করিতেছিলেন। তিনি বুঝিলেন, এই বার তাঁহার কথা কহিবার সময় আসিয়াছে। তাঁহার হস্তে অনেক গুলি শর ছিল, এতক্ষণ পরে তাহা প্রয়োগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন ; তিনি

অনুতপ্ত স্বরে বলিলেন,"মিঃ মসারিন্, মানুষ মাত্রেই ভ্রম-প্রমাদের অধীন ; যদি আমরা ভ্রমক্রমে অন্যায় করিয়া থাকি, তবে তাহা প্রকৃতই দুঃখের বিষয় ।"

মিঃ মসারিন্ বলিলেন, "সে কথা সত্য ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু আমাদের ভ্রম-প্রমাদ যাহাই হউক, কন্‌রাড্ যেভাবে আত্মসমর্থন করিতেছে তাহার যে কিছু মূল্য আছে, আমার ত এরূপ বোধ হয় না ! আপনি বোধ হয় উহার অপরাধের অকাট্য প্রমাণ চাহিবেন ; চেষ্টা করিলে তাহাও যে না মিলিবে, এরূপ মনে হয় না ।"

মিঃ মসারিন্ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপ ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই যুবক যদি জাল চেক্ ভাঙ্গাইয়া গিনিগুলি আনিয়াই থাকে, তাহা হইলে এতগুলি গিনি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে খরচ করিয়া ফেলিয়াছে, এরূপ বোধ হয় না ; অধিকাংশ গিনিই উহার তহবিলে থাকা সম্ভব ।"

কন্‌রাড্ সোৎসাহে বলিল, "এ খুব ভাল কথা ; আপনারা আমার ঘর খানা-তল্লাসি করিয়া দেখিতে পারেন ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার শয়ন-কক্ষ খানা-তল্লাসি করিলে তোমার কোন আপত্তি হইবে না ত ?"

কন্‌রাড্ বলিল, "আপত্তি কি ? আমি অপরাধী হইলে ত আমার আপত্তি হইবে । এই মুহূর্ত্তেই আমার শয়ন কক্ষে চলুন ; আমি আপনাদের সঙ্গে যাইতেছি ।"

মিঃ মসারিনের স্ত্রী বার্থা ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল । বাড়ীতে যে সকল দাস-দাসী ছিল, তাহারা গৃহান্তরে থাকায় এ সকল তর্ক বিতর্ক শুনিতে পায় নাই ; বিশেষতঃ, নির্জ্জন কক্ষে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা

চলিতেছিল।—কন্‌রাড্ তাহার শয়ন কক্ষে ধাবিত হইল; মিঃ মসারিন্ ও ব্লেক তাহার অনুসরণ করিলেন।

সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়া উদ্ধত যুবক সদম্ভে বলিল, "এই ত আমার শয়ন-কক্ষ। আমার যথাসর্ব্বস্ব এই কক্ষেই থাকে; আপনি খানা-তল্লাসি আরম্ভ করিতে পারেন। প্রথমে কি দেখিবেন, বলুন; অগ্রে কি চিম্‌নির ভিতরটা পরীক্ষা করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না; সাধারণ স্থানগুলি পরীক্ষা করা অনাবশ্যক, তাহাতে বৃথা সময় নষ্ট হইবে মাত্র। যদি তুমি গিনিগুলি লুকাইয়া রাখিয়া থাক, তাহা হইলে—"

মি ব্লেক তাঁহার কথা শেষ না করিয়াই, কন্‌রাডের টেবিলের সম্মুখে যে তুরস্ক দেশীয় গালিচাখানি প্রসারিত ছিল, তাহা আকর্ষণ পূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া কন্‌রাড্ এক লম্ফে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে উদ্যত হইয়াই হঠাৎ থামিয়া গেল; এবং অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া অধর দংশন পূর্ব্বক উভয় হস্ত নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার মানসিক উদ্বেগ প্রকাশ করিল। মিঃ ব্লেক তাহার প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া পকেট হইতে এক খানি ছুরী বাহির করিলেন, এবং তাহার অগ্রভাগ দ্বারা মর্ম্মর প্রস্তরের একখানি টালি তুলিয়া ফেলিলেন; তৎক্ষণাৎ সেই টালির নীচে একটি গহ্বর পরিলক্ষিত হইল। তিনি তাহার ভিতর হাত পুরিয়া একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ বাহির করিলেন। এই ব্যাগটি গিনিতে পূর্ণ ছিল; তিনি ব্যাগটি কন্‌রাডের শয্যার উপর লইয়া গিয়া গিনিগুলি ঢালিয়া ফেলিলেন।

মিঃ মসারিন্ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মিঃ ব্লেকের কার্য্য সন্দর্শন করিতেছিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহাকে বলিলেন, "মহাশয়! আমি গিনিগুলি গনিয়া দেখিলাম ৮০টি গিনি পাওয়া গেল; সকল গুলিই নূতন,

বর্ত্তমান বৎসরেই টাকশাল হইতে বাহির হইয়াছে। এগুলি যে জাল-চেক ভাঙ্গাইয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে, এ বিষয়ে আপনার কি কোন সন্দেহ আছে ?"

কন্‌রাড্‌ এই ব্যাপার দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় ভাবে দণ্ডায়মান ছিল ; সে বুঝিয়াছিল মিথ্যার উপর মিথ্যা চাপাইয়া সে যে তাসের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহা সত্যের একটিমাত্র ফুৎকারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে ! ভয় ও বিস্ময়, ক্রোধ ও উদ্বেগ যুগপৎ তাহার হৃদয়ে তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল ; সে পিঞ্জরাবদ্ধ লগুড়াহত ব্যাঘ্রের ন্যায় তীব্র-দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের দিকে চাহিয়া সরোষে বলিল, "হতভাগা গোয়েন্দা, এতক্ষণে বুঝিলাম গত রাত্রে তুই চুরি করিয়া আমার ঘরে ঢুকিয়াছিলি ! পলাইবার সময় আমাকে জখম করিয়াছিলি। সে সময় যদি তোকে গুলি করিয়া মারিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার মনের জ্বালা দূর হইত।"

মিঃ ব্লেক তাহার কথা আমলে না আনিয়া বলিলেন, "কি পাগলের মত বকিতেছ ? তোমার কি মাথা খারাপ হইয়াছে ?"

কন্‌রাড্‌ বলিল, "তবে তুমি চট্‌ করিয়া কিরূপে গুপ্তস্থান হইতে গিনির তোড়া বাহির করিলে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমারই ইঙ্গিতে। আমি গালিচাখানি সরাইতে না সরাইতে তুমি যেভাবে আমার উপর লাফাইয়া পড়িয়াছিলে, তাহা দেখিয়াই আমার সন্দেহ হইয়াছিল, চোরা-মাল এই গালিচার নীচেই কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছ।"

মিঃ মসারিন্‌ এ সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া কন্‌রাডের শয্যায় উপবেশন পূর্ব্বক গিনিগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন ; পরীক্ষা শেষ হইলে তিনি ঘুসি তুলিয়া ক্রোধ-কম্পিত স্বরে কন্‌রাড্‌কে বলিলেন,

"মিথ্যাবাদী শয়তান, নির্লজ্জ চোর! আমি আর তোর কোনও কথা শুনিতে চাহি না। তোর চুরি ধরা না পড়িলে তোর কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেও পারিতাম; কিন্তু আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে। তোকে কিরূপ শাস্তি ভোগ করতে হয়, দেখ্!—আমি তোকে জেলে পাঠাইতাম, কেবল তোর মায়ের খাতিরে—"

মিঃ মসারিনের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের আদরিণী রূপসী গৃহিনী সান্ধ্য ভ্রমণের পরিচ্ছদে দ্রুতপদে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার অতর্কিত আবির্ভাবে মিঃ মসারিনের ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইল; তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল! সেদিন বার্থাকে মূল্যবান্ সুদৃশ্য পরিচ্ছদে বড়ই সুন্দরী দেখাইতেছিল। বার্থা আকর্ণবিশ্রান্ত সুনীল নেত্রে একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সবিস্ময়ে তাহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "রবার্ট, ব্যাপারখানা কি?"

মিঃ মসারিন্ ভগ্নস্বরে বলিলেন, "সে কথা তুমি পরে জানিতে পারিবে, আপাততঃ তুমি তোমার ঘরে যাও।"

বার্থা বলিল, "না, সকল কথা এখনই আমাকে বল।"

মিঃ মসারিন্ ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন, "সে সকল কথা শুনিয়া তোমার কোন লাভ নাই, কেবল মনে কষ্ট পাইবে বই ত নয়।"

বার্থা বলিল, "মনে কষ্ট পাইব, এমন কি কথা রবার্ট? আমার বড় কৌতুহল হইতেছে; এই মুহূর্ত্তেই আমি সকল কথা শুনিতে চাই?"

মিঃ মসারিন্ জড়িত স্বরে বলিলেন, "আমার পুত্রের প্রতি আমি বড়ই অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তোমার পুত্র কন্‌রাড্ই তোমার অলঙ্কারগুলি চুরি করিয়াছিল; আমার চেক্‌ও সে-ই জাল করিয়াছে।"

এইকথা শুনিবামাত্র বার্থার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল; সে সবিস্ময়ে বলিল, "কন্‌রাড্ চোর! কন্‌রাড্ জালিয়াৎ! রবার্ট তুমি কি পাগল হইয়াছ?"

মিঃ মসারিন্ বলিলেন, "বার্থা, কি করিব বল? অকাট্য প্রমাণ ত আমি অবিশ্বাস করিতে পারি না। এই মর্ম্মান্তিক সংবাদে তোমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে মনে করিয়াই আমি অধিকতর দুঃখিত হইয়াছি; কিন্তু যাহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা তোমাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে। অন্য কোন উপায় নাই, বার্থা।—এই যে ভদ্রলোককে দেখিতেছ, ইঁহার নাম মিঃ রবার্ট ব্লেক; ইনি ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ্। কন্‌রাডের অপরাধের যে সকল প্রমাণ ইনি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।"

বার্থা সক্রোধে বলিল, "তা হউন উনি ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ, তাই বলিয়া কি আমার কথা অপেক্ষা উঁহার কথা তুমি অধিক বিশ্বাস-যোগ্য মনে করিবে? আমি বলিতেছি, আমার পুত্র নিরপরাধ?"

মিঃ মসারিন্ হতাশভাবে বলিলেন, "অসম্ভব বার্থা, অসম্ভব! তোমার কথা বিশ্বাস করিবার পথ থাকিলে কখনই তাহা অবিশ্বাস করিতাম না। কন্‌রাডের শয্যার উপর যে গিনিগুলি রহিয়াছে, উহা জাল-চেক্ ভাঙ্গাইয়া কন্‌রাড্‌ই লইয়া আসিয়া মেঝের নীচে লুকাইয়া রাখিয়াছিল; খানা-তল্লাসিতে তাহা বাহির হইয়াছে।"

বার্থা উত্তেজিত স্বরে বলিল, "ইহা তোমারই পুত্রের কর্ম্ম! সে কত বড় শয়তান, তাহা ত তোমার জানিতে বাকী নাই।"

মিঃ মসারিন্ বলিলেন, "না, এ কাজ নিজেলের নহে; আর কেবল এই একটিমাত্র প্রমাণে নির্ভর করিয়াই কন্‌রাড্‌কে অপরাধী মনে করি নাই; তাহার বিরুদ্ধে অন্য প্রমাণও আছে। তোমার অলঙ্কার-

গুলি চুরি করিয়া, সে পারিস্ নামক একটি লোকের নিকট বিক্রয় করিয়াছে; একথা পারিস্ স্বয়ং স্বীকার করিয়াছে।”

বার্থা বলিল, “ইহাও নিজেলের ষড়যন্ত্র! তাহার চাতুরী বুঝিতে পার, এত বুদ্ধি তোমার ঘটে নাই। রবার্ট, আমি এ সকল কথা বিশ্বাস করি না; তোমার হৃদয়ে স্নেহ মমতা থাকিলে তুমিও বিশ্বাস করিতে পারিতে না।”

মিঃ মসারিন্ বলিলেন, “বার্থা, তোমার এ অন্যায় অভিমান! পরমেশ্বর জানেন, নিতান্ত নিরুপায় না হইলে আমি তোমার মনে কষ্ট দিতাম না। আর এ সকল কথা এখন তোমার নিকট গোপন রাখিলেও দুই দিন পরে তাহা তোমার কর্ণগোচর হইত।—এমন গুরুতর বিষয় তোমার অগোচর থাকিবার সম্ভাবনা নাই।”

বার্থা মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীর ন্যায় ভঙ্গী করিয়া তাহার পুত্রকে বলিল, “কন্‌রাড্, আমি এ কি কথা শুনিতেছি! এ সকল কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? তুমি কথা কহিতেছ না কেন? তোমাকে এরূপ হতভম্ব দেখিতেছি কেন?—তবে কি তুমি সত্যই অপরাধী?”

কন্‌রাড্ মস্তক অবনত করিয়া বলিল, “হাঁ মা! আমি সত্যই অপরাধী। আমার অপরাধ আর অস্বীকার করিয়া ফল নাই।”

বার্থা এই কথা শ্রবণ করিয়া উভয় হস্তে বক্ষস্থল চাপিয়া ধরিয়া ভগ্নস্বরে বলিল, “কন্‌রাড্, তুমি চোর, তুমি জালিয়াৎ?—ওঃ তুমি আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিলে!”

কন্‌রাড্ বলিল, “মা, যাহা হইয়াছে সেজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত; লজ্জায় আমি মুখ তুলিতে পারিতেছি না। আমার বয়স অল্প, প্রলোভন সংবরণ করিতে পারি নাই; সেইজন্য চুরি করিয়াছি, জাল করিয়াছি। তোমার স্বামী আমার পিতৃ-স্থানীয়, তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।”

বার্থা বলিল, "বৎস ! তুমি যখন অনুতপ্ত হইয়াছ, তখন তোমার পিতা তোমার অপরাধ নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবেন ; অন্ততঃ, আমার মুখ চাহিয়াও তিনি এ সকল কথা ভুলিয়া যাইবেন ।—কেমন রবার্ট, আমার আব্‌দার কি তুমি রক্ষা করিবেনা ?"

কিন্তু মিঃ মসারিন্ কন্‌রাডের নীচতায় এতই ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, কুহকিনী পত্নীর আব্‌দারও তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না ; তিনি ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "বার্থা, ক্ষমার কথা আর মুখে আনিও না । আমি আপনাকে মার্জ্জনা করিতে পারিলে হয় ত তোমার পুত্রকেও মার্জ্জনা করিতাম ; কিন্তু আমি আমার হতভাগ্য পুত্র নিজেলের প্রতি যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছি, তাহার মার্জ্জনা নাই ; তোমার পুত্রকেও মার্জ্জনা করিবার আমার অধিকার নাই । আমার অন্যায় ব্যবহারে নিজেল্ আজ গৃহহীন, অনাথ ; সে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে, পুত্র-স্নেহে অন্ধ হইয়া, বার্থা, তুমি কি আজ সে কথা বিস্মৃত হইতেছ ? ভাবিয়া দেখ, কন্‌রাডের অপরাধ কিরূপ গুরুতর, সে নিজে চুরি করিয়া, জাল করিয়া সেই কলঙ্কের বোঝা নিজেলের স্কন্ধে চাপাইয়াছে ।—যাহা হউক, তোমার অনুরোধে আমি এইটুকু করিতে পারি যে, উহাকে কারাগারে পাঠাইব না ।"

বার্থা উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কারাগারে পাঠাইবে ? আমি জীবিত থাকিতে আমার পুত্র কারাগারে যাইবে ?—অসম্ভব !"

মিঃ মসারিন্ ধীরস্বরে বলিলেন, "বার্থা, অনর্থক উত্তেজিত হইতেছ । আমি ত বলিয়াছি, উহাকে কারাগারে যাইতে হইবে না ; কিন্তু আমার গৃহে আর উহার স্থান নাই । ভবিষ্যতে আমি উহার মুখ দর্শন করিব না ।"

স্বামীর কথা শুনিয়া বার্থার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল ; সে কাতর

ভাবে বলিল, "কি নিষ্ঠুর! তুমি কি অবশেষে উহাকে পথের ভিখারী করিবে?"

মিঃ মসারিন্ বলিলেন, "না বার্থা! উহাকে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইবে না; আমি উহাকে সপ্তাহে ৩০৲ টাকা বৃত্তি দিব।"

বার্থা বলিল, "সপ্তাহে ত্রিশ টাকা বৃত্তিতে কি হইবে? কনা এতদিন অতুল ঐশ্বর্য্যে প্রতিপালিত হইয়াছে, সে কথা কি ভুলিয়া যাইতেছ?"

মিঃ মসারিন্ বলিলেন, "আমার পুত্র নিজেল্‌ও আজীবন অতুল ঐশ্বর্য্যে প্রতিপালিত হইয়াছিল; তাহাকে আমি অন্যায় করিয়া গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়াছি, তাহাকে এক পেনীও দিই নাই। ক্ষুধার জ্বালায় সে অন্তের দ্বারস্থ হইয়াছে, তাহা শুনিয়াও আমার হৃদয় বিচলিত হয় নাই! অপরাধী দণ্ডিত হয়, ইহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত। তাঁহার অভিপ্রায় ব্যর্থ করি, আমার এরূপ শক্তি নাই; তথাপি তোমার অনুরোধে তোমার পুত্রের প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রদর্শন করিতেছি।"

এবার বার্থা এসেন্স-সুবাসিত রুমালখানিতে উভয় চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া নীরবে রোদন করিল; তাহার পর রুমালে চক্ষু মুছিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া অনুনয়পূর্ণ স্বরে বলিল, "আমার হতভাগ্য পুত্রকে ক্ষমা কর; আমি নতজানু হইয়া তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাহিতেছি।"

মিঃ মসারিন্ বলিলেন, "তোমার পুত্র দয়ার অযোগ্য; তথাপি তাহার প্রতি যে দয়া প্রদর্শন করিলাম, তাহাতেই তোমার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।"

বার্থা বলিল, "তবে কি সত্যই তুমি আমার পুত্রকে তোমার গৃহ হইতে বিতাড়িত করিবে?"

মিঃ মসারিন্ বলিলেন, "হাঁ বার্থা, তাহা করিতেই হইবে; আমার গৃহে আর তাহার স্থান নাই।—ইহাই আমার শেষ কথা।"

বার্থা বলিল, "তুমি মনে করিও না, আমার প্রিয়তম পুত্রকে পথের

ভিখারী করিয়া আমি তোমার গৃহে সুখভোগ করিব। তোমার গৃহে যদি আমার পুত্রের স্থান না হয়, তবে আমারও স্থান হইবে না; কন্‌রাডের সঙ্গে সঙ্গে আমিও তোমার গৃহ ত্যাগ করিব।"

মিঃ নসারিন্‌ পত্নীর এই কথা শ্রবণ করিয়া হতবুদ্ধি হইলেন; সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি বলিতেছ কি! আমাকে তুমি পরিত্যাগ করিবে? না, না ইহা অসম্ভব।"

বার্থা দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আমার পুত্রের সঙ্গেই আমি তোমার গৃহ ত্যাগ করিব। দেখি, তাহাতে তোমার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হয় কি না।"

মিঃ নসারিন্‌ বলিলেন, "বার্থা, তোমার হৃদয়ে কি মায়া-মমতা নাই? আমি তোমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসি; কি করিয়া তুমি এমন মর্ম্মভেদী কথা মুখে আনিলে? আমি স্বীকার করি পুত্রকে ত্যাগ করিতে তোমার হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিবে; কিন্তু আমার স্নেহে, যত্নে, প্রেমে, ও আদরে তুমি সেই আঘাত সহ্য করিতে পারিবে।"

বার্থা দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, রবার্ট! আমি সঙ্কল্প স্থির করিয়াছি, কন্‌রাড্‌ তোমার গৃহ ত্যাগ করিলে আমিও গৃহত্যাগিণী হইব; যদি আমাকে রাখিতে চাও, তবে আমার পুত্রকেও তোমার গৃহে স্থান দিতে হইবে। একজনকে রাখিয়া আর একজনকে তাড়াইতে পারিবে না।

পত্নীর কথা শুনিয়া স্ত্রৈণ বৃদ্ধ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। শ্রাদ্ধ এতদূর গড়াইবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই; কিন্তু তিনি যতই স্ত্রৈণ হউন, কন্‌রাডের অপরাধ ক্ষমা করা তিনি অসম্ভব মনে করিলেন; সুতরাং স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই আশঙ্কায় তিনি অত্যন্ত কাতর হইলেন। তাঁহার কাতরতা দেখিয়া মিঃ ব্লেক অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে জর্ম্মানীর সেই রূপসী কুহকিনীর প্রতি ক্রোধ

ও বিরাগে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি নীরব ছিলেন; অতঃপর আর কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক নীরস স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "মিঃ মসারিন্, মাতা ও পুত্র উভয়কেই ত্যাগ করা আপনার পক্ষে কল্যাণজনক; ইহারা উভয়েই সমান অপরাধী, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আপনি মনে করিবেন না, জননীর অজ্ঞাতসারে দুঃশীল পুত্র এই কার্য্য করিতে সাহস করিয়াছে।—কন্‌রাড্ আপনার স্ত্রীর অলঙ্কার চুরি করিয়াছে, আপনার স্ত্রী ইহা জানিতেন না, এরূপ মনে করিবেন না।

মিঃ মসারিন্ অত্যন্ত বিরক্তভাবে বলিলেন, "মহাশয়, আমার স্ত্রীকে এই অপরাধের সহিত জড়াইবেন না, ইহাতে তাঁহার কি স্বার্থ?"

মিঃ ব্লেক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কি স্বার্থ, তাহা শুনিতে চান্?—আপনি আপনার একমাত্র পুত্রকে ত্যাগ করিয়াছেন, আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করিয়াছেন; এ অবস্থায় আপনার পত্নীই কি আপনার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী নহেন? সুতরাং বলা বাহুল্য, ভবিষ্যতে এ সম্পত্তি কন্‌রাডেরই অধিকারে আসিবে। এই জন্যই আপনার স্ত্রী আপনার পুত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন — এমন সহজ কথা আপনি এতদিন বুঝিতে পারেন নাই, ইহাই আশ্চর্য্য!"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া বার্থা সক্রোধে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; তাহার বিস্ফারিত সুনীল নেত্র হইতে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হইতে লাগিল, সে আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারিল না; কুহকিনীর রাক্ষসী-প্রকৃতি মুহূর্ত্তে আত্মপ্রকাশ করিল। সে সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ভণ্ড গোয়েন্দা! তুমি যে কথা বলিতেছ, আমি তাহা অস্বীকার করি না। ভয়?—কাহার ভয় করিব? জর্ম্মানের মেয়ে কাহাকেও ভয় করে না। আমার মোহান্ধ স্বামী আমার মনের কথা

জানিতে পারিবে, এজন্য আমি কিছু মাত্র দুঃখিত নহি; আমি সত্যই উহার অপদার্থ পুত্রকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া আমার পুত্রকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিবার জন্য জননীর যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিয়াছি; এ কথা স্বীকার করিতে আমার কিছুমাত্র লজ্জা বা কুণ্ঠা নাই। মোহান্ধ, রূপমুগ্ধ, কামুক, বৃদ্ধ! যদি তোমার সাধ্য থাকে, আমাদের উভয়কে কারাগারে প্রেরণ কর। জগতের লোক তোমার এই নূতন কীর্ত্তি-গাথা শ্রবণ করিয়া তোমার প্রশংসা কীর্ত্তন করুক! আজ আর আমি কোনও কথা গোপন করিব না; তুমি মনে করিও না—তোমার রূপে, তোমার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম।—তোমার বিস্তর টাকা আছে, সেই টাকার খাতিরে তোমাকে বিবাহ করিয়াছি; নতুবা তোমার মত কুরূপ অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ ইংরাজকে আমার ন্যায় রূপবতী জর্ম্মান-যুবতী বিবাহ করে? রূপে মুগ্ধ না হইলে অনেক পূর্ব্বেই একথা বুঝিতে পারিতে; তোমার প্রণয়ে আমি জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছি; তোমার মুখ দেখিতেও আমার ইচ্ছা হয় না, তোমার স্পর্শ আমার অসহ্য; আমি তোমাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি!—মনে করিয়াছিলাম, আর যে কয়দিন তুমি বাঁচিয়া থাকিবে, এ সকল কথা বলিয়া তোমার মনে আর কষ্ট দিব না; তোমার মৃত্যুর পর ভিন্ন আমার ভোগ-সুখের আরম্ভ হইবে না; কিন্তু আমি তোমার মৃত্যু পর্য্যন্ত বিলম্ব করিতে পারিলাম না। তোমার ঘৃণিত ব্যবহারে বাধ্য হইয়াই আজ আমাকে আমার মনের কথা প্রকাশ করিতে হইল।”

কুহকিনী জর্ম্মান-রমণীর কথা শুনিয়া তাহার হতভাগ্য স্বামী কিয়ৎকাল স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন; তাহার হৃদয় যে এরূপ পৈশাচিকতায় পূর্ণ; সে যে কেবল অর্থলোভেই তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিল; এ সন্দেহ কোনও দিন তাঁহার মনে স্থান পায় নাই;

কিন্তু আজ তাহার স্পষ্ট কথা শুনিয়া তাঁহার মোহ দূর হইল ; এবং এতদিন পর্য্যন্ত দুঃশীলা পত্নীর কপট ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় অনুশোচনায় পূর্ণ হইল। বিবাহের সময় হইতে তিনি যে স্ত্রীকে প্রাণের অধিক ভালবাসিয়া আসিয়াছেন, যাহাকে তিনি চক্ষুর অন্তরালে যাইতে দিতেন না, যাহার ক্ষণিক বিরহ তাঁহার অসহ্য বোধ হইত, আজ তাহার রাক্ষসী প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় পাইয়া তাঁহার হৃদয়নিহিত সেই স্নেহ, প্রেম, অনুরাগ মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল ; প্রেমের পরিবর্ত্তে নিদারুণ ঘৃণা ও ক্রোধ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল।

মিঃ মসারিন্ ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিলেন, "পিশাচি, এতদিনে তোমার প্রকৃত পরিচয় পাইলাম ! তুমি কিরূপ জঘন্য প্রকৃতির স্ত্রীলোক, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ, এতদিনে আমার মোহ দূর হইল। সত্যই আমি রূপমুগ্ধ ইন্দ্রিয়পরায়ণ অপদার্থ বৃদ্ধ ; নতুবা আমার পতিপ্রাণা সাধ্বী পত্নীর পরলোক-গমনের পর এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার ন্যায় বিদেশিনীর ছলনায় মুগ্ধ হইব কেন ? আমার নিরপরাধ প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিব কেন ? রাক্ষসী, তোর ও তোর পুত্রের ষড়যন্ত্রেই আজ নিজেল্ পথের ভিখারী ; মোহান্ধ আমি, মুহূর্ত্তের জন্য এই ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারি নাই ! যাহা হউক, আমার আর কোনও কথা বলিবার নাই ; আমার আদেশ, তুই তোর পুত্রকে লইয়া একঘণ্টার মধ্যে আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যা, এ গৃহে আর কখনও প্রবেশ করিতে পাইবি না।"

বার্থা শুষ্ক হাস্যে উত্তর করিল, "আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই তোমার এই অভিশপ্ত গৃহ ত্যাগ করিব, তোমার সহিত একত্র বাস আমারও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে ; আমি আমার পুত্রকে লইয়া আমার স্বদেশ

জর্ম্মানীতে প্রত্যাগমন করিব। পৃথিবীতে যদি ভদ্রলোকের বাসের উপযুক্ত কোন দেশ থাকে, তবে জর্ম্মানীই সেই দেশ।—এ দেশ ভদ্র-লোকের বাসের অযোগ্য।"

মিঃ মসারিন্ বলিলেন, "তুমি পুত্রসহ সেই ভদ্রলোকের দেশেই যাও, আমি তোমাকে কিছু কিছু মাসোহারা পাঠাইয়া দিব।"

বার্থা বলিল, "তুমি কি ইচ্ছা করিয়া দিবে? আইনানুসারে তাহা তুমি দিতে বাধ্য। তুমি যাহা দিবে, তাহা অনুগ্রহের দান নহে, আমার ন্যায্য প্রাপ্য। আমি এখানে যেরূপ সুখ সচ্ছন্দে ও আড়ম্বরে বাস করিতাম, আমার স্বদেশেও সেইভাবে বাস করিব। সেজন্য যাহা ব্যয় হইবে, তাহা সমস্তই তোমাকে বহন করিতে হইবে।"

মিঃ মসারিন্ বলিলেন, "তাহাই তুমি পাইবে, এজন্য তোমাকে আর কিছু বলিতে হইবে না।"

মিঃ ব্লেক মসারিন্‌কে বলিলেন, "আসুন মহাশয়, আমরা এই কক্ষ ত্যাগ করি।"

মিঃ মসারিন্ ব্লেকের সহিত সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিম্ন-তলে তাঁহার লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিলেন; যাইবার সময় তিনি বার্থার নিকট বিদায় পর্য্যন্ত চাহিলেন না; মাতা ও পুত্র রোষ-প্রদীপ্ত নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিল।

মিঃ মসারিন্ লাইব্রেরী-কক্ষে প্রবেশ করিয়া হতাশভাবে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, এবং উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে মিঃ ব্লেকের হাত ধরিয়া বলিলেন, "আমি আমার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড লাভ করি-য়াছি; স্ত্রৈণ বৃদ্ধের এই দশাই ঘটিয়া থাকে! মিঃ ব্লেক, আপনি দয়া করিয়া আমার নিজেলকে আনিয়া দিন্। সে আমার দুর্ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া বলিয়া গিয়াছে, আর কখনও আমার গৃহে পদার্পণ করিবে

না; যে উপায়ে হউক, আপনি তাহাকে লইয়া আসুন। আমি পিতা, সে পুত্র; আমি তাহার সম্মুখে জানু নত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, সে আমার অপরাধ মার্জ্জনা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। আমি মাতৃহীন সংসারজ্ঞান-বিরহিত শিশুর প্রতি কি কঠোর ব্যবহার করিয়াছি! আমি লক্ষপতি, আর সে পথের ভিখারী; অন্যের দাসত্ব করিয়া তাহাকে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইতেছে!—ঘৃণায়, লজ্জায়, অনুতাপে আমার মাথা মাটীতে মিলিয়া গিয়াছে।"

বৃদ্ধ আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না, বাষ্পাবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল, অশ্রুরাশিতে তাঁহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইল; তিনি উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

এই করুণ দৃশ্য দর্শনে মিঃ ব্লেকের হৃদয় ব্যথিত হইল; তিনি সহানুভূতিভরে বলিলেন, "মহাশয়, শান্ত হউন; আমি অঙ্গীকার করিতেছি, আপনার পুত্রকে আপনার নিকট লইয়া আসিব। তাহার সহিত আপনার পুনর্ম্মিলন হইবে সন্দেহ নাই; আপনি অধীর হইবেন না।"

* * * * *

সেই দিন সন্ধ্যাকালে দুঃশীলা কুহকিনী বার্থা তাহার পুত্র কন্‌রাড্ মোরিজকে লইয়া স্বামীগৃহ ত্যাগ করিল।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই মিঃ ব্লেক, নিজেলকে সঙ্গে লইয়া মিঃ মসারিনের অট্টালিকায় উপস্থিত হইলেন; নিজেলের অসময়ের বন্ধু স্মিথও তাঁহাদের সঙ্গে আসিল। দীর্ঘকাল পরে প্রিয়তম পুত্রকে গৃহে ফিরিতে দেখিয়া মিঃ মসারিনের আনন্দের সীমা রহিল না। মিঃ মসারিনের দাস-

দাসীগণ নিজেলের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। মিঃ মসারিনের প্রাসাদ-তুল্য ভবনে আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল ; উৎসবে আনন্দে সে রাত্রে কাহারও নিদ্রাকর্ষণ হইল না। আনন্দোৎসবের অবসানে পরদিন প্রভাতে মিঃ ব্লেক ও স্মিথ পিতা-পুত্রের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ভগবানের অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিধানে এইরূপে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় হইল।

সমর-তরঙ্গ

সমর-তরঙ্গ

("জর্ম্মানীর কুহকিনী"র উপসংহার)

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুহকিনী বার্থা তাহার প্রথম স্বামীর ঔরসজাত পুত্র কনরাড্ মোরিজ-সহ জর্ম্মানীতে প্রত্যাগমনের পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে।

বৃদ্ধ ধনকুবের মিঃ মসারিন্ এই দীর্ঘ কালের মধ্যে তাহাদের কোনও সংবাদ জানিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি প্রতিমাসেই নিয়মিতরূপে বার্থার নিকট নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার এটর্ণির আফিস হইতে এই বৃত্তি প্রেরিত হইত; বার্থা রসীদ দিয়া টাকা লইত। সেই সকল রসীদের স্বাক্ষর দেখিয়া মিঃ মসারিন্ বুঝিতে পারিতেন—বার্থা জীবিতা আছে।

এই পাঁচ বৎসর পরে ইংলণ্ড জর্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন; ইংলণ্ডের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, প্রতি পল্লীতে রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। ইংলণ্ডের জনসাধারণ স্বদেশের স্বাধীনতা ও গৌরব রক্ষার জন্য সিংহ-লাঞ্ছিত জাতীয় পতাকা-মূলে সমবেত হইল। অস্ত্রের ঝন্-ঝনায়, দেশব্যাপী অনলের লোল-জিহ্বায়, সহস্র সহস্র কামান বন্দুক ও বোমার বজ্রনাদে ইংলণ্ডের জল ও স্থল, এমন কি, গগন পবন পর্য্যন্ত ভীষণ অবস্থা ধারণ

করিল! প্রতিদিন যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সহস্র সহস্র বীর পুরুষ স্বদেশের গৌরব রক্ষার্থ অম্লানবদনে হৃদয়-শোণিত নিঃসারিত করিতে লাগিলেন। সৃষ্টির আরম্ভ কাল হইতে একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এরূপ ধন-জনক্ষয়কর ভীষণ সমর-তরঙ্গ প্রবাহিত হয় নাই; সমগ্র ইউরোপে মহাপ্রলয়ের সূচনা সন্দর্শন করিয়া পৃথিবীর লোক ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল! ইউরোপীয় রাজন্যগণের মস্তক হইতে রত্নময় মুকুট স্খলিত হইবার উপক্রম হইল; তাঁহাদের রাজ-সিংহাসন মুহুর্মুহু বিকম্পিত হইতে লাগিল; শোণিতরঞ্জিত মৃত্যু-তরঙ্গে বিভিন্ন রাজ্য প্লাবিত হইতে লাগিল; এবং ইউরোপের ভাগ্য-গগন নিবিড় অন্ধকার-যবনিকায় সমাচ্ছন্ন হইল। মহাপরাক্রান্ত ইংলণ্ড স্পর্দ্ধিত দানবের ন্যায় গর্ব্বোন্মত্ত, উদ্ধত, টিউটন্ জাতির মহাপ্লাবন হইতে ইউরোপকে রক্ষা করিবার জন্য যে বিরাট আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা দেখিয়া সমগ্র ইউরোপ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে প্রশংসমান হৃদয়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

জর্ম্মান সম্রাট মহাপরাক্রান্ত কৈসার দ্বিতীয় উইলিয়ামের প্রচণ্ড আক্রমণে সভ্যতা ও স্বাধীনতার লীলা-নিকেতন, জ্ঞান বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্পের প্রসূতি বেলজিয়ম ও ফ্রান্সকে বিপন্ন দেখিয়া ইংলণ্ড সৈন্য দ্বারা, অর্থ দ্বারা, এবং বহুবিধ যুদ্ধোপকরণ দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই কার্য্যে প্রতিদিন ইংলণ্ডের যে বিপুল অর্থব্যয় হইতে লাগিল, ইংলণ্ড-বাসীকে যেরূপ স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইল, সংবাদপত্রের পাঠকগণের তাহা অবিদিত নহে; কিন্তু ইংলণ্ডের প্রত্যেক নরনারী অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য মনে করিয়া বিনা-প্রতিবাদে অকুণ্ঠিত চিত্তে এই প্রকার অসাধারণ স্বার্থত্যাগে প্রবৃত্ত হইল। প্রাণ অপেক্ষা মানকে অগ্রগণ্য মনে করিয়া, জাতীয় মান-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য প্রত্যেক ইংরাজ যে ভাবে বিপদের মুখে অগ্রসর হইলেন, তাহা চক্ষে না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা-কঠিন। ইংরাজ-রাজধানী লণ্ডন-

নগরী রাত্রিকালে তিমিরাবগুণ্ঠন ধারণ করিলেও নগরের কাজ-কর্ম্ম সমভাবে চলিতে লাগিল। এই ভীষণ সংঘর্ষণে কাহাকেও ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত দেখা গেল না; কেহই নিরুৎসাহ হইল না। দিনের পর দিন সহস্র সহস্র সৈন্যপূর্ণ, যুদ্ধাস্ত্রপূর্ণ জলযানসমূহ সমুদ্রের ঈশ্বরী ইংলণ্ডের উপকূল হইতে উপসাগর অতিক্রম পূর্ব্বক জর্ম্মান কর্ত্তৃক আক্রান্ত বিপন্ন রাজ্য-দ্বয়ের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল; এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও বন্দী সৈন্যগণ দলে দলে লণ্ডনে প্রেরিত হইতে লাগিল। কিছু দিনের মধ্যেই লণ্ডনের অসংখ্য হাসপাতাল এবং সুবিস্তীর্ণ "সুশ্রূষালয়" সমূহ আহত সৈন্যমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ হইল; এবং যে সকল স্বদেশ-বৎসল সাহসী ইংরাজ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল, আহত হইয়াও তাহারা স্বদেশের কল্যাণ কামনায় জীবন উৎসর্গের সঙ্কল্প ত্যাগ করিল না; তাহাদের আশা, ক্ষত আরোগ্য হইলে সুস্থ হইয়া তাহারা পুনর্ব্বার সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবে।—লণ্ডনের পথে, ঘাটে, হাটে, মাঠে সর্ব্বত্রই 'খাকি' পরিচ্ছদধারী সৈন্যমণ্ডলীর সমাবেশ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।

এই ভীষণ যুদ্ধারম্ভের সাত মাস পরে, গত মার্চ্চ মাসের প্রারম্ভে একদিন প্রভাতে লণ্ডনস্থ ওয়াটার্লু ষ্টেশনের একটি প্ল্যাটফর্ম্মে সৈন্যপূর্ণ একখানি ট্রেণ দণ্ডায়মান ছিল। তখন সবেমাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে; কিন্তু প্রভাতারুণের কনক-কান্তি দুর্ভেদ্য কুজ্ঝটিকাজাল বিদীর্ণ করিয়া তখন পর্য্যন্ত নগরের গগন-স্পর্শী হর্ম্ম্যরাজির শীর্ষদেশ চুম্বন করিতে সমর্থ হয় নাই। এই সময়ে ওয়াটার্লু ষ্টেশনের পূর্ব্বোক্ত প্ল্যাটফর্ম্মে '৯নং ড্রাগুণ গার্ড' নামক সৈন্যদলের পরিচ্ছদ-সজ্জিত একটি ইংরাজ যুবক একটি নবীনা যুবতীর সহিত নিম্নস্বরে আলাপ করিতেছিল। যুবতীর বয়ঃক্রম কুড়ি বৎসরের অধিক নহে; যুবকের বয়স ২৫।২৬ হইবে। যুবক যেমন রূপবান, যুবতীও সেইরূপ অতুলনীয়া রূপসী; তাহার প্রশান্ত সুনীল নয়নে স্নেহ

প্রেম ও সহানুভূতি পরিস্ফুট; তাহার শিরোদেশে স্বর্ণাভ কেশরাশির উপর একটি সুদৃশ্য মস্তকাবরণ; তাহা এই সুন্দরীর অপরূপ রূপ-লাবণ্য সমধিক বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

এই যুবক আমাদের পূর্ব্বপরিচিত নিজেল্ মসারিন্। নিজেল্ যুদ্ধারম্ভের পর কিছুকাল যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ৯ নং ড্রাগুণ গার্ড সৈন্য-দলে একটি লেপ্টেনাণ্টের পদ লাভ করিয়াছিল। যাহার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য, সে যে, অর্থোপার্জ্জনের আশায় এই চাকরী গ্রহণ করে নাই, একথা বলা বাহুল্য মাত্র; স্বদেশ-প্রেমে উৎসাহিত হইয়া অন্যান্য স্বদেশভক্ত ইংরাজ যুবকের ন্যায় নিজেল্ও মাতৃভূমির সম্মান রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিতেছিল। তাহার বাগ্‌দত্তা পত্নী পলিন্ ক্লেয়ার ওয়াটার্লু ষ্টেসনে তাহাকে বিদায় দান করিতে আসিয়াছিল।—পলিন্ পিতৃ-মাতৃহীনা যুবতী; তাহার পিতা যে সামান্য সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতে সে বার্ষিক দেড়হাজার টাকা বৃত্তি পাইত; ইহাতেই তাহার ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। পিতৃগৃহে পুরুষ অভিভাবক কেহ না থাকায় সে তাহার মাসীর গৃহে বাস করিত। মাসীর অবস্থা সচ্ছল ছিল; সুতরাং পলিন্কে অর্থাভাবে কোনও দিন কষ্ট পাইতে হয় নাই। প্রিয়তমকে বিদায় দান করিতে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল; কিন্তু স্বদেশের মুখ চাহিয়া সে এই কষ্টকে কষ্ট মনে করিল না।

পলিন্ সহাস্য মুখে নিজেল্কে বলিল, "তুমি স্বদেশের কল্যাণ সাধনের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেছ, ইহাতে আমি গৌরব অনুভব করিতেছি। যে স্বদেশ-হিতের জন্য সৈন্যদলে প্রবেশ করে, তাঁহার জীবন সার্থক। কত মহৎহৃদয়া রমণী সংসারের সুখ পরিত্যাগ করিয়া আহত সৈন্যগণের পরিচর্য্যার জন্য দেশত্যাগ করিয়াছেন; আমার ইচ্ছা, আমিও তাঁহাদের দলে যোগদান করি।"

নিজেল্ বলিল, "প্রিয়তমে, গৃহেই তোমার কাজ পড়িয়া আছে; আমার বৃদ্ধ পিতার আর কেহ নাই; আমাকে বিদায় দান করিতে তাঁহার কি কষ্ট হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। তুমি সর্ব্বদা তাঁহার নিকট যাইবে, তাঁহাকে সান্ত্বনাদানের চেষ্টা করিবে।"

পলিন্ বলিল, "হাঁ, আমি নিশ্চয়ই যাইব; দিবসের অধিকাংশ সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিয়া, তাঁহার মন যাহাতে ভাল থাকে তাহার চেষ্টা করিব।"

নিজেল্ বলিল, "আমাদের অন্ধকার গৃহে তুমি দীপালোকের মত হইয়া থাকিবে; তুমি সর্ব্বদা নিকটে থাকিলে আমার পিতা আমার অদর্শনে তেমন কষ্ট পাইবেন না।"

পলিন্ বলিল, "সে কথা বলা যায় না, তোমাকে না দেখিয়া আমাদের উভয়েরই মনে অত্যন্ত কষ্ট হইবে; তুমি এখনও বিদেশে যাত্রা কর নাই, তথাপি আমি সেই কষ্টের গুরুত্ব বুঝিতে পারিতেছি।"

নিজেল্ বলিল, "আমি সুবিধা পাইলেই তোমাকে পত্র লিখিব; তুমি মনে দুশ্চিন্তাকে স্থান দিও না, পরমেশ্বর করুন—যেন শত্রু দমন করিয়া আমরা অবিলম্বে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারি। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে বিবাহ করিব, আর তোমাকে ত্যাগ করিব না। মিলনের সেই নিবিড় আনন্দে বর্ত্তমানের দুঃসহ বিরহ-যন্ত্রণা আমরা ভুলিয়া যাইব।"

পলিন্ বলিল, "আমি প্রফুল্ল থাকিতে যথা সাধ্য চেষ্টা করিব, উদ্বেগে অধীর হইব না। পরমেশ্বর তোমাকে নিরাপদে দেশে ফিরাইয়া আনুন।"

ট্রেণ ছাড়িবার সময় হইয়াছিল, হঠাৎ বংশীধ্বনি হইল; রেলের

কর্ম্মচারীরা গাড়ীর দরজাগুলি বন্ধ করিতে লাগিল। নিজেল্ বিষণ্ণ বদনে তাহার প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া তাহার মুখ চুম্বন পূর্ব্বক ট্রেণে উঠিল।

পলিন্ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "বিদায় নিজেল্!"

নিজেল্ বলিল, "বিদায় প্রিয়তমে! পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।"

ট্রেণখানি বহুসংখ্যক স্বদেশ-প্রেমিক সৈন্য বক্ষে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। নিজেল্ বাতায়ন হইতে মুখ বাহির করিয়া যতক্ষণ পারিল, প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে দণ্ডায়মানা পলিনের দিকে চাহিয়া রহিল; উচ্ছ্বসিত অশ্রু-ধারে পলিনের উভয় গণ্ড প্লাবিত হইল। সে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে গতিশীল ট্রেণের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে যখন ট্রেণখানি তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিল, তখন সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "পরমেশ্বর, তুমি শীঘ্র আমার প্রিয়তমকে আমার নিকট আনিয়া দিও; তাহার বিরহ আমার অসহ্য!"

পলিন্ ধীরে ধীরে ষ্টেশন পরিত্যাগ করিল।

পলিনের মাসী হাইড পার্কের কোণে পণ্ট ষ্ট্রীটে বাস করিতেন; পলিন্ ষ্টেশনের বাহিরে একখানি মোটর গাড়ীতে উঠিয়া মাসীর বাড়ী না গিয়া বকিংহাম্ গেটে মিঃ মসারিনের গৃহে যাত্রা করিল।

মিঃ মসারিন্ এই পাঁচ বৎসরে অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মাথার একগাছি কেশও কাল ছিল না; গোঁফ্‌গুলি সমস্তই পাকিয়া গিয়াছিল। কয়েক বৎসর হইতেই তাঁহার কাজ-কর্ম্ম করিবার শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল; সুতরাং তিনি তাঁহার বিশ্বাসী ম্যানেজারের হস্তে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সকল ভার সমর্পণ করিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছিলেন। বিশেষ আবশ্যক না হইলে তিনি তাঁহার ম্যানেজারের

কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপণ করিতেন না। বিশেষতঃ, কিছুদিন হইতে বাতের বেদনায় তাঁহার উত্থান-শক্তি রহিত হইয়াছিল; এই জন্যই তিনি পুত্রকে বিদায়দান করিতে ওয়াটার্লু ষ্টেশনে যাইতে পারেন নাই; তিনি তাঁহার লাইব্রেরী-কক্ষে একখানি প্রকাণ্ড চেয়ারে বসিয়া পুত্রের কথা চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় পলিন্ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পলিনের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তখনও তাহার চক্ষু অশ্রু-সিক্ত রহিয়াছে। তিনি সস্নেহে পলিন্‌কে তাঁহার ক্রোড়ের নিকট টানিয়া লইয়া সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "তুমি দুঃখে অধীর হইও না, বাছা!"

পলিন্ তাঁহার পাশে বসিয়া তাঁহার ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা প্রসারিত পা'খানির দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "না পিতা, আমি দুঃখে অধীর হই নাই। যে বীরপুরুষ স্বদেশের মঙ্গলের জন্য গৃহসুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অম্লান-বদনে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিতে পারেন, তাঁহার জীবন ত শ্লাঘার বস্তু! নিজেলের আত্মত্যাগে আমি গৌরব অনুভব করিতেছি।—তিনি প্রফুল্ল চিত্তে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিয়াছেন।"

পুত্রবৎসল বৃদ্ধ মসারিন্ বলিলেন, "নিজেল্ অল্প দিনেই খ্যাতি লাভ করিবে; আমার বংশ বীরের বংশ; আমি অসি ছাড়িয়া বাণিজ্য-ব্যবসায় করিতেছি বটে, কিন্তু আমার পিতৃপুরুষগণের অনেকে দেশের জন্য যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছেন। নিজেল্ তাহার সেই সকল পূর্ব্বপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গেল, সে যেন তাঁহাদের সুনাম রক্ষা করিতে পারে; ভগবান তাহাকে দীর্ঘজীবি করুন। পৃথিবীতে আমার আপনার বলিতে আর কেহ নাই; নিজেলের অভাবে আজ আমার গৃহ অন্ধকার! মা, তুমি আমার কন্যাস্থানীয়া হইয়া আমার নিকট সর্ব্বদা উপস্থিত না থাকিলে এ বৃদ্ধের জীবন বড়ই দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে।"

পলিন্ বলিল, "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য ; দিবসের অধিকাংশ সময় আমি আপনার পরিচর্য্যা করিব।"

মিঃ মসারিন্ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "নিজেল্ যতদিন ফিরিয়া না আ'সে, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা উভয়েই তাহার অভাব অনুভব করিব। তাহার সংবাদ পাইতে বিলম্ব হইলে আমাদের দুশ্চিন্তা অসহ্য হইয়া উঠিবে ; কিন্তু দেশের মুখ চাহিয়া তাহাও আমাদিগকে সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু আমি হতাশ হই নাই ; আমার মন যেন বলিতেছে, নিজেল্ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সুস্থ দেহে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবে ; আমার এই অন্ধকার গৃহ পুনর্ব্বার আনন্দময় হইয়া উঠিবে। পলিন্! নিজেলের সহিত যে দিন তোমাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে দেখিব, সে আমার পক্ষে কি সুখের দিন! সেই দিনের আশায় আমি বাঁচিয়া থাকিব। তবে যদি পরমেশ্বর তাহার পূর্ব্বেই আমাকে তাঁহার কোলে টানিয়া লন্, তাহা হইলেও ভবিষ্যতে যাহাতে তোমরা সুখ-সচ্ছন্দে কাল-যাপন করিতে পার, কোন প্রকার আর্থিক অভাবে তোমাদিগকে কষ্ট পাইতে না হয়, আমি ইতিমধ্যেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি; আমার যথাসর্ব্বস্ব নিজেল্‌কে উইল করিয়া দিয়াছি। আমার এটর্ণির আফিসে উইলখানি আছে।"

বৃদ্ধ মসারিন্ বোধ হয় আরও কোন কথা বলিতেন ; কিন্তু তিনি হঠাৎ নীরব হইয়া আত্মবিস্মৃতের ন্যায় শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পলিন্ বলিল, "কিন্তু মনে করুন, যদি—"এই পর্য্যন্ত বলিয়াই পলিন্ বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া আর কোনও কথা বলিতে পারিল না। বোধ হয় তাহার ইচ্ছা ছিল, তাঁহার পরিত্যক্তা পত্নী বার্থা-সম্বন্ধে উইলে তিনি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ; এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে বার্থা যদি কোন প্রকার

গণ্ডগোল উপস্থিত করে, তাহা হইলেই বা তাহার প্রতিকারের কি উপায় হইবে ; এই কথা জানিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইয়াছিল। কিন্তু সে প্রশ্ন পলিনের মুখ দিয়া বাহির হইল না ; সে মনে করিল, "আমার কথা শুনিলে পুত্রবৎসল বৃদ্ধ হয় ত মনে বেদনা পাইবেন ; হয় ত মনে করিবেন আমি কি স্বার্থপর ! তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি করিবেন, সেজন্য আমার দুশ্চিন্তার আবশ্যক কি ?"—এই কথা ভাবিয়াই পলিন্ সহসা নীরব হইল। ইতিমধ্যে একটি ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, আহার প্রস্তুত ! তখন মিঃ মসারিন্ একদিকে পলিন্ ও অন্যদিকে সেই ভৃত্যের স্কন্ধে ভর দিয়া অতি কষ্টে ভোজনাগারে চলিলেন। পলিনের সঙ্গে সেদিন বা তাহার পরে অন্য কোনদিন উইল-সম্বন্ধে তাঁহার আর কোনও কথা হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মার্চ্চ মাস অতীত হইল; এপ্রিল মাসে ইংলণ্ডের প্রকৃতি দেবী পত্রে-পুষ্পে সুসজ্জিত হইলেন। এপ্রিল মাসের প্রারম্ভ ভাগের একদিন প্রভাতে মিঃ ব্লেক প্রাতর্ভ্রমণ শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার উপবেশন কক্ষে স্মিথ একখানি প্রকাণ্ড চেয়ারে গম্ভীর ভাবে বসিয়াছিল; তাহার এইরূপ গাম্ভীর্য্যের কারণ বুঝিতে না পারিয়া মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, বড়ই দুঃসংবাদ আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দুঃসংবাদ!"

স্মিথ বলিল, "নিজেল মসারিন্ যুদ্ধে মারা গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিলেন, "যুদ্ধে মারা গিয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "মারা গিয়াছে না বলিয়া আর কি বলিব? যাহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, তাহাদের নামের তালিকায় মসারিনের নাম দেখিলাম; ইহাতে কি বুঝিব?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার কথা মিথ্যা নহে; যাহাদের খুঁজিয়া পাওয়া না যায়, তাহাদের আশা ত্যাগ করিতেই হয়।—এ সংবাদ কোথায় পাইলে?"

স্মিথ বলিল, "এই দেখুন কাগজ।"

মিঃ ব্লেক কাগজখানি পাঠ করিলেন; তাহাতে লিখিত ছিল "৯নং ড্রাগুণ গার্ড সৈন্যদল অসীম সাহসে একদল জর্ম্মান অশ্বারোহী সৈন্যকে আক্রমণ পূর্ব্বক ছিন্ন-ভিন্ন করিয়াছে; কিন্তু তাহারাও অল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। দ্বিতীয় লেপ্টেনাণ্ট নিজেল্ মসারিন্‌কে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।"

এই সংবাদ পাঠ করিয়া স্মিথ শোকাভিভূত হইয়াছিল; কারণ নিজেলের সহিত স্মিথের গাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল। মিঃ ব্লেকও এ সংবাদে মর্ম্মাহত হইলেন। মিঃ মসারিন্ ও নিজেলের সহিত তাঁহার পরিচয় হওয়ার পর হইতেই তিনি সর্ব্বদা তাঁহাদের বাড়ী যাইতেন; ক্রমে তাঁহাদের সহিত মিঃ ব্লেকের অত্যন্ত বন্ধুত্ব হইয়াছিল। এই সূত্রে নিজেলের বাগ্‌দত্তা পত্নী ক্লেয়ারের সহিতও তাঁহার যথেষ্ট হৃদ্যতা হয়। এই অভাগিনী যুবতীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেকের হৃদয় বেদনায় পূর্ণ হইল। ক্লেয়ার প্রায় প্রতিদিন মিঃ ব্লেকের নিকটে বসিয়া সংবাদপত্রে আহত ও নিহত সৈন্যগণের নামের তালিকা পাঠ করিত; সেই সকল তালিকায় নিজেলের নাম দেখিতে না পাইলে, তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইত। তাঁহারা এতদিন যে আশঙ্কা করিয়া আসিতেছিলেন, সেই আশঙ্কা অদ্য কার্য্যে পরিণত হইল দেখিয়া মিঃ ব্লেকের হৃদয় ক্ষোভ ও দুঃখে পূর্ণ হইল; তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সবিষাদে বলিলেন, "কি দুঃখের বিষয়! হয় ত নিজেল্ বন্দী হইয়াছে; কিন্তু তাহারই বা সম্ভাবনা কতটুকু? পুত্রবৎসল বৃদ্ধ মসারিন্ সমর-আফিস হইতে আজ নিশ্চয়ই এ সংবাদ পাইয়াছেন; মিস্ ক্লেয়ারও তাহা শুনিয়া থাকিবে। বৃদ্ধ যে এ শোক সংবরণ করিতে পারিবেন, তাহা বোধ হয় না; কুমারী ক্লেয়ার এই দুঃসংবাদে নিশ্চয়ই জীবন্মৃত হইয়াছে। আমি অবিলম্বে মিঃ মসারিনের সহিত সাক্ষাৎ করিব; জানি তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করা বৃথা; তথাপি চেষ্টার ত্রুটি করিলে চলিবে না।"

আহারের সময় হইয়াছিল, কিন্তু মিঃ ব্লেক আহারের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই গৃহত্যাগ করিলেন; এবং পথে আসিয়া একখানি গাড়ীতে চাপিয়া বকিংহাম গেটে মিঃ মসারিনের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়া দ্বারবান ব্যস্তভাবে দেউড়ী খুলিয়া

দিল ; তিনি দ্বারবানের মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, কিছু দুঃসংবাদ আছে !

মিঃ ব্লেক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মনিব কি অসুস্থ হইয়াছেন ?"

দ্বারবান বলিল, "হাঁ মহাশয়, তিনি আজ সকালে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন অবস্থা কিরূপ ?"

দ্বারবান্ বিষণ্ণ ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "অবস্থা বড়ই মন্দ। তিনি লাইব্রেরী-ঘরে যখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, সেই সময় মিস্ ক্লেয়ার তাঁহার নিকটেই ছিলেন। মনিব মহাশয় মূর্চ্ছিত হইলে, আমরা তাঁহাকে ধরা-ধরি করিয়া দোতালায় তাঁহার শয়ন-কক্ষে লইয়া যাই ; তাহার পর আমি টেলিফোঁতে ডাক্তার বার্লোকে খবর দিই। ডাক্তার প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে কর্ত্তাকে দেখিতে আসিয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইব ?"

দ্বারবান বলিল, "আপনি যাইবেন, সে কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন !"

মিঃ ব্লেক কার্পেট-সমাচ্ছাদিত সুপ্রশস্ত সোপানশ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক দ্বিতলে উঠিয়া একটি প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এই কক্ষে মিঃ মসারিন শয্যায় শায়িত ছিলেন, এবং ডাক্তার তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার মুখে হাত বুলাইতেছিলেন। পলিন্ ক্লেয়ার একটি বাতায়নের নিকট বসিয়া নীরবে রোদন করিতেছিল। মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র ক্লেয়ার অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল ; তাঁহাকে দেখিয়া ক্লেয়ারের অশ্রুবেগ বর্দ্ধিত হইল। মিঃ ব্লেক নীরবে তাহাকে অভিবাদন করিয়া ডাক্তারের সম্মুখে

উপস্থিত হইলেন।—ডাক্তার বার্লোর সহিত পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার পরিচয় ছিল।

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোগী কেমন ?"

ডাক্তার বলিলেন, "অবস্থা আশঙ্কাজনক ; ইনি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে আসিয়া পড়িয়াছেন! হয় ত ক্রমে সুস্থ হইতেও পারেন, কিন্তু জীবনের আশা অতি অল্প ; আমি কোনও প্রকার ভরসা দিতে পারিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "চেতনা হইয়াছে কি ?"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, চেতনা হইয়াছে ; কিন্তু বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে! পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখিতেছি ; আরও দুর্লক্ষণ, দুই হাত দিয়া ক্রমাগত শয্যা আকর্ষণ করিতেছেন!"

মিঃ ব্লেক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধের শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করিলেন ; বৃদ্ধের সহিত তাঁহার দৃষ্টি-বিনিময় হইল। তাঁহাকে পিঠের নীচে বালিস দিয়া উঁচু করিয়া বসান হইয়াছিল। তাঁহার চাহনি দেখিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, বৃদ্ধ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছেন ; কিন্তু তিনি একটি কথাও বলিতে পারিলেন না, কেবল উভয় হস্তে বালিসের ওয়াড় ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে এমন আগ্রহের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল যে, মিঃ ব্লেকের মনে হইল তিনি কিছু বলিতে চাহিতেছেন ; তাঁহার ওষ্ঠাধর কাঁপিতেও লাগিল ; কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তিনি একটি কথাও বলিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি কিছু বলিতে চাহেন ? যদি আমাকে কিছু বলিবার থাকে, ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন না ?"

মিঃ মসারিন্ কথাটা বুঝিলেন, এবং মাথা নাড়িলেন। তাঁহার মনের ভাব জানিবার কোনও উপায় আছে কি না, মিঃ ব্লেক তাহাই ভাবিতে লাগিলেন; তাহার পর ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ডাক্তারী বিদ্যার সাহায্যে কোনও ফল হইবে না?"

ডাক্তার বার্লো গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "না; উঁহার যে শক্তি নষ্ট হইয়াছে, তাহা পুনরুদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা দেখিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "উঁহার অবস্থা কি ক্রমে মন্দ হইতেছে? আপনি কিছু বুঝিতে পারিতেছেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "না; আমি এখানে আসিয়া উঁহাকে ঠিক এই অবস্থাতেই দেখিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক কোনও উপায় স্থির করিতে না পারিয়া ক্লেয়ারের নিকট উপস্থিত হইলেন, সহানুভূতি ভরে তাহাকে বলিলেন, "তুমি এখন ধৈর্য্যাবলম্বন না করিলে উপায় নাই।"

ক্লেয়ার বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিল, "কি করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিব? যতক্ষণ আশা থাকে, ততক্ষণ মানুষের ধৈর্য্য থাকে; আমি যে সকল আশায় জলাঞ্জলী দিয়াছি; এই সর্ব্বনেশে যুদ্ধই আমার কাল! এই যুদ্ধে আমি নিজেকে হারাইয়াছি; আবার যিনি পিতার মত স্নেহ করিতেন, তাঁহাকেও হারাইতে বসিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার জন্য আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে। কিন্তু কি করিবে মা? মিঃ মসারিন্ যতক্ষণ জীবিত আছেন, ততক্ষণ স্থির থাক; আমার বোধ হইল, কোনও কথা বলিবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, কিন্তু বলিতে পারিতেছেন না।—তাঁহার মনের কথা তুমি জান কি?"

ক্লেয়ার মাথা নাড়িয়া বলিল, "না।"

মিঃ ব্লেক্ বলিলেন, "মিঃ মসারিনের যখন মূর্চ্ছা হয়, সে সময় তুমি তাঁহার কাছে ছিলে; তাহার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত তোমার কোনও কথা হইয়াছিল ?"

ক্লেয়ার বলিল, "তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'সংবাদ আসিয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেল্‌কে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না!'—তাঁহার কথা শুনিয়া আমি কাঁদিয়া উঠিলাম; তিনি আমাকে সান্ত্বনা-দানের চেষ্টা করিতে করিতে হঠাৎ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখ মলিন হইল; তিনি দুই একবার 'খাবি' খাইয়া উভয় হস্তে বুক চাপিয়া ধরিলেন, তাহার পরই মূর্চ্ছিত হইলেন। তিনি আমাকে আর একটা কথাও বলিতে পারিলেন না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তিনি মূর্চ্ছিত হইবার পূর্ব্বে কোন্ কথা ভাবিয়া এত দূর অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করিতে পার না ?"

ক্লেয়ার বলিল, "ঠিক বলিতে পারি না; তবে আমার ধারণা, তিনি তাঁহার উইলের কথা ভাবিয়াই ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার ন্যায় বৈষয়িক লোকের মনে সে সময় এই কথাই উদয় হওয়া স্বাভাবিক।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার উইল-সম্বন্ধে কোনও কথা কোন দিন কি তোমাকে বলিয়াছিলেন ?"

ক্লেয়ার বলিল, "হাঁ, একদিন বলিয়াছিলেন—তিনি উইল করিয়া নিজেল্‌কেই তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন। সেই উইল সম্বন্ধে কোনও কথা ভাবিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া ছিলেন কি না বুঝিতে পারিতেছি না; আমিও তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত মনে করি নাই। এখন মনে হইতেছে, এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত একটু আলোচনা করিলেই ভাল হইত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ কথা তোমার কেন মনে হইতেছে?"

ক্লেয়ার বলিল, "আমার মনে হইয়াছিল, বর্ত্তমান যুদ্ধে যদি নিজেলের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাঁহার অবর্ত্তমানে মিঃ মসারিনের সমস্ত সম্পত্তি সেই দুঃশীলা কুহকিনী বার্থা দাবী করিয়া বসিবে; এবং সম্ভবতঃ সমস্ত সম্পত্তি তাহারই অধিকারে আসিবে। সে ও তাহার পুত্র, মিঃ মসারিন্ ও নিজেলের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা আমি শুনিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এই সন্দেহের কথা কি মিঃ মসারিন্‌কে কোন দিন বলিয়াছিলে?"

ক্লেয়ার বলিল, "না, আমি বলি নাই; মিঃ মসারিনের নিকট এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে আমার বড় সঙ্কোচ বোধ হইয়াছিল। হয় ত আমার কথা শুনিয়া তাঁহার মনে হইত, আমি স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে তাঁহাকে এ সকল কথা বলিতেছি। আরও একটা কারণে তাঁহাকে এ কথা বলি নাই; আমার বিশ্বাস ছিল, মিঃ মসারিনের ন্যায় বহুদর্শী ব্যক্তি তাঁহার উইলে কখনও এমন ফাঁক রাখিবেন না—যাহার বলে সেই জর্ম্মান রমণী তাঁহার সম্পত্তি অধিকার করিতে পারে।"

মিঃ ব্লেক, ক্লেয়ারের কথা শুনিয়া কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন; তাঁহার বিশ্বাস হইল, এই উইল সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবার জন্যই বাকশক্তি-বিরহিত বৃদ্ধ এরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন।—তিনি উঠিয়া মিঃ মসারিনের শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন; তাঁহাকে দেখিবামাত্র মিঃ মসারিন্ অধিকতর ব্যাকুলভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে লগিলেন, এবং দুই একটি কথা বলিবার জন্য অত্যন্ত অধীরতা প্রকাশ করিলেন।

মিঃ ব্লেক তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুস্পষ্ট স্বরে বলিলেন,

"মিস্ ক্লেয়ারের নিকট শুনিলাম, আপনি আপনার পুত্র নিজেলের অনুকূলে উইল করিয়াছেন; সেই উইল অনুসারে নিজেল্ আপনার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। এ কথা কি সত্য?"

মিঃ মসারিন্ গ্রীবাভঙ্গি দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন; তাহার পর নৈরাশ্য ভরে হাত নাড়িয়া বুঝাইয়া দিলেন, উইল করা বৃথা হইয়াছে!

মিঃ ব্লেক পুনর্ব্বার বলিলেন, "নিজেল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন; আপনার উইলে কি এমন কোনও ধারা আছে, যাহার বলে নিজেলের অবর্ত্তমানে এই সম্পত্তি অন্য কাহারও দখলে আসিতে পারে?"

মিঃ মসারিন্ দুইবার মাথা নাড়িলেন। মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, উইলে সেরূপ কোন ধারা নাই। তিনি বলিলেন, "আপনার অভিপ্রায় বুঝিয়াছি; আপনার জর্ম্মান স্ত্রী আপনাকে বিবাহ করায় আইনানুসারে বৃটিশ প্রজা হইয়াছে; সুতরাং আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, ঈশ্বর না করুন, যদি নিজেলের মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনার স্ত্রী আপনার মৃত্যুর পর সমগ্র সম্পত্তি অধিকার করিবে।—আমার এই অনুমান সত্য কি?"

মিঃ মসারিন্, ব্লেকের কথা শুনিয়া ইঙ্গিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন; মিঃ ব্লেক তাঁহার মনের ভাব সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার স্ত্রী আসিয়া আপনার সম্পত্তি অধিকার করিয়া বসে, বোধ হয় আপনার এরূপ ইচ্ছা নহে; সুতরাং আপনাকে আর একখানি নূতন উইল করিতেই হইবে।—কিন্তু এই উইল যে কাহার অনুকূলে হইবে, তাহা কিরূপে বুঝিব?"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া মন্ত্রণাহত বৃদ্ধ ব্যাকুল দৃষ্টিতে ক্লেয়ারের দিকে চাহিলেন।—সে দৃষ্টির অর্থ পরিষ্কার।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিজেলের অবর্ত্তমানে মিস্ ক্লেয়ারকে আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম। আপনার মত বিজ্ঞ লোক যে এতদিন এরূপ উইল কেন করেন নাই, তাহাই আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়! ইহা বড়ই অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। তবে সৌভাগ্যক্রমে এখনও অসময় হয় নাই; আমি অবিলম্বে আপনার ইচ্ছানুরূপ উইল প্রস্তুত করিতেছি।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া বৃদ্ধের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল; তাঁহার অধীরতা, চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হইল। তিনি শান্তভাবে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন।

মিঃ মসারিনের চাঞ্চল্য রহিত হওয়ায় ডাক্তার বার্লো ভীত হইলেন; তিনি নিম্নস্বরে মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "রোগীর এই নূতন লক্ষণটি আমার বড় ভাল বোধ হইতেছে না; ইহা সুস্থের লক্ষণ নহে।"

মিঃ ব্লেক সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শেষ হইয়া আসিতেছে না কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই; আর যে অধিক বিলম্ব আছে, এরূপ বোধ হয় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তবে আর উপায় কি? এখন উইলখানা তাড়াতাড়ি লিখিয়া ফেলিতে পারিলেই হয়।"

ডাক্তার বলিলেন, "আরম্ভ করিয়া দিন, আর বিলম্ব করিবেন না।"

মিঃ ব্লেকের সহিত ডাক্তারের যে সকল কথা হইতেছিল, ক্লেয়ার কিছু দূরে বসিয়া সমস্তই শুনিয়াছিল। মিঃ মসারিনের মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই শুনিয়া সে এতই শোকাভিভূত হইল যে, তাহার অনুকূলে উইল হইতেছে কি না, সে সম্বন্ধে তাহার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য রহিল না; সে উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।—নিতান্ত হাবা মেয়ে! মিঃ মসারিনের একটিমাত্র স্বাক্ষরে সে অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী

হইবে, তাহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইবে, একথা তাহার মনেও আসিল না! সে ভাবিল, নিজেল্‌ই যদি না ফিরিল, তবে সম্পত্তিতে তাহার কাজ কি?

মিঃ ব্লেক দ্বিতল হইতে নামিয়া তাড়াতাড়ি লাইব্রেরী-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।—দশ মিনিট পরে তিনি একখানি সংক্ষিপ্ত উইল লিখিয়া, সেই উইল, ব্লটিং কাগজের একখানি খাতা, ও ফাউণ্টেন্ কলমসহ মিঃ মসারিনের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন; এবং তাঁহার মস্তকপ্রান্তে বসিয়া মিঃ মসারিনের শ্রুতিগম্য স্বরে বলিলেন, "আমি এ পর্য্যন্ত অনেক উইল লিখিয়াছি, আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ী উইলখানি লিখিয়া আনিলাম; ইহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও, ইহা দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ইহাতে আইন-ঘটিত কোন প্রকার ভ্রম-প্রমাদ নাই। ইহা আদালতে অগ্রাহ্য হইবার আশঙ্কা নাই।—আপনি ইহাতে স্বাক্ষর করিলে, ডাক্তার বার্লো ও আমি সাক্ষীরূপে ইহাতে নাম সহি করিব।"

অনন্তর মিঃ ব্লেক উচ্চৈঃস্বরে উইলখানি পাঠ করিলেন; পাঠ শেষ হইলে মিঃ মসারিন্‌কে দুই তিনটী বালিসে ঠেস্ দিয়া সোজা করিয়া বসান হইল, এবং ব্লটিংএর খাতার উপর উইলখানি রাখিয়া তাহা তাঁহার সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক মিঃ ব্লেক তাঁহার হাতে সেই কলমটি দিলেন; ডাক্তার তাঁহাকে সাবধানে ধরিয়া রহিলেন। মিঃ মসারিন আপ্রাণ শক্তিতে হাতখানি সোজা করিয়া অতি কষ্টে নাম লিখিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তাঁহার নামের প্রথমাংশ "রবার্ট"—এইটুকু লিখিয়াই তাঁহার লেখনী অচল হইল, এবং তাঁহার আড়ষ্ট অঙ্গুলি হইতে কলমটি খসিয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘাড় ভাঙ্গিয়া এক পাশে পতিত হইলেন। তাহার পর দুই একবার নাভিশ্বাস লক্ষিত হইল; মৃত্যু-যন্ত্রণায় তাঁহার মুখ বিকৃত হইল; এবং দেখিতে দেখিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্থির হইল।

মিঃ ব্লেক সভয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শেষ হইল না কি ?"

ডাক্তার অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "হাঁ শেষ হইয়াছে !—যদি ইনি আর কয়েক মুহূর্ত্ত জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে নামের অবশিষ্ট অংশটুকু সহি করিয়া যাইতে পারিতেন।—কি আক্ষেপের বিষয় !"

মিঃ ব্লেকেরও আক্ষেপের সীমা রহিল না ; পূর্ণ নাম স্বাক্ষরিত না হওয়ায় অসম্পূর্ণ স্বাক্ষরের যে কোনও মূল্য নাই, তাহা তিনি জানিতেন। বিধাতার বিধান অলঙ্ঘনীয়, তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। রবার্ট পূর্ব্বে যে উইলখানি করিয়াছিলেন, সেই উইল-বলে কুহকিনী বার্থা তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি অধিকার করিবে বুঝিয়া মিঃ ব্লেক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন।

ডাক্তার পুনর্ব্বার বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "আমার আশা ছিল, উনি আরও দুই চারি মিনিট জীবিত থাকিবেন।—মিস্ ক্লেয়ার বড়ই দুর্ভাগিনী !"

মিঃ মসারিনের মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া ক্লেয়ার উন্মাদিনীর ন্যায় দ্রুতপদে তাঁহার শয্যা-প্রান্তে উপস্থিত হইল, এবং জানু অবনত করিয়া উভয় হস্তে তাঁহার পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল ; সে শোকাবেগে অধীরা হইয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিল, "মারা গিয়াছেন ! ওঃ, কি কষ্ট ! আমি নিজেল্‌কে হারাইয়াছি, আজ তাঁহার পিতাকেও হারাইলাম ! ইনি যে আমার পিতার মত ছিলেন।—আমার বুক ফাটিয়া গেল ; আর যে সহ্য হয় না। আমি কাহার মুখ চাহিয়া জীবনধারণ করিব !"

মিঃ ব্লেক এই হৃদয়-বিদারক করুণ দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া শোকাভিভূত হইলেন। তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল ; নিদারুণ অন্তর্বেদনা তাঁহার উভয় নেত্রে পরিস্ফুট হইল। কুহকিনী বার্থা ও তাহার দুঃশীল পুত্র অল্প দিনের মধ্যেই এই প্রাসাদোপম অট্টালিকা অধিকার করিবে, বৃদ্ধের কষ্টার্জ্জিত বিপুল সম্পত্তি বিলাসে ও ব্যসনে নষ্ট করিবে ; এই চিন্তায় তিনি আকুল

হইয়া উঠিলেন। তাহাদের কবল হইতে এই সম্পত্তি রক্ষার কোনও উপায় নাই বুঝিয়া তাঁহার আক্ষেপের সীমা রহিল না। তিনি জানিতেন, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাহারা এই সম্পত্তি লাভের জন্য যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাঁহার চেষ্টায় তাহাদের সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছিল বটে, তাহারা মাতা-পুত্রে এই অট্টালিকা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় তাহারা এত দিনে এই সম্পত্তি লাভের সুযোগ পাইল! এবার তিনি কিরূপে তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন?—পিশাচী বার্থা অর্থলোভে বৃদ্ধ মসারিনকে বিবাহ করিয়া তাঁহার প্রতি যেরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিল, যেরূপ ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিল, পাঁচ বৎসর পরে আজ সহসা সে কথা তাঁহার স্মরণ হইল, তাই এই দারুণ দুঃখেও ক্রোধে ক্ষোভে তাঁহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিকণা নির্গত হইতে লাগিল! কিন্তু বৃথা ক্রোধ; অদৃষ্টের গতিরোধ করা মনুষ্যের অসাধ্য।

যাহাহউক, অবস্থা বুঝিয়া মিঃ ব্লেক বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিলেন; অস্ফুটস্বরে ডাক্তারকে বলিলেন, "এই অসম্পূর্ণ উইলখানা ধর্ম্মজ্ঞান-রহিত কোনও লোভী লোকের হাতে পড়িলে ইহার অপব্যবহার হইতে পারে; ইহা নষ্ট করাই কর্ত্তব্য।"

অনন্তর তিনি দেশলাই জ্বালিয়া উইলখানি অগ্নিমুখে সমর্পণ করিলেন; দুই মিনিটের মধ্যে তাহা ভস্মে পরিণত হইল। যতক্ষণ তাহা জ্বলিতে লাগিল, ততক্ষণ তিনি সেই প্রজ্বলন্ত অগ্নিশিখার দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর শোকাতুরা ব্যথিতা রোরুদ্যমানা ক্লেয়ারের হাত ধরিয়া তুলিয়া সস্নেহে বলিলেন, "মিস্ ক্লেয়ার, আর এখানে তোমার থাকিবার আবশ্যক নাই; চল, তোমাকে তোমার মাসীর বাড়ী রাখিয়া আমি বাড়ী যাই।"

নির্ম্মম কালের একটি সামান্য ফুৎকারে এরূপ বিপুল সম্পত্তি ক্লেয়ারের

হস্ত হইতে খসিয়া পড়িল, ইহা বুঝিয়াও ক্লেয়ার সেজন্য বিন্দুমাত্রও ক্ষুব্ধ হইল না ; পিতৃতুল্য বৃদ্ধের মৃত্যুতে সে শোকে এরূপ অভিভূত হইয়াছিল যে, অন্য চিন্তা তাহার মনে স্থান পাইল না।—মিঃ ব্লেক তাহাকে ধরিয়া মৃতের কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন, এবং পথে আসিয়া তাহাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। ডাক্তার বার্লো ক্ষুব্ধ হৃদয়ে একাকী মৃতের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া রহিলেন !

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লণ্ডন নগরের 'সামারিটান' হাসপাতাল আহত সৈনিকে পরিপূর্ণ হইয়াছে ; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহুসংখ্যক আহত যোদ্ধা চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের অনেক সহৃদয় দানশীল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আহত সৈনিকদিগের জন্য প্রত্যহ নানা প্রকার খাদ্য সামগ্রী, সিগারেট, চুরুট, তামাক প্রভৃতি উপহার প্রেরণ করেন ; হাসপাতালের অধ্যক্ষ সেগুলি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া আহত যোদ্ধৃবৃন্দের মধ্যে বিতরণ করেন।

একদিন অপরাহ্নকালে মিঃ ব্লেক আহত সৈনিকগণের জন্য বহুবিধ খাদ্য দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন ; মিঃ ব্লেকের অনুচর স্মিথ ও পরিচারিকা মিসেস্ বার্ডেল সেগুলি লইয়া হাসপাতালে উপস্থিত হইল। তাহারা দ্বিতলস্থ একটি সুবিস্তীর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সেই কক্ষে বহুসংখ্যক আহত সৈন্য শয়ন করিয়া আছে। যাহাদের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছিল, তাহারা খাটিয়ায় শয়ন করিয়াছিল ; যাহারা অল্প আহত হইয়াছিল, তাহারা চক্রবিশিষ্ট চেয়ারে বসিয়াছিল। এই কক্ষে যে সকল সৈন্য ছিল, তাহাদের মধ্যে সাংঘাতিকরূপে আহত সৈন্য একজনও ছিল না। যাহারা অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছিল, চিকিৎসকগণ কেবল তাহাদিগকেই মিষ্টান্ন ও তাম্রকূট সেবনের অধিকার দিয়াছিলেন।

স্মিথ এই হাসপাতালে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আসিত, সুতরাং আহত সৈন্যগণের অনেকেই তাহাকে চিনিত ; তাহার সমবয়স্ক অনেক সৈনিক যুবকের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক-প্রেরিত উপহার দ্রব্যগুলি দেখিয়া সৈনিকমণ্ডলীর আনন্দ ও উৎসাহের সীমা রহিল না; সেগুলি

যথাযোগ্যরূপে বিতরিত হইলে কতকগুলি রসিক সৈনিক যুবক স্মিথ ও মিসেস্ বার্ডেলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল ; তাহার উত্তরে মিসেস্ বার্ডেল বক্তৃতা আরম্ভ করিল ! সে বলিল, "বৎসগণ ! তোমাদের অবস্থা দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে ; তোমরা যুদ্ধে আহত হইয়া, না মরিয়া যে দেশে ফিরিতে পারিয়াছ ও আঘাত-যন্ত্রণা ধীরভাবে সহ্য করিতেছ, ইহাতে আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আমি আশা করি তোমরা শীঘ্র সুস্থ হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতে পারিবে, এবং রাক্ষস কৈসারকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে সমর্থ হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে কৈসার ইংলণ্ডে আসিলে তাহাকে আমি একদিন পিকাডিলিতে দেখিয়াছিলাম ; এখন তাহার দেখা পাইলে আমি তাহার মুখে ছুঁচ ফুটাইয়া দিতাম ! আমি আশা করি তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া জয়লাভ করিবে, যেন বন্দুকের গুলিতে আর তোমাদিগকে জখম হইতে না হয় ।—আর যেন জর্ম্মানদের হাতে বন্দী হইও না ; শুনিয়াছি, তাহারা বন্দীদের প্রতি বড় অত্যাচার করে, অখাদ্য খাইতে দেয় !—অসভ্য জানোয়ার আর কি !

"আমার বড় দুঃখ এই যে, আমি কেন পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই ! পুরুষ হইলে আমি তোমাদের মত যুদ্ধ করিতে যাইতাম ; তবে স্ত্রীলোকেও সেখানে যাইতে পারে, এবং যে সকল স্ত্রীলোক সেখানে যাইতেছে, তাহারা আহত সৈন্যগণের পরিচর্য্যা করিয়া জীবন ধন্য করিতেছে। সুবিধা থাকিলে আমিও তাহাদের সুশ্রূষা করিতে যাইতাম ; কিন্তু আমার অনেক বয়স হইয়াছে, আর আমার শরীরও কিছু মোটা ; দৌড়াইয়া পলাইতে পারিব না বলিয়াই আমি এই সৎকার্য্যে যোগদান করিতে পারি নাই ।"

মিসেস্ বার্ডেল বোধ হয় আরও কিছুকাল বক্তৃতা করিত, কিন্তু ইতিমধ্যে একটা বদরসিক ছোক্‌রা কোথা হইতে একটা প্রকাণ্ড টিকটিকি ধরিয়া আনিয়া মিসেস্ বার্ডেলের পায়ের কাছে ছাড়িয়া দিল ! টিক-

টিকিটা অন্য দিকে পলাইবার সুবিধা না পাইয়া মিসেস্ বার্ডেলের জুতায় উঠিল। তাহা দেখিয়া মিসেস্ বার্ডেল মহাআতঙ্কে লম্ফ-ঝম্ফ আরম্ভ করিল; আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "ওরে বাপরে, খেয়ে ফেল্লে রে! হতভাগা নচ্ছার বেটারা, তোরা মর্!"

মিসেস্ বার্ডেলের আতঙ্ক ও লম্ফ-ঝম্ফ দেখিয়া আহত সৈনিক যুবকেরা বড়ই আমোদ বোধ করিল, উল্লাসে তাহারা করতালি দিতে লাগিল; মিসেস্ বার্ডেল তাহার অঙ্গ-বস্ত্র ঝাড়িতে ঝাড়িতে সবেগে পলায়ন করিল। হাসপাতাল হইতে পথে আসিয়া তাহার আর্ত্তনাদ থামিল! সে স্মিথের জন্য অপেক্ষা না করিয়া একখানি অম্নিবাসে উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিল; গাড়ীর আরোহীদের ও কণ্ডাক্টারকে বলিল, সামারিটান হাসপাতালটী শয়তানের আড্ডা, সে আর কখনও সেখানে যাইবে না; বরং তাহার প্রভুর নিকট হইতে কিছু শ্যাম্পেন ও হাভানা চুরুট চাহিয়া লইয়া ডনিংটন হলে জর্ম্মান সৈনিক-কর্ম্মচারীদিগকে উপহার দিয়া আসিবে; তাহারা বড় ভদ্রলোক! তাহারা জাতিতে অসভ্য হূন ও উলান্ হইলেও তাহার সঙ্গে তাহারা কখনও অভদ্র ব্যবহার করিত না।—তাহার এই বক্তৃতা শুনিয়া আরোহীরা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল; বুঝিল, স্ত্রীলোকটি কিছু ছিট্‌গ্রস্তা!

স্মিথের সহিত মিসেস্ বার্ডেলের সদ্ভাব ছিল না, সুতরাং সে তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইল; এবং একখানি চেয়ারে বসিয়া যুবকগণের অনুরোধে মিঃ ব্লেকের অদ্ভুত গোয়েন্দাগিরির নূতন গল্প আরম্ভ করিল। তাহার গল্প শুনিবার জন্য তাহার চারিদিকে অত্যন্ত ভিড় হইল। একটি গল্প শেষ হইলে আর একটি গল্প বলিবার জন্য অনেকেই তাহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল; তখন স্মিথ বলিল, "আমি অনেকক্ষণ আসিয়াছি; যাহা হউক, তোমাদের অনুরোধে আর

একটি মাত্র গল্প বলিয়া তোমাদের নিকট বিদায় লইব। আমি যাহার সম্বন্ধে গল্প বলিব, সে আমার মনিব মহাশয়ের একটি সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ বন্ধুর একমাত্র পুত্র। সে যুদ্ধ করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিল; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।—সেই যুবকের বৃদ্ধ পিতা পুত্র-শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি পুত্রের নামে উইল করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার পুত্রটি যদি যুদ্ধে নিহত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বৃদ্ধের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—সেই যুবকের বিমাতা—এই সম্পত্তির অধিকারিনী হইবে। এই স্ত্রীলোকটি জর্ম্মানের কন্যা, সুন্দরী ও যুবতী; সে অর্থলোভে এই বৃদ্ধ ইংরাজকে বিবাহ করিয়াছিল; কিন্তু স্ত্রীলোকটি তাহার স্বামীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিত না; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সে স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গিয়াছে। এপ্রকার দুশ্চারিণী স্ত্রী সম্পত্তি অধিকার করিবে, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির আদৌ এরূপ ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর একমাত্র পুত্রের অবর্ত্তমানে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি যে, এই দুঃশীলা স্ত্রীর হস্তগত হইতে পারে, একথা একবারও বৃদ্ধের মনে হয় নাই! যাহা হউক, পুত্রশোকে তিনি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইলেন; মূর্চ্ছার সঙ্গে সঙ্গে পক্ষাঘাত! আমার মনিব মহাশয় এই সময় তাঁহাকে দেখিতে যান; তিনি সকল কথা শুনিয়া সেই বৃদ্ধের ইঙ্গিতে তাঁহার পুত্রের বাগদত্তা পত্নীর অনুকূলে একখানি নূতন উইল লিখিয়া তাঁহার স্বাক্ষর করাইয়া লইবেন, এমন সময় বৃদ্ধের মৃত্যু হইল। উইলে তিনি তাঁহার নামের প্রথমাংশ-টুকু মাত্র লিখিয়াছিলেন; স্বাক্ষর সম্পূর্ণ না হওয়ায় সে উইল কোনও কাজে লাগিল না। বড়ই আক্ষেপের বিষয়, এই যুবতীর দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। আমার বন্ধু নিজেল্ মসা-

রিন্‌কে যুবতী বড়ই ভালবাসিত; উপর্য্যুপরি দুইটি দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া স্মিথ সহসা নীরব হইল; সে কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "আমি বড়ই অন্যায় করিয়াছি; তোমাদের নিকট সেই যুবকটীর নাম হঠাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম!—একথা জানিতে পারিলে আমার মনিব মহাশয় অত্যন্ত রাগ করিবেন।"

একটি আহত সৈনিক যুবক অদূরে একখানি খাটিয়ায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়াছিল; তাহার একখানি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, ও ব্যাণ্ডেজ্-বাঁধা হাতখানি ফিতা দিয়া তাহার গলার সঙ্গে বাঁধা ছিল। স্মিথের গল্প শুনিয়া সে একটু সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল, স্মিথকে বলিল, "বৃদ্ধ বড় লোকটির জর্ম্মান স্ত্রী এদেশে আসিয়া স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি অধিকার করিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই; কারণ লেপ্টেনাণ্ট নিজেল্ মসারিন্ যুদ্ধে নিহত হয় নাই।"

স্মিথ বলিল, "নিহত না হউক, তাহাকে ত খুঁজিয়া পাওয়া যাই-তেছে না! সুতরাং সে বাঁচিয়া আছে, এরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র।"

আহত সৈন্যটি বলিল, "হাঁ, সে বাঁচিয়া আছে; বোধ হয় আজ কাল ভালই আছে।"

স্মিথ বিস্ফারিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "নিজেল্ বাঁচিয়া আছে? অসম্ভব!—তুমি বোধ হয় মানুষ ভুল করিতেছ।"

আহত সৈনিক বলিল, "আমি ত ক্ষেপি নাই যে, এত বড় একটা ভুল করিব! লেপ্টেনাণ্ট মসারিন্ যুদ্ধক্ষেত্রে জর্ম্মান হস্তে বন্দী হইয়া-ছিল; কিন্তু সে কৌশলে পলায়ন করিয়াছে।"

স্মিথ সোৎসাহে বলিল, "তুমি এ সকল খবর কোথায় পাইলে ?"

আহত সৈনিক বলিল, "খাঁটি খবর না জানিলেই কি তোমাকে বলিতেছি ? যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের রেজিমেন্ট ও ৯নং ড্রাগুণ গার্ডের রেজিমেণ্ট একস্থানেই ছিল। লেপ্টেনাণ্ট মসারিনের সহিত আমার পরিচয় ছিল, এবং তাহার সহিত আমার সর্ব্বদাই দেখাশুনা হইত। শত্রু-শিবির হইতে কৌশলে পলায়ন করিয়া যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার অধীনস্থ সৈন্যগণ তাহাকে দেখিয়া আনন্দে ও উৎসাহে হর্ষধ্বনি করিতেছিল। সে আজ পাঁচ দিনের কথা। সে পলাইয়া আসিবার পরদিন যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে আমি আহত হই ; তাহার পরই আমি এখানে আসিয়াছি।"

স্মিথ কথাটা বিশ্বাস করিবে কি না বুঝিতে পারিল না ; সে সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "কিন্তু এ সংবাদ এখন পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষের গোচর হয় নাই।"

আহত সৈনিক বলিল, "তা না হইতে পারে, হয় ত আরও আট দশ দিন না যাইলে সংবাদপত্রে এ সকল সংবাদ বাহির হইবে না। যে সকল কর্ম্মচারীর উপর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে 'ডেস্‌প্যাচ্' লিখিয়া পাঠাইবার ভার থাকে, তাহাদের কাজ এত অধিক যে, জ্যান্ত মানুষ উপেক্ষা করিয়া, যাহারা হারাইয়া গিয়াছে তাহাদের সন্ধানে তাহারা মাথা ঘামাইতে পারে না। যুদ্ধক্ষেত্রে কত লোককে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ; কে তাহাদের সন্ধান রাখে বল ! যুদ্ধের দস্তুরই এই রকম।"

স্মিথ আর সেখানে বসিল না ; সে যুবকগণের হাত ছাড়াইয়া অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বাড়ীতে ফিরিল, এবং মিঃ ব্লেককে এই সংবাদ জানাইল। কিন্তু মিঃ ব্লেকও কথাটা হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে এরূপ কাণ্ড সর্ব্বদাই ঘটে, সন্ত-

বস্তুতঃ কথাটা সত্য; বিশেষতঃ লোকটি মিথ্যা কথা বলিবে, ইহা মনে হয় না। মিথ্যা বলিয়া তাহার লাভ কি? যাহাহউক, আমি এই ব্যাপারের সন্ধান লইতেছি। নিজেল্ জীবিত আছে এ সংবাদ পাইলে আমার বড়ই আনন্দ হইবে; তাহার বিমাতা—সেই কুহকিনী জর্ম্মান রমণী ফাঁকি দিয়া সম্পত্তিটা ভোগ করিবে, ইহা অসহ্য। সেই স্ত্রীলোকটা বোধ হয় নিজেলের নিরুদ্দেশ-সংবাদ পাইয়াছে; সম্পত্তি অধিকারের জন্য সে ইতিমধ্যেই লণ্ডনে আসিয়া থাকিতেও পারে। তাহার স্বামীর উইল অনুসারেই নিজেলের মৃত্যুতে সম্পত্তি তাহার অধিকারে আসিবে, ইহা সে নিশ্চয়ই জানে। সে লণ্ডনে আসিয়াছে কি না আমি সন্ধান লইতেছি; আমি তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিব।”

মিঃ ব্লেক অবিলম্বে সমর-আফিসে যাত্রা করিলেন। সমর-আফিসে উপস্থিত হইয়া নিজেল্ সম্বন্ধে তিনি কোনও কথা জানিতে পারিলেন না; কিন্তু আফিসের প্রধানকর্ম্মচারী তাঁহাকে জানাইলেন, তিনি পরদিন প্রভাতে সেখানে উপস্থিত হইলে তাঁহার জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। তদনুসারে ব্লেক পরদিন প্রভাতে পুনর্ব্বার সেখানে উপস্থিত হইয়া সংবাদ পাইলেন, ৯নং ড্রাগুণ গার্ড রেজিমেণ্টের দ্বিতীয় লেপ্টেনাণ্ট নিজেল্ মসারিন্ উক্ত রেজিমেণ্টে পুনর্ব্বার যোগদান করিয়াছে।

এই সুসংবাদে অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি পণ্ট ষ্ট্রীটে ক্লেয়ারের মাসীর বাড়ী উপস্থিত হইলেন। ক্লেয়ার এই সংবাদ পাইয়া কিরূপ আনন্দিত হইল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অনন্তর মিঃ ব্লেক গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাঁহার কক্ষস্থিত টেলিফোঁর কলের নিকট দাঁড়াইয়া গ্রে'জ্ ইনে পরলোকগত মিঃ মসারিনের এটর্ণিকে আহ্বান করিলেন। এই এটর্ণির হস্তেই মিঃ মসারিনের বিষয়-কর্ম্ম পরিচালনের সমুদয় ভার ন্যস্ত ছিল। উক্ত এটর্ণি মহাশয় মিঃ

ব্লেকের সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিলে, তিনি তাঁহার পাঠ-কক্ষে প্রবেশ করিলেন; স্মিথকে বলিলেন, "নিজেল্ তাহার রেজিমেণ্টে যোগদান করিয়াছে, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহা অমূলক নহে। মিঃ মসারিনের এটর্ণি মিঃ ক্রিচ্‌লি টেলিফোঁ করিয়া আমাকে এইমাত্র জানাইয়াছেন, মিঃ মসারিনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কুহকিনী বার্থা আজ তিন দিন হইল লণ্ডনে আসিয়া পিকাডিলিতে 'করোনা'-হোটেলে বাস করিতেছে। সে ইতিমধ্যেই দুইবার মিঃ মসারিনের এটর্ণির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দাবী করিয়াছে; এবং অনেকগুলি টাকা অগ্রিম চাহিয়াছে। আমি মিঃ ক্রিচ্‌লিকে অনুরোধ করিলাম, তিনি যেন তাহাকে এক ফার্দ্দিংও না দেন। আমি তাঁহাকে সংক্ষেপে সকল কথা জানাইয়াছি।"

স্মিথ বলিলেন, "মাগী যখন শুনিবে, তাহার মুখের গ্রাস অন্যে কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে, তখন তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হইবে! মাগী এবার বড় জব্দ হইবে, আমার মনে ভারি আনন্দ হইতেছে। যাহা হউক, জর্ম্মান মাগীটার সঙ্গে তাহার সেই চোর ছেলেটা আসে নাই ত? সে এখন কোথায় আছে সংবাদ পাইয়াছেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, সে সংবাদ আমি পাই নাই; তবে জর্ম্মানীর সকল লোকই যখন যুদ্ধে যাইতে বাধ্য হইয়াছে, তখন সে ছোক্‌রাও যে যুদ্ধ করিতে যায় নাই, এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক, আমি অবিলম্বে করোনা-হোটেলে উপস্থিত হইয়া কুহকিনী বার্থার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিব। তাহার সহিত আমার কোন শত্রুতা নাই বটে; কিন্তু যে সম্পত্তিতে তাহার অধিকার নাই, নিজেলের পিতৃ-সুহৃদ আমি জীবিত থাকিতে তাহা তাহাকে ভোগ করিতে দিব না।"

মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট পরে সাজসজ্জা করিয়া করোনা-হোটেলে

যাত্রা করিলেন। এই হোটেলে উপস্থিত হইয়া তিনি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন, বার্থা স্বামীর সম্পত্তি লাভের আশায় অত্যন্ত বড় লোকের মত হোটেলে বাস করিতেছে; এবং হোটেলের দ্বিতলে সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত অতি উৎকৃষ্ট কয়েকটী কক্ষ ভাড়া লইয়াছে।—মিঃ ব্লেক, বার্থার পরিচারিকার হস্তে তাঁহার নামের কার্ডখানি প্রদান করিলে পরিচারিকা তাঁহাকে বার্থার উপবেশন-কক্ষে লইয়া গেল। তিনি এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে টেবিলের উপর সুন্দর ফ্রেমে-বাঁধা একখানি ফটো দেখিতে পাইলেন; তিনি তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন, ইহা বার্থার পুত্র কন্‌রাড্ মোরিজের ফটো। মোরিজের পরিধানে সৈনিকের পরিচ্ছদ ও শিরস্ত্রাণে ঈগল্ পক্ষীর মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, কন্‌রাড্ জর্ম্মান সৈন্য-দলে প্রবেশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে গিয়াছে।

মিঃ ব্লেক নির্নিমেষ নেত্রে ফটোখানি দেখিতেছেন, এমন সময় কুহকিনী বার্থা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পসারের সৌরভে কক্ষটি পরিপূর্ণ হইল। মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বার্থার মুখের দিকে চাহিলেন। সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে তিনি তাহাকে দেখিলেন; কিন্তু পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সে যেরূপ রূপবতী যুবতী ছিল, এখনও তাহাকে ঠিক সেই রূপই দেখিলেন; তাহার রূপ-যৌবনের বিন্দু-মাত্র অপচয় হয় নাই!

মিঃ ব্লেককে দেখিয়া বার্থা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হইল না; বরং তাহার ওষ্ঠে স্পর্দ্ধাপূর্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিল; তাহার সুনীল নেত্রে বিদ্রূপের আভাস লক্ষিত হইল। মিঃ ব্লেক তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া ভদ্রতা সহকারে অভিবাদন করিলেন, কিন্তু বার্থা তাঁহাকে প্রথমে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না; তিনি কি বলেন, তাহাই শুনিবার জন্য নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাকে দেখিয়া আপনি বোধ হয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।"

বার্থা মৃদুহাস্তে বলিল,"অসন্তুষ্ট হইব কেন? আপনার সঙ্গে ত আমার কোন শত্রুতা নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন,"আমারও সেই কথা, আমিও আপনার শত্রু নহি; তথাপি আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে, যে উদ্দেশ্যে আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি—তাহা আপনার স্বার্থের অনুকূল নহে। আপনার পরলোকগত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি-সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে আসিয়াছি।"

বার্থা বলিল, "বটে! বোধ হয় আমার প্রাপ্য সম্পত্তিতে আমাকে বঞ্চিত করিবার জন্য আপনি কোনও একটা ফন্দী আবিষ্কার করিয়াছেন।—আমার এ অনুমান সত্য নহে কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কতকটা সত্য বই কি; কিন্তু আমাকে কোনও ফন্দী আবিষ্কার করিতে হয় নাই; পরমেশ্বরের ইচ্ছা নহে যে, আপনি এই সম্পত্তি লাভ করেন। উহার একটি ফার্দ্দিংএও আপনার অধিকার নাই, একথা শুনিয়া আপনি অবশ্যই সুখী হইবেন না।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া বার্থা মুক্তার ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল দন্তপংক্তি বাহির করিয়া হাসিল; তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল, "মিঃ ব্লেক আমার বিশ্বাস ছিল, আপনি অত্যন্ত চতুর; কিন্তু এখন দেখিতেছি, আপনি মহামূর্খ! আপনি গম্ভীর ভাবে যে কথা-গুলি বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমি বড়ই আমোদ বোধ করিলাম। আপনি মনে করিয়াছেন, আমি নিতান্তই হাবা, অথবা কোন খবরই রাখি না; সেই জন্যই বোধ হয় আমাকে প্রতারিত করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু আমাকে প্রতারিত করা আপনার মত ধূর্ত্ত গোয়েন্দারও অসাধ্য। আমি আমার স্বামীর এটর্ণি

মিঃ ক্রিচ্‌লির সহিত সাক্ষাৎ করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টারগণের সহিত পরামর্শ করিয়াছি। আমার পরলোকগত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে আমার অক্ষুণ্ণ অধিকার আছে, ইহা জানিয়া আসিয়াছি; আমার অধিকার আইনের সাহায্যে খণ্ডিত হইবার নহে। আমি জর্ম্মান নন্দিনী হইলেও ইংরাজকে বিবাহ করায় বৃটিশ প্রজার সকল অধিকার আমাতে বর্ত্তিয়াছে; সেই জন্য আমার স্বামীর সম্পত্তিতেও আমার অধিকার জন্মিয়াছে। আপনি আমাকে অনর্থক ভয় দেখাইতে আসিয়াছেন। আপনার যাহা সাধ্য হয় করুন, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বার্থার স্পর্দ্ধা দেখিয়া কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না; কারণ সে কিরূপ চরিত্রের স্ত্রীলোক তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "আপনার ভ্রম হইয়াছে; দেখিতেছি আপনি এখনও সুখ-স্বপ্নে বিভোর হইয়া আছেন।"

বার্থা বলিল, "কেন আপনি অনর্থক তর্ক করিতেছেন? আমার স্বামীর সম্পত্তিতে আমার অধিকার আছে কি না তাহা আপনি আমার অপেক্ষা ভাল জানেন মনে করিয়া বড়ই খুসী হইয়াছেন; আপনার সে আনন্দে আমার বাধা দানের ইচ্ছা নাই। আপনার আর কি বলিবার আছে তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলুন, আমার সময় মূল্যবান।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার স্বামীর সম্পত্তিতে আপনার অধিকার বর্ত্তিত, যদি নিজেল্ মসারিন্ জীবিত না থাকিত।"

বার্থা বলিল, "নিজেল্ জীবিত নাই বলিয়াই সে সম্পত্তিতে আমার অধিকার বর্ত্তিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এইখানেই আপনি ভুল করিতেছেন! আপনি নিজেল্‌কে মৃত মনে করিতেছেন, কিন্তু সে মরে নাই, বাঁচিয়া আছে;

মধ্যে কয়েকদিন নিজেল্ নিরুদ্দেশ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে তাহার রেজিমেণ্টে প্রত্যাগমন করিয়াছে। জর্ম্মানেরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাকে বন্দী করিয়াছিল, তাহাদের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া সে পলাইয়া আসিয়াছে।”

বার্থা বলিল, “কেন কতকগুলা মিথ্যা কথা বলিতেছেন?”

মিঃ ব্লেক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, “আমি যাহা বলিলাম, তাহা সম্পূর্ণ সত্য; আপনার স্বামীর ঔরসজাত পুত্র জীবিত আছে।”

বার্থা আবেগভরে বলিল,“আমি আপনার কথা বিশ্বাস করিলাম না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনি কি সহজে বিশ্বাস করিবেন? আপনার চোখে আঙ্গুল দিয়া বিশ্বাস করাইব।—আপনি সমর-আফিসে গিয়া সন্ধান লইলেই জানিতে পারিবেন, আমার কোনও কথা অপ্রকৃত বা অতিরঞ্জিত নহে। আমিও সমর-আফিস হইতেই এই সংবাদ জানিতে পারিয়াছি।”

মিঃ ব্লেক এরূপ সংযতভাবে ও দৃঢ়তার সহিত কথাগুলি বলিলেন যে, বার্থার মনে হইল, হয় ত তাঁহার কথাগুলি সত্য। বার্থার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; যে সুধাপূর্ণ পাত্র তাহার অধর-প্রান্তে আনীত হইয়াছে, তাহা কি একমুহূর্ত্তে তাহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া শতধা চূর্ণ হইবে?—বার্থা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল; তাহার নয়নে চাঞ্চল্য ও ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল, তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

বার্থা সক্রোধে বলিল, “তুমি মানুষ, না শয়তান?”

বার্থা প্রবল মানসিক উত্তেজনায় এতই অধীর হইয়াছিল যে, তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল; সে তৎক্ষণাৎ ‘স্মেলিং সল্টে’র শিশিটি পকেট হইতে বাহির করিয়া নাকের কাছে ধরিল; ইহাতে সে

অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইল; তখন সে সরোষে কম্পিত পদে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া অধীরস্বরে বলিল, "তুমি মানুষ নহ, শয়তান! তুমি এই দ্বিতীয় বার আমার স্বার্থের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছ। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার চেষ্টা প্রথম বার সফল হইয়াছিল বটে, কিন্তু এবার আর তুমি আমাকে প্রতারিত করিতে পারিবে না। আমি আইনানুসারে যে সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছি, তাহা আমি দখল করিবই। আর কয়েক সপ্তাহ পরেই আমি বকিংহাম গেটে আমার স্বামীর ভবনের কর্ত্রী হইয়া বসিব, এবং সেই নির্ব্বোধ বৃদ্ধ যে অগণ্য অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, আমি উভয় হস্তে তাহা ধূলিমুটির ন্যায় উড়াইয়া দিব; দেখিব, আমার কার্য্যে কে বাধা দান করে! আমার স্বামীর সম্পত্তি আমি অধিকার করিব; দুর্ব্বিনীত ইতর গোয়েন্দা, তুমি তাহাতে বাধা দিবার কে? তুমি আমাকে সামান্য স্ত্রীলোক মনে করিও না; আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ হইবার নহে।"

বার্থা এই পর্য্যন্ত বলিয়া চঞ্চল দৃষ্টিতে তাহার পুত্রের টেবিলস্থিত ফটোর দিকে চাহিল। তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক তাহার গুপ্ত অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তিনি কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই বার্থা আবেগভরে বলিল, "হাঁ, আমি বলিতেছি—এবার আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ হইবে না। যদি তোমার কথা সত্যই হয়, তাহা হইলে আমি আমার সঙ্কল্প কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিব তাহা, পরে জানিতে পারিবে; সে দিনের আর অধিক বিলম্ব নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার মনের ভাব আমি বুঝিয়াছি। আমি তোমাকে সাবধান করিতেছি—যদি মঙ্গল চাও, তবে আর অধিকদূর অগ্রসর হইও না।"

বার্থা উন্মাদিনীর ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিল, "তুমি আমাকে

ভয় দেখাইতে আসিয়াছ ? তোমার কথায় আমি ভয় পাইবার পাত্রী নহি। তুমিই সাবধান হও! আমার বিশ্বাস ছিল—তুমি ভদ্রলোক; কিন্তু এখন দেখিতেছি, তুমি ইতর গোয়েন্দা মাত্র; অনধিকার চর্চ্চাই তোমার ব্যবসায়, আমার ইচ্ছা হইতেছে, এখনই তোমাকে—"

ক্রোধে বার্থার কণ্ঠরোধ হইল; সে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল, এবং তাহার শয্যায় পড়িয়া লুটাইতে লাগিল।—বার্থার স্পর্দ্ধাপূর্ণ কথা শুনিয়া তিনিও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি অসচ্ছন্দ চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্মিথকে সকল কথা জানাইলেন।

অনন্তর তিনি বলিলেন, "বার্থা কি মৎলব করিয়াছে, তাহা আমি বুঝিয়াছি। তাহার কক্ষে তাহার পুত্রের যে 'ফটো' দেখিয়াছি, তাহা দেখিয়া বুঝিয়াছি, সে প্রসিয়ান সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়াছে, এবং সম্ভবতঃ এখন ফরাসী দেশে যুদ্ধ করিতেছে। নিজেল্ মসারিন্‌ও আমাদের সৈন্যদলের সহিত সেই অঞ্চলে আছে। বার্থা কন্‌রাড্‌কে পত্র লিখিবে—সে যেরূপে পারে যেন নিজেল্‌কে হত্যা করে।"

স্মিথ বলিলেন, "ইহা কি সম্ভব ? অগণ্য সৈন্যসমূহের ভিতর হইতে নিজেল্ মসারিন্‌কে খুঁজিয়া বাহির করিয়া একজন জর্ম্মান সেনানী তাহাকে হত্যা করিবে, ইহা সম্ভব মনে করি না; আর তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নিজেল্‌ও তাহাকে হত্যা করিতে পারে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিজেল্‌কে হত্যা করিবার জন্য বার্থা তাহার পুত্রকে পরামর্শ দিবে, এরূপ আমার মনে হয় না। এই স্ত্রীলোকটার প্রকৃতি অতি ভয়ানক, কোন দুষ্কর্ম্মেই তাহার কুণ্ঠা নাই; আবশ্যক হইলে সে সর্ব্বপ্রকার অন্যায় কর্ম্মই করিতে পারে। তাহার পুত্রের প্রকৃতিও সেরূপ। তুমি ত জান, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অসংখ্য জর্ম্মান গুপ্তচর আমাদের 'লাইনে'র ভিতর ঘুরিতেছে।

বার্থা জানে, নিজেল্ মসারিন্ ৯নং ড্রাগুণ গার্ড সৈন্যদলে কাজ করে; এই সৈন্যদল এখন কোথায় আছে তাহার সন্ধান লওয়া বার্থার পক্ষে কঠিন হইবে না। এই সন্ধান লইয়া যদি সে তাহার পুত্রকে সে সংবাদ প্রেরণ করে, এবং কনরাড্ মোরিজ্ যোদ্ধৃবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছদ্মবেশে বৃটীশ লাইনে প্রবেশ করিয়া, নিজেল্ সতর্কতাবলম্বনের পূর্ব্বেই, তাহার প্রাণ সংহার করিয়া যায়, তাহা হইলেও বার্থার আশা পূর্ণ হইবে।—বার্থার এই সঙ্কল্পে বাধা দানের কি উপায় আছে?"

স্মিথ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আপনি যে কথা বলিলেন তাহা অসঙ্গত নহে। বার্থা যদি এরূপ সঙ্কল্প করিয়া থাকে, তাহা হইলে নিজেলের বিপদ অনিবার্য্য।—এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঘটনা-চক্রের উপর তাহা নির্ভর করিতেছে। সর্ব্বাগ্রে বার্থার অভিসন্ধি জানিতে হইবে। সম্ভবতঃ সে তাহার পুত্রকে পত্র লিখিবে; কিন্তু সেই পত্র তাহার পুত্রের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা নাই। এ অবস্থায় হয় ত সে পত্র লিখিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া হলাণ্ডের পথে জর্ম্মানীতে গমন করিবে; এবং কন্‌রাডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে তাহার মনের কথা জানাইবে। বার্থা কি করিবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; সুতরাং তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। তুমি আজই ছদ্মবেশে করোনা-হোটেলে গিয়া বার্থার কুঠরীর পার্শ্বে একটা কুঠরী ভাড়া লও, এবং বার্থার গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখ; তাহার পর কর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে।"

স্মিথ বলিল, "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য; আমি তাহার গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিব; কিন্তু আপনি কি করিবেন? আপনি কি নিজেল্‌কে পত্র লিখিয়া তাহাকে সাবধান হইতে বলিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমি সে পথে যাইব না; জানি না নিজেল্ তাহার পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াছে কি না, আর শুনিয়া থাকিলেও, তাহার অবর্ত্তমানে তাহার বিমাতা যে তাহার পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী হইবে, ইহা সম্ভবতঃ সে চিন্তা করে নাই। সুতরাং আমি মনে করিতেছি, আমি স্বয়ং ফ্রান্সে গমন করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব; এবং মিস্ ক্লেয়ারের অনুকূলে উইল করিতে তাহাকে অনুরোধ করিব। নিজেল্ এরূপ উইল করিবার পর যদি যুদ্ধে নিহত হয়, তাহা হইলেও বার্থা এই সম্পত্তি লাভ করিতে পারিবে না। আমি যে দুই একদিনের মধ্যে ফ্রান্সে যাত্রা করিতে পারিব, এরূপ বোধ হয় না; কারণ, আমার হাতে এখনও কয়েকটী জরুরী কাজ আছে। ইতিমধ্যে তুমি করোনা-হোটেলে গিয়া গোয়েন্দা-গিরি আরম্ভ কর;—তাহাতে সুফল লাভ হইতেও পারে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেকের সহিত সাক্ষাতের পরদিন মধ্যাহ্ন কালে বার্থা তাহার উপবেশন-কক্ষে ডেস্কের কাছে বসিয়া পত্র লিখিবার আয়োজন করিতেছিল। সে ডেস্কের দেরাজ হইতে কয়েকখানি সাদা কাগজ বাহির করিয়া পেন্‌সিল দিয়া তাহাতে কতকগুলি কি লিখিল; তাহার পর সেই কাগজগুলি সম্মুখে রাখিয়া হোটেলের চিঠি লিখিবার কাগজে সেই পেন্সিলের লেখার নকল করিতে লাগিল।

লিখিবার সময় সে কক্ষ-দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল; তথাপি তাহার এই কার্য্য স্মিথের দৃষ্টি অতিক্রম করিল না!—এই ঘটনার পূর্ব্ব দিন স্মিথ মার্কিনবাসী ভদ্রলোকের ছদ্মবেশে করোনা-হোটেলে উপস্থিত হইয়া বার্থার কুঠুরীর পাশেই একটি কুঠুরী ভাড়া লইয়াছিল। এই উভয় কুঠুরীর মধ্যে যে দ্বার ছিল, তাহা 'বোল্ট' ও তালাচাবি দিয়া বন্ধ করা ছিল; সুতরাং স্মিথ তাহার কক্ষ হইতে বার্থার কক্ষের অভ্যন্তরভাগ দেখিবার সুবিধা না পাইয়া তুরপুণের সাহায্যে সেই দ্বারে একটি ছিদ্র করিয়াছিল! বার্থা যতক্ষণ ঘরে থাকিত, স্মিথও ততক্ষণ তাহার কুঠুরীর দরজা বন্ধ করিয়া সেই দুর্লক্ষ্য ছিদ্র-পথে একটি চক্ষু স্থাপন করিয়া বসিয়া থাকিত। সুতরাং বার্থা তাহার কক্ষমধ্যে যাহা কিছু করিত, তাহা স্মিথের দৃষ্টি অতিক্রম করিত না।

বার্থার আয়োজন দেখিয়া স্মিথ মনে মনে বলিল, "মাগী ত দেখিতেছি চিঠির একটা খস্‌ড়া লিখিয়া লইয়া, তাহা নকল করিতে আরম্ভ করিয়াছে! শয়তানীটা বোধ হয় তাহার ছেলেকেই পত্র লিখিতেছে! সে জানে, এ পত্র তাহার পুত্রের নামে পাঠাইলে কখনও তাহার

হস্তগত হইবে না ; সুতরাং আমার বিশ্বাস, সে হলাণ্ডের কোনও পরিচিত লোকের নিকট ডাকযোগে এই পত্র পাঠাইবে ; সেই লোক পত্রখানি কন্‌রাডের নিকট পাঠাইয়া দিবে।—কিন্তু বার্থা কি লিখিল, তাহা কিরূপে দেখিব ? পত্রখানি দেখিবার ত কোন সুবিধা হইবে না ; তবে খস্‌ড়াখানি যদি নষ্ট করিয়া না ফেলে, তাহা হইলে কোনও কৌশলে হস্তগত করিতেও পারি।”

বার্থা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পত্রখানি লিখিয়া, কলম রাখিয়া কি ভাবিতে লাগিল। তাহার পর হঠাৎ পত্রখানি শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া বাজে কাগজপূর্ণ একটা ঝুড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর ২।৩ মিনিট আবার কি ভাবিল, এবং উঠিয়া সেই ছিন্ন পত্রাংশ-গুলি কুড়াইয়া আনিল ; পরে একটি দেশলাই জ্বালিয়া তাহা পুড়াইয়া ফেলিল। পত্রখানি ভস্মে পরিণত হইলে, সে পত্রের খস্‌ড়াখানি হাতে করিয়া পালঙ্কের নিকট উপস্থিত হইল, এবং পালঙ্কের গদি তুলিয়া তাহার নীচে সেগুলি রাখিয়া দিল।

স্মিথ মনে মনে বলিল, “যেমন করিয়া হউক এই খস্‌ড়াখানি হস্তগত করিতেই হইবে।”

অনন্তর বার্থা একটি ছোট হাত-ব্যাগ বাহির করিয়া তাহাতে কি পরিমাণ টাকা আছে গণিয়া দেখিল, এবং একখানি ‘টাইম-টেব্‌ল’ খুলিয়া কি দেখিতে লাগিল। স্মিথের মনে হইল, বার্থা যাহা খুঁজিতে ছিল, তাহা পাইল না। সে ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া অন্য একটি কক্ষে প্রবেশ করিল ; এবং টুপি ও অঙ্গবস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল।—সে দ্বারে তালা বন্ধ করিল।

এই সকল কাণ্ড দেখিয়া স্মিথ মনে মনে বলিল, “মাগীটার মৎলব ঠিক বুঝিয়াছি ; পত্র লিখিতে লিখিতে উহার মনে পড়িয়াছিল, পত্র লেখা

অনর্থক, সে পত্র তাহার পুত্রের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ পত্রখানি যে দেশেই প্রেরিত হউক, 'সেন্সার আফিসে' তাহা খোলা হইবেই। সুতরাং সে, পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া স্বয়ং তাহার পুত্রের কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। হার্‌উইচে 'গ্রেট্ ইষ্টার্ণ বোট সার্ভিসে'র যে আফিস আছে, সেই আফিসে বোধ হয় সন্ধান লইতে বাহির হইল। মাগী হলাণ্ড ঘুরিয়া জর্ম্মানীতে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছে! যদি সে জর্ম্মানীতে না-ও যায়, তাহা হইলে হলাণ্ড হইতে কন্‌রাড্‌কে নিশ্চয়ই পত্র লিখিবে। আমার এই অনুমানই সত্য। এই সুযোগে আমি উহার ঘরে ঢুকিয়া পত্রের খস্‌ড়াখানি হস্তগত করিবার চেষ্টা করিলে মন্দ হয় না।—এরূপ সুযোগ শীঘ্র মিলিবে না।"

বার্থার একটি পরিচারিকা হোটেলে তাহার সঙ্গেই থাকিত; এই সময় সে আহারাদি করিতে নীচে নামিয়াছিল; সুতরাং আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহার ফিরিবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, স্মিথ তাহার কুঠুরী হইতে বাহির হইয়া একটা নকল চাবির সাহায্যে বার্থার কুঠুরীর তালা খুলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; এবং ভিতর হইতে দ্বার ঠেলিয়া দিয়া পালঙ্কের গদি উল্টাইয়া পূর্ব্বোক্ত খস্‌ড়াখানি টানিয়া বাহির করিল।

এই খস্‌ড়াখানি হস্তগত করিয়া যদি সে তাড়াতাড়ি তাহার কক্ষে প্রত্যাগমন করিত, তাহা হইলে কোন প্রকার গণ্ডগোল ঘটিত না; কিন্তু খস্‌ড়াখানি হাতে লইয়াই সে সেই কক্ষে দাঁড়াইয়া তাহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। কয়েক ছত্র পাঠ করিতে করিতে তাহার কৌতূহল সমধিক বর্দ্ধিত হইল; সে স্থান কাল ভুলিয়া একাগ্রচিত্তে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল! সে এরূপ তন্ময় হইয়াছিল যে, সেই কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া বার্থা যে নিঃশব্দে সেখানে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত সে বুঝিতে পারিল না!—সে মনে মনে বলিল, "আমার

প্রভু সত্য কথাই বলিয়াছেন! উঃ, মাগী কি শয়তানী! কে জানিত যে, সে—”

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বার্থা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাহার পশ্চাতে আসিয়া উভয় হস্তে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল! বার্থা এমন জোরে ধরিয়াছিল যে, তাহার বিস্ময় প্রকাশেরও অবসর হইল না; কাগজগুলি তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল! কঠোর নিষ্পেষণে তাহার কণ্ঠের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল; তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। স্মিথ সেই পিশাচীর কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, চীৎকার করিয়া কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করিবে, সে উপায়ও রহিল না; তাহার আর্ত্তনাদ করিবার শক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল! স্মিথ বলবান যুবক; কিন্তু সেই কুহকিনীর দেহে অসুরের ন্যায় শক্তি ছিল; তাহার উপর সে উভয় হস্তে কণ্ঠরোধ করায় স্মিথ বল-প্রয়োগেরও সুযোগ পাইল না। বার্থা তাহাকে মেঝের উপর ফেলিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে চাপিয়া বসিল, এবং আরও জোরে তাহার গলা চাপিতে লাগিল। স্মিথের আধ হাত জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল, তাহার চক্ষু দু'টি অক্ষি-কোটর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল! তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াও রুদ্ধ হইল।—বার্থা তখন উন্মাদিনী! তাহার এই ব্যবহারে স্মিথের প্রাণবিয়োগ হইতে পারে, এ জ্ঞান তাহার ছিল না; বোধ হয় তাহাতে তাহার আপত্তিও ছিল না।

বার্থা সক্রোধে বলিল, “ওরে হতভাগা গোয়েন্দা! তুই কে, তাহা কি আমি বুঝিতে পারি নাই? তুই রবার্ট ব্লেকের অনুচর; কি জন্য এখানে আসিয়া আড্ডা লইয়াছিস্, আমার তাহা বুঝিতে বাকী নাই। আমি তোকে হাতে পাইয়াছি, তোর আর রক্ষা নাই; আজ তোর দফা শেষ করিব, গলা টিপিয়াই তোকে মারিয়া ফেলিব। তুই তোর গোয়েন্দাগিরির উপযুক্ত পুরস্কার লাভ কর।”

*   *   *   *

স্মিথ ছদ্মবেশে হোটেলে উপস্থিত হইয়া কতদূর কি করিতে পারিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য মিঃ ব্লেক সেই দিন প্রভাতে করোনা-হোটেলে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তিনি হাতের সমস্ত কাজ শেষ করিয়া সেই রাত্রেই ইংলণ্ড ত্যাগ করিবেন; সুতরাং স্মিথকে কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিয়া যাইবেন মনে করিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক নানা পথ ঘুরিয়া করোনা-হোটেলের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বার্থা সাজ-সজ্জা করিয়া হোটেল হইতে বাহির হইয়াছে; কিন্তু সে অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর হোটেলে ফিরিয়া চলিল। মিঃ ব্লেকের মনে হইল, বার্থা কোনও জিনিস ফেলিয়া আসিয়াছে, তাহাই আনিবার জন্য সে হোটেলে ফিরিয়া গেল!—মিঃ ব্লেক তাহাকে দেখিয়া, হোটেলে প্রবেশ করিবেন কি না তৎসম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "গতিক বড় ভাল বোধ হইতেছে না; বার্থাকে হোটেল হইতে বাহির হইতে দেখিয়া স্মিথ নিশ্চয়ই তাহার কুঠুরীতে প্রবেশের চেষ্টা করিবে। হয় ত এতক্ষণ সে কোন কৌশলে বার্থার কুঠুরীতে প্রবেশ করিয়াছে; এমন সুযোগ ত্যাগ করিবে, সে এরূপ পাত্র নহে। ইতিমধ্যে বার্থা তাহার কুঠুরীতে প্রত্যাগমন করিয়া যদি সেখানে স্মিথকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই একটা গোলমাল উপস্থিত হইবে; এমন কি, স্মিথের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে! সেই শয়তানীর অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই; ক্রুদ্ধ হইলে তাহার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।—রাগের মাথায় সে যদি স্মিথকে খুন করিয়া বসে, তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ!"

বলা বাহুল্য, মিঃ ব্লেক ছদ্মবেশে গমন করিয়াছিলেন; সুতরাং বার্থা বা

অন্য কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে হোটেলে প্রবেশ করিলেন, হোটেলের লোক-জন তখন স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত ছিল; সুতরাং তিনি কে, বা কিজন্য হোটেলে আসিয়াছেন, একথা তাঁহাকে কেহই জিজ্ঞাসা করিল না। তিনি দ্বিতলে উঠিয়া বার্থার কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বার ভিতর হইতে অর্গল রুদ্ধ না থাকিলেও বন্ধ ছিল। তিনি দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া মুহূর্ত্তকাল উত্থিত কর্ণে অপেক্ষা করিতেই, সেই কক্ষমধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তির অস্ফুটশব্দ শুনিতে পাইলেন। তাঁহার সন্দেহ দৃঢ়তর হইল।—তিনি তৎক্ষণাৎ দ্বার ঠেলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না! তিনি দেখিলেন, পেন্সিলে লেখা কয়েকখানি কাগজ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; স্মিথ মেঝের উপর চিৎ হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া আছে; আর বার্থা তাহার বক্ষঃস্থলে উপবেশন পূর্ব্বক উভয় হস্তে তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া আছে।—অতি ভীষণ দৃশ্য!

মিঃ ব্লেক পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইবামাত্র বার্থা হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল। সে স্মিথকে পরিত্যাগ করিয়া একলম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং গৃহপ্রাচীরে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া ভীতি-বিস্ফারিত নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু সে কোনও কথা বলিতে পারিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখনও থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল; ক্রোধে, ভয়ে ও উত্তেজনায় তাহার মুখমণ্ডল অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল।—মিঃ ব্লেক দেখিলেন, স্মিথ মৃতবৎ পড়িয়া আছে, যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। মিঃ ব্লেকের আশঙ্কা হইল, রাক্ষসী হয় ত গলা টিপিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

মিঃ ব্লেক নিদারুণ উত্তেজনায় তাঁহার কৃত্রিম দাড়ী-গোঁফ আকর্ষণ পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন; তাহার পর ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিলেন,

"রাক্ষসী, যদি তুমি এই যুবককে হত্যা করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমাকে ফাঁসীতে না লট্‌কাইয়া ছাড়িব না।"

বার্থা মিঃ ব্লেককে তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিয়া ক্রোধে দিক্‌-বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইল; তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে তাহার পকেটে হাত পুরিয়া মুক্তাখচিত একটি ক্ষুদ্র পিস্তল বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের অভিমুখে উদ্যত করিল, কর্কশ স্বরে বলিল, "ওরে ছদ্মবেশী গোয়েন্দা! কুক্ষণে তুই আমার অনুসরণ করিয়াছিলি।—যদি আমাকে ফাঁসী যাইতে হয়, তবে একটাকে হত্যা করিয়া কেন ফাঁসী যাইব? তোদের দু'জনকে হত্যা করিয়া ফাঁসী যাওয়াই ভাল। তোকে আমি কতদূর ঘৃণা করি, তাহা বুঝাইতে পারিব না। তোকে হত্যা করিয়া প্রাণ-দণ্ডকে আমি সুখের মৃত্যু মনে করিব। এই মুহূর্ত্তেই আমি তোকে গুলি করিয়া মারিব; তোর মৃতদেহ এখানে লুটাইতে না দেখিলে আমার মন স্থির হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাঁহার প্রাণান্ত হইতে পারে। তিনি যে বার্থাকে আক্রমণ করিয়া তাহার হস্ত হইতে পিস্তলটি কাড়িয়া লইবেন, বা চীৎকার করিয়া লোক ডাকিবেন, তাহার সম্ভাবনা দেখিলেন না; কারণ তৎপূর্ব্বেই তাঁহার মৃতদেহ ভূলুণ্ঠিত হইতে পারে। বার্থার পিস্তল তাঁহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া উদ্যত ছিল। এই রাক্ষসী তাঁহাকে যে ভয় প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা মুহূর্ত্তে কার্য্যে পরিণত করিতে পারে, এ সম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু মিঃ ব্লেক এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব উপায়ে এই ভীষণ সঙ্কটে রক্ষা পাইলেন। বার্থা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া স্মিথ অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিলেও তখন পর্য্যন্ত তাহার মৃত্যু হয় নাই। সে ভান করিয়া মৃতবৎ পড়িয়াছিল; মনে করিয়াছিল, বার্থা তাহাকে মৃত মনে করিয়া ছাড়িয়া দিলেই সে

একলম্ফে উঠিয়া বার্থাকে আক্রমণ করিবে।—সে অর্দ্ধ-নিমিলিত নেত্রে নিস্পন্দের ন্যায় পড়িয়া থাকিতে থাকিতে মিঃ ব্লেককে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিল। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিল, পড়িয়া থাকিয়া সমস্তই সে দেখিতে পাইল; এবং বুঝিল, তাহার প্রভুর জীবন-সংশয় উপস্থিত!

এ অবস্থায় তাহার কি কর্ত্তব্য, মুহূর্ত্ত মধ্যেই সে তাহা স্থির করিয়া লইল।—বার্থার দৃষ্টি তাহার দিকে নাই বুঝিয়া সে নিঃশব্দে উঠিয়া বসিল, তাহার পর চক্ষুর নিমেষে এক লম্ফে বার্থাকে আক্রমণ করিল; এবং বার্থা তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিবার পূর্ব্বেই, সে এক হস্তে বার্থার মুখ চাপিয়া ধরিয়া, অন্য হস্তে পিস্তলটি তাহার হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইয়া মিঃ ব্লেকের অভিমুখে নিক্ষেপ করিল।—মিঃ ব্লেক ক্ষিপ্রহস্তে পিস্তলটি ধরিয়া ফেলিলেন।

এই ব্যাপারে বার্থা ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া লগুড়াহতা ব্যাঘ্রীর ন্যায় স্মিথকে আক্রমণ করিল; এবং তাহার মুখে এমন এক ঘুঁসি মারিল যে, স্মিথ সেই আঘাতে ঘুরিয়া পড়িয়া গেল!—বার্থা আর তাহার দিকে না চাহিয়া মিঃ ব্লেককে আক্রমণ করিবার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হইল; কিন্তু সে তাঁহাকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক তাহারই পিস্তলটি তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া বাগাইয়া ধরিয়া ধীর স্বরে বলিলেন, "স্থির হও; আর একপদ অগ্রসর হইয়াছ কি মরিয়াছ! চীৎকার করিলেও তোমার রক্ষা নাই।"

বার্থা বুঝিল, মিঃ ব্লেক তাহারই অস্ত্র লইয়া তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছেন; সুতরাং সে মুহূর্ত্তের জন্য কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া মধ্য-পথে দণ্ডায়মান হইল, ব্লেকের অঙ্গ স্পর্শ করিতে সাহস না করিয়া হতাশ ভাবে বলিল, "আমি চীৎকার করিয়া হোটেলের সমস্ত লোককে

এইখানে জড় করিব, বলিব, তোমরা দু'জনে আমার ঘরে চুরি করিতে আসিয়াছিলে!—দেখি, পুলিস তোমাদের গ্রেপ্তার করে কি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চীৎকার করিলে তোমার কোন লাভ হইবে না; বরং তাহাতে বিপরীত ফল হইবে।"

বার্থা বলিল, "তুমি অনর্থক আমাকে ভয় দেখাইতেছ; আমি এই মুহূর্ত্তেই হোটেলের ম্যানেজারকে ডাকিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ম্যানেজারকে ডাকিয়া কি হইবে? যদি তুমি ভাল চাও, তবে চুপ করিয়া থাক; আমি তোমার কোনও অনিষ্ট করিব না, তোমার কলঙ্ক রটিবারও ভয় থাকিবে না।"

স্মিথ ইতিমধ্যে ভূমিশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিক্ষিপ্ত কাগজগুলি কুড়াইয়া লইল, এবং তাহা গুছাইয়া তাহার প্রভুর হস্তে প্রদান করিয়া বলিল, "কর্ত্তা, এ মাগী কোন রকম গোলমাল করিতে সাহস করিবে না, উহার মৃত্যু-বাণ যে আপনারই হাতে আছে! নিজেল্ মসারিন্‌কে হত্যা করিবার পরামর্শ দিয়া এই রাক্ষসী উহার ছেলেকে যে পত্র লিখিতেছিল, ইহাই সেই পত্রের খস্‌ড়া। এই খস্‌ড়া খাটের গদির নীচে লুকাইয়া রাখিয়াছিল; আমি আমার কুঠুরী হইতে দরজার ছিদ্র দিয়া লুকাইয়া রাখিতে দেখিয়াছিলাম।"

স্মিথের কথা শুনিয়া বার্থা বুঝিল, একটি বৃটীশ্ সৈনিক পুরুষকে হত্যা করিবার জন্য সে গোপনে যে ষড়যন্ত্র করিতেছিল, তাহা প্রকাশ হইলে তাহার কঠোর শাস্তি হইবে!—সুতরাং সে আর উচ্চবাচ্য করিতে সাহস করিল না।

মিঃ ব্লেক সেই খস্‌ড়া ও পিস্তলটি পকেটে ফেলিয়া বার্থাকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "যদি মরিবার ইচ্ছা না থাকে, তবে এখনও সাবধান হও; তোমার এই জঘন্য ষড়যন্ত্র ত্যাগ কর। আমার উপদেশ অগ্রাহ্য

করিয়া যদি তুমি পুনর্ব্বার নিজেল্ মসারিন্‌কে হত্যা করিবার জন্য তোমার পুত্রের সহিত ষড়যন্ত্র কর ; যদি নিজেলের কোনও অনিষ্ট হয় ; তাহা হইলে তুমি এরূপ কঠোর দণ্ড লাভ করিবে যে, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহা তোমার স্মরণ থাকিবে।"

বার্থা স্পর্দ্ধা ভরে বলিল, "তোমার ভয়-প্রদর্শনে কি আমি আমার-ন্যায্য অধিকার ত্যাগ করিব ? যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিজেলের মৃত্যু হইলে আমিই আমার স্বামীর সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ; আমি তোমাকে বা অন্য কাহাকেও আমার স্বামীর সম্পত্তি ফাঁকি দিয়া লইতে দিব না।"

মিঃ ব্লেক একথার কোন উত্তর না দিয়া স্মিথকে বলিলেন, "স্মিথ ! আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে ; আর আমাদের এখানে অনর্থক বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই, চল, বাড়ী যাই।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া হোটেল পরিত্যাগ করিলেন।

হোটেলের বাহিরে আসিয়া স্মিথ তাহার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এই মাগীটাকে পুলিসে দিলেন না কেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। উহার অপরাধের প্রমাণ হইবে না বলিয়া যে উহাকে পুলিসে দিলাম না, এরূপ নহে ; প্রমাণ যথেষ্টই আছে, কিন্তু আমার পরলোকগত বন্ধু রবার্ট মসারিনের পারিবারিক কলঙ্ক যাহাতে জনসমাজে প্রচারিত হয়, এরূপ কোন কার্য্য আমার অকর্ত্তব্য। বিশেষতঃ, বার্থা যে সঙ্কল্প করিয়াছে, আমি তাহা যখন কৌশলে ব্যর্থ করিতে পারি, তখন উহাকে লইয়া টানাটানি করিবার আবশ্যক কি ? যাহাই হউক, এই শয়তানী যাহাতে নিজেলের কোনও অনিষ্ট করিতে না পারে, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব ; নিজেল্‌কে সতর্ক করিয়া দিব।"

স্মিথ বলিল, "আমি নিশ্চয় বলিতে পারি এই রাক্ষসী অবিলম্বে হলাণ্ডে

যাইবে ; হলাণ্ড হইতে সে জর্ম্মানীতে গিয়া তাহার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, আপনি তাহার গমনে বাধাদানের চেষ্টা করিবেন না ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না ; তুমি লণ্ডনে থাকিয়া উহার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখ।”

স্মিথ বলিল, “তাহা না হয় রাখিলাম ; কিন্তু আপনি একটু আগে বলিতেছিলেন, আজ রাত্রেই আপনি ফ্রান্সে যাত্রা করিবেন ; এ অবস্থায় আমাকে কি করিতে হইবে, তাহা ত জানা চাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সে কথা সত্য। আমি যত শীঘ্র যাইতে পারি ততই ভাল। নিজেল্‌কে দিয়া তাহার বাগ্‌দত্তা পত্নীর অনুকূলে একখানি উইল করাইতে না পারিলে আমার মন স্থির হইতেছে না ; কারণ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে নিজেলের জীবন অত্যন্ত অনিশ্চিত। সে যুদ্ধে হঠাৎ নিহত হইলে, এই রাক্ষসী তাহার পিতার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে, তখন অভাগিনী ক্লেয়ারকে পথে বসিতে হইবে। যাহা হউক, আমার বোধ হয় তোমার কাজ আজই শেষ হইয়া যাইবে ; আজই শেষ হইলে তোমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইব ; অন্যথা তুমি পরে যুদ্ধক্ষেত্রে আমার নিকট উপস্থিত হইও। সেখানে তোমার সহায়তার আবশ্যক হইতে পারে ; কখন কি করিতে হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই।”

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর স্মিথ করোনা-হোটেলে প্রত্যাগমন করিল ; মিঃ ব্লেক একখানি গাড়ীতে উঠিয়া গৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার পাঠ-কক্ষে প্রবেশ করিয়া পকেট হইতে বার্থার পত্রের খস্‌ড়া বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন ; পত্রখানি পাঠ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় ঘৃণা ও ক্রোধে পূর্ণ হইল। পত্রখানি দীর্ঘ ; তিনি এই পত্রের যতটুকু পাঠ করিলেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

“প্রিয় কন্‌রাড্‌! তুমি শুনিয়া মর্ম্মাহত হইবে যে, আমি দীর্ঘকাল

হইতে যে আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম, তাহা বিফল হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল ; আপাততঃ তাহা পূর্ণ হইবার কোনও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। হতভাগা গোয়েন্দা রবার্ট ব্লেক একটি শয়তান ! তাহার ন্যায় হিংস্র-প্রকৃতির লোক আমি আর কখনও দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। সে স্বয়ং আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়া গিয়াছে, তোমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নিজেল্ মসারিন্ যুদ্ধে নিহত হয় নাই ; সে অক্ষতদেহে পুনর্ব্বার যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে ! সে ইংরাজের নবম ড্রেগুণ গার্ডস্ নামক সৈন্যদলে কাজ করে ; সুতরাং এই রেজিমেণ্ট এখন কোথায় থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছে, তাহার সন্ধান লওয়া তোমার পক্ষে কঠিন হইবে না। এই সৈন্যদল এখন কোথায় আছে, আমি তাহা অবগত নহি। যে বিপুল সম্পত্তি আমাদের হস্তচ্যুত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, তাহা যাহাতে আমাদের অধিকারে আসে, সেজন্য তোমাকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। সম্মুখ-যুদ্ধে নিজেল্ মসারিনের সহিত তোমার সংঘর্ষণ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, তুমি গোপনে বৃটীশ সৈন্যদলে প্রবেশ পূর্ব্বক কোনও উপায়ে তাহাকে হত্যা করিতে পার। ইহা তোমাকে করিতেই হইবে। যদি এই কার্য্য তোমার পক্ষে অসম্ভব হয়, তাহা হইলে তুমি ভাড়াটে গুণ্ডার সাহায্যে কার্য্য শেষ করিবে; চেষ্টা করিলে তুমি যে কৃতকার্য্য হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্মরণ রাখিও, যেমন করিয়া হউক—এই বিপুল সম্পত্তি আমাদিগকে হস্তগত করিতেই হইবে ; তাহা লাভ করিতে পারিলে আমাদের চিরজীবন পরম সুখে কাটিবে ; আমরা রাজার মত কাল কাটাইতে পারিব।—অতএব তুমি যেমন করিয়া পার”—

পত্রখানি অত্যন্ত দীর্ঘ ; মিঃ ব্লেক পত্রের এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াই এরূপ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন যে, তাহার অবশিষ্টাংশ পাঠ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি কাগজগুলি অবজ্ঞাভরে টেবিলের উপর ফেলিয়া

রাখিয়া মনে মনে বলিলেন, "বোধ হয় আমি অন্যায় করিয়াছি ; আমার অনুমান হইতেছে, রাক্ষসী বার্থা সহজে তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিবে না। সে হয় তাহার পুত্রকে পত্র লিখিবে ; না হয়, স্বয়ং তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে। তাহার কুমন্ত্রণায় কন্‌রাড্‌ও নিজেল্‌কে হত্যা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।—এ অবস্থায় নিজেল্‌কে অগ্রে সাবধান করাই আমার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।"

সেই দিন রাত্রি আট ঘটিকার সময় মিঃ ব্লেক তাঁহার লট্‌বহর গুছাইয়া লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন, এবং সাজ-সজ্জা শেষ করিয়া বাতায়ন-সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন ; রাজপথের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তখনও পথ দিয়া বহু লোক যাতায়াত করিতেছে ; নানা আকারের যান-বাহনে রাজপথ সমাচ্ছন্ন !

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "স্মিথকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিলেই ভাল হয়। যতক্ষণ পারি, তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া দেখি ; ইতিমধ্যে সে আসিয়া পড়িতেও পারে।"

প্রায় পনের মিনিট পরে একখানি গাড়ী আসিয়া মিঃ ব্লেকের বহির্দ্বারে থামিল ; স্মিথ গাড়ীর দরজা খুলিয়া ব্যস্তভাবে গৃহে প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে।—আমি ভাবিতেছিলাম, যাইবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা হইল না !"

স্মিথ বলিল, "সেইজন্যই ত তাড়াতাড়ি আসিতেছি ; বার্থা-সম্বন্ধে আমার অনুমান ঠিকই হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কি লণ্ডন ত্যাগ করিয়াছে ?"

স্মিথ বলিল, "প্রায় বটে ! আমি লিভারপুল ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিয়াছিলাম। সে হলাণ্ডের টিকিট লইয়াছে ; টিকিট লইয়া

আহারাদির জন্য 'গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে' গিয়াছে। আহারের পর সে নিশ্চয়ই হলাণ্ডে যাত্রা করিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। এখন আমার মনে হইতেছে, এই রাক্ষসীকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিসের হস্তে সমর্পণ করাই উচিত ছিল। যাহা হউক, যাহা হয় নাই—তাহার জন্য আক্ষেপ অনর্থক। সে হলাণ্ডে যাইতেছে, যাক্; আমার যাত্রার বিলম্ব নাই। তুমিও আমার সঙ্গে চল। আমি আমাদের দু'জনের জন্যই অনুমতি-পত্র আনিয়াছি।—তোমাকে বোধ হয় বিশেষ কোনও যোগাড়-যন্ত্র করিতে হইবে না; একটা ব্যাগে কিছু কাপড়-চোপড় পুরিয়া লইয়া শীঘ্র প্রস্তুত হও।"

স্মিথ সোৎসাহে বলিল, "আমি তিন মিনিটের মধ্যেই আসিতেছি; আপনি একটু অপেক্ষা করুন।"

দশ মিনিট পরে মিঃ ব্লেক, স্মিথকে সঙ্গে লইয়া একখানি মোটর গাড়ীতে চেয়ারিংক্রশ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। ষ্টেশনে ট্রেণ প্রস্তুত ছিল; এই ট্রেণে তাঁহারা ফ্রান্সদেশে যাত্রা করিলেন।

পিশাচী বার্থার ভীষণ সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা ফ্রান্স দেশে যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যসিদ্ধির পথে কত বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, তাহা তাঁহারা তখনও অনুমান করিতে পারেন নাই; পাঠক ক্রমে তাহা জানিতে পারিবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইংলিশ উপসাগরে জাহাজের উপর রাত্রিকালে ঠাণ্ডা লাগিয়া মিঃ ব্লেক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। ফ্রান্সে পদার্পণ করিয়া মিঃ ব্লেকের শরীর এতই অসুস্থ হইল যে, বলোন্‌ নগরের একটি হোটেলে পাঁচ দিন তাঁহাকে শয্যাগত থাকিতে হইল।

পাঁচ দিন সুদীর্ঘ কাল নহে; সুতরাং এই সময় অকর্ম্মণ্য ভাবে পড়িয়া থাকায় কার্য্যহানির আশঙ্কায় তিনি তেমন উৎকণ্ঠিত হইলেন না। তাঁহাকে রোগ-শয্যায় পড়িয়া থাকিতে হইলেও, তিনি স্মিথকে নিজেল্‌ মসারিনের সন্ধান লইবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন; স্মিথকে উপদেশ দিয়াছিলেন, "যদি শীঘ্র কোন যুদ্ধ উপস্থিত হয়—তাহা হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার পূর্ব্বে নিজেল্‌কে দিয়া একখানা উইলে তাহার নাম স্বাক্ষর করিয়া লইবে।" —কিন্তু নবম ড্রেগুণ গার্ড সৈন্যদলকে কয়েক দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে না হওয়ায় তাঁহার চিন্তার কোনও কারণ ছিল না।

যাহা হউক, এই রেল-ষ্টীমারের দিনে পাঁচ দিনের মধ্যে, লণ্ডন হইতে হলাণ্ডে দূরের কথা, ইউরোপের যে কোনও স্থানে উপস্থিত হইতে পারা যায়; জর্ম্মানীতে উপস্থিত হইতে পূর্ণ একদিনও লাগে না! সুতরাং ইতিমধ্যে বার্থা হলাণ্ড ঘুরিয়া তাহার স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কন্‌রাডের সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়াছে, ইহা অনুমান করিয়া মিঃ ব্লেক একটু অসচ্ছন্দতা বোধ করিলেন; এবং রোগ-শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একদিন মধ্যাহ্নের পর একখানি মোটর গাড়ী ভাড়া করিয়া বলোন্‌ নগর হইতে যাত্রা করিলেন।—যুদ্ধক্ষেত্রই তাঁহার গন্তব্য স্থল।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "কন্‌রাড্‌, নিজেল্‌কে গোপনে হত্যা করিবার চেষ্টায় যদি ছদ্মবেশে ব্রিটীশ লাইনে প্রবেশ করে, তাহা হইলে

তাহার ধরা পড়াও বিচিত্র নহে।—তাহাকে গুপ্তচর মনে করিয়া যদি ব্রিটীশ প্রহরীরা গুলি করিয়া মারে, তাহা হইলে কণ্টক সহজেই দূর হয়; কিন্তু তাহা কি হইবে ?"

স্মিথ, নিজেদের সন্ধান লইয়া ব্লেককে একখানি পত্র লিখিয়াছিল; সুতরাং তাঁহার কোনও অসুবিধা হইল না। এই অঞ্চলের পথ-ঘাট সমস্তই তাঁহার পরিচিত; তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া দ্রুতবেগে মোটর চালাইতে লাগিলেন; তবে মধ্যে মধ্যে একএকটা ঘাটিতে গাড়ী থামাইয়া অনুমতি-পত্র দেখাইতে হইল।

সূর্য্যাস্তের পর মিঃ ব্লেক যে গ্রামে উপস্থিত হইলেন, সেই গ্রাম হইতে যুদ্ধক্ষেত্র এক ঘণ্টার পথ। যে সকল সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছিল, তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী দল এই গ্রামের অদূরে অবস্থিত ছিল।—মিঃ ব্লেক একটি কুটীরের সম্মুখে আসিয়া গাড়ী থামাইবামাত্র স্মিথ সেই কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া হাসিমুখে তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

স্মিথ বলিল, "আপনার এত বিলম্ব হইল যে! আমার বড়ই চিন্তা হইয়াছিল; আমি আশা করিয়াছিলাম, মধ্যাহ্ন কালেই আপনি এখানে উপস্থিত হইবেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাল রাত্রে আমি তোমাকে টেলিগ্রাম করিয়া-ছিলাম, আমি আজ সকালে রওনা হইব; কিন্তু পথে আহারের সুবিধা হইবে না মনে করিয়া, আমি আহারাদির পর যাত্রা করিয়াছি।—এখন বল সংবাদ কি ?"

স্মিথ বলিল, "সংবাদ ভালই; আপনার জন্যই এই বাসাটি ভাড়া করিয়াছি; আশা করি আপনার কোনও অসুবিধা হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লেপ্টেনাণ্ট মসারিনের সাক্ষাৎ পাইয়াছ ?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, কর্ত্তা! সে আপনার জন্য এখানেই অপেক্ষা করিতেছে।"

স্মিথের কথা শেষ হইতে না হইতে সৈনিক-পরিচ্ছদধারী একটি রূপবান সৈনিক যুবক আসিয়া তাঁহার কর-কম্পন করিল; মিঃ ব্লেক তাহার সহিত কুটীরে প্রবেশ করিলেন। আগন্তুক নিজেল্ মসারিন্।

স্মিথ তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

স্মিথ সেই কুটীরে মিঃ ব্লেকের জন্য আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। মিঃ ব্লেক ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন; আহার শেষ করিয়া চুরুট টানিতে টানিতে তিনি নিজেলের সহিত গল্প আরম্ভ করিলেন।

নিজেল্ বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনি আমার জন্য অসাধারণ কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, সেজন্য আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। স্মিথ আমাকে সকল কথাই বলিয়াছে। পলিনের পত্রে আমি আমার পিতার মৃত্যু-সংবাদ জানিতে পারিয়াছি; আমার নিরুদ্দেশের সংবাদ শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল না, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই।—পিতাকে হারাইয়া আমার জীবন অবলম্বন শূন্য মনে হইতেছে।"

পিতৃশোকে নিজেলের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল; তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া, শোকাবেগ কিঞ্চিৎ প্রসমিত হইলে, সংযত স্বরে বলিল, "আমার বিমাতার ব্যবহারের কথা শুনিয়া আমি হৃদয়ে বড়ই বেদনা পাইয়াছি। তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত, সর্ব্বদাই আমার অনিষ্ট চিন্তা করেন তাহা জানি; কিন্তু তিনি যে তাঁহার পুত্রকে দিয়া আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবেন, ইহা স্বপ্নেও মনে করি নাই। নারী এতদূর পিশাচী হইতে পারে, আমার এরূপ ধারণা ছিল না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার বিমাতার অসাধ্য কর্ম্ম নাই।—আমার

বিশ্বাস, সে হলাণ্ডের পথে জর্ম্মানীতে গিয়াছে ; এবং সম্ভবতঃ ইতিমধ্যেই তাহার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে।”

নিজেল্ বলিল, “মাতা বা সন্তান—তাহাদের কাহাকেও আমি ভয় করি না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি সতর্ক থাকিলে ভয়ের কোনও কারণ নাই ; সাবধানের বিনাশ নাই, এ কথাটি সত্য। যাহা হউক, এখন তোমার পিতার উইলের কথা বলি। তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ তোমার পিতার উইলানুসারে তোমার অবর্ত্তমানে তোমার বিমাতাই তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী।”

নিজেল্ বলিল, “হাঁ, স্মিথের নিকট সে কথা শুনিয়াছি। আমার অবর্ত্তমানে আমার বিমাতা সম্পত্তি লাভ করিবেন বুঝিয়াই তিনি আমাকে তাঁহার স্বার্থ-সিদ্ধির একমাত্র অন্তরায় মনে করিতেছেন।—কোনরূপে আমার মৃত্যু হইলেই তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এ কথা সত্য ; কিন্তু কলমের এক খোঁচায় তাহার সকল আশা, তাহার সুখ-স্বপ্ন চূর্ণ হইতে পারে, সে কথা বোধ হয় সে ভাবিয়া দেখে নাই। সম্পত্তি এখন তোমার ; তুমি এই সম্পত্তির যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পার। এই জন্যই তোমাকে অবিলম্বে একখানি উইল করিতে অনুরোধ করিতেছি।”

নিজেল্ বলিল, “আমিও উইল করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি।”

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাহার অনুকূলে উইল করিবে?”

নিজেল্ বলিল, “আমার বাগ্‌দত্তা-পত্নী পলিন্ ক্লেয়ারের অনুকূলে। উইলখানি শীঘ্র স্বাক্ষরিত হওয়া আবশ্যক ; যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের জীবন পদ্মপত্রের জলের মত,—এই আছে, এই নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাগজ কলম আমার সঙ্গেই আছে; আজ রাত্রেই উইলখানি লিখিয়া ফেলিব কি?"

নিজেল্ বলিল, "কিন্তু আজ ত আমি তাহাতে স্বাক্ষর করিবার সময় পাইব না। আজ রাত্রি ৯টার সময় হইতে আমার 'ডিউটি'; ৯টা বাজিবার অধিক বিলম্ব নাই, আমাকে অবিলম্বে ছাউনীতে যাইতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা' বটে, কিন্তু আর বিলম্ব করা অকর্ত্তব্য। কাল প্রত্যূষে হয় ত তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে; যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত।"

নিজেল্ বলিল, "কাল সকালে সম্ভবতঃ যুদ্ধ আরম্ভ হইবে না; তবে শীঘ্রই যে একটি ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। শত্রুপক্ষ নভে সার্পেণ্টে ছাউনী করিয়া আছে; সেই স্থানে তাহাদের সহিত যুদ্ধ হইবে বটে, কিন্তু এখনও তাহার বিলম্ব আছে। ইতিমধ্যে আমাদের সৈন্যগণ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে উইলখানি এত তাড়াতাড়ি না লিখিলেও চলে; তোমার যাহাতে সুবিধা হয় তাহাই করিব।"

নিজেল্ বলিল, "না, তেমন তাড়াতাড়ি নাই; আপনি মিস্ ক্লেয়ারের অনুকূলে উইলখানি লিখিয়া রাখিবেন, আমি কাল বেলা আটটার সময় আসিয়া উহাতে স্বাক্ষর করিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম, আমি উইল লিখিয়া রাখিব। আর এক কথা, তুমি কন্‌রাডের কোনও সংবাদ রাখ? সে কোথায় থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।"

নিজেল্ বলিল, "আপনাকে তাহা বলিতে পারি; আমি তাহাকে একদিন দেখিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তাহাকে দেখিয়াছ কোথায় দেখিলে ?"

নিজেল্ বলিল, "আমি যে সময় জর্ম্মান-হস্তে বন্দী হইয়াছিলাম, সেই সময় একদিন তাহাকে দেখিয়াছি। আমাকে একটি গুদামে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল ; সেই স্থানে একদিন দেখিলাম, কন্‌রাড্ একদল অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত অগ্রসর হইতেছে। সে জিটেন্ হুসার্ নামক সৈন্যদলের একজন কাপ্তেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে সে এ অঞ্চলেই আছে ?"

নিজেল্ বলিল, "হাঁ, এখান হইতে ৭।৮ মাইল দূরে তাহার ছাউনী। সে যে রেজিমেণ্টে কাজ করে, সেই রেজিমেণ্ট এখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস ; শীঘ্রই তাহাদিগকে যুদ্ধে নামিতে হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে কন্‌রাডের সহিত আমার সাক্ষাৎ না হইলেই আমাদের মঙ্গল ; সাক্ষাৎ হইলে হয় আমি তাহার প্রাণসংহার করিব, না হয় সে—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নিজেল্ ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, তাহার পর বলিল,—"আমাকে এই মুহূর্ত্তেই ছাউনীতে যাইতে হইবে।—নমস্কার, কাল্ সকালে আবার আসিব।"

লেফ্‌টেনাণ্ট নিজেল্ মসারিন্ মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। রাত্রি দশটার সময় মিঃ ব্লেক পরিশ্রান্ত দেহ-ভার শয্যায় প্রসারিত করিলেন। আজ তাঁহার মন অনেকটা নিশ্চিন্ত ; তিনি বুঝিলেন, বার্থা অতঃপর কোনও কৌশলে নিজেলের সম্পত্তি অধিকার করিতে পারিবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ সেই নিভৃত কুটীরে দুইটী বিভিন্ন শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। অর্দ্ধরাত্রে কি একটা শব্দে মিঃ ব্লেকের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তাঁহার বোধ হইল, কেহ তাঁহার পায়ে ধাক্কা দিতেছে!—তিনি তাড়াতাড়ি শয্যায় উঠিয়া বসিলেন।

স্মিথ বলিল, "আপনি জাগিয়াছেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, জাগিয়াছি; তুমি কি আমার পায়ে ধাক্কা দিতেছিলে?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, আমি ইচ্ছা করিয়াই আপনার ঘুম ভাঙ্গাইয়াছি। বাহিরে কিসের শব্দ হইতেছে শুনিতে পাইতেছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, একটা শব্দ হইতেছে বটে! যেন অদূরে বহুলোকের পদশব্দ; অশ্বের পদশব্দও শুনিতে পাইতেছি; বোধ হয় গাড়ীও চলিতেছে।—দেখি রাত্রি কত!"

মিঃ ব্লেক দেশলাই জ্বালিয়া ঘড়ি দেখিলেন; তাহার পর বলিলেন, "তিনটা বাজিয়া গিয়াছে।—এ সময় এত সৈন্য কোথায় যাইতেছে? চল, বাহিরে গিয়া দেখি ব্যাপার কি!—বোধ হয় সৈন্যেরা নিকট দিয়াই যাইতেছে।"

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ জুতা জামায় সজ্জিত হইয়া বাতায়নের সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন; বহির্দ্দেশে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না!

রাত্রি অবসান-প্রায়। বাতাস অত্যন্ত ঠাণ্ডা, কিন্তু সে বায়ুর হিল্লোল ছিল না; পূর্ব্বাকাশে তখনও ঊষার আলোক-চিহ্ন পরিস্ফুট

হয় নাই। অন্ধকার রাত্রি, সুতরাং দূরের বস্তু তাঁহাদের দৃষ্টি-পথবর্ত্তী না হইলেও সেই কুটীরের অনতিদূরে পথের ধারে স্তম্ভশিরে একটি আলো জ্বলিতেছিল; সেই আলোকের সাহায্যে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, খাকি পরিচ্ছদধারী কতকগুলি অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য যথা-সম্ভব নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে অগ্রসর হইয়াছে। তাহারা দুইদলে বিভক্ত হইয়া চলিতেছে; উভয় দলের মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যবধান। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া এই উভয় সৈন্যদল একটি তেমাথা পথের মোড়ে উপস্থিত হইল; এবং দুইদল দুইটি বিভিন্ন পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল।—এক দল দক্ষিণের পথে, আর একদল বামের পথে গেল।

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "উঃ, কত সৈন্য!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সৈন্যসংখ্যা সহস্র সহস্র হইবে; উহারা পিপীলিকা শ্রেণীর মত চলিয়াছে, তথাপি উহাদের শেষ নাই!"

স্মিথ বুঝিতে না পারিলেও, সেই অন্ধকার রাত্রে নিঃশব্দে এই-রূপ সৈন্য-পরিচালনার উদ্দেশ্য কি, তাহা অনুমান করা মিঃ ব্লেকের পক্ষে কঠিন হইল না; তিনি বুঝিলেন, গোপনে অকস্মাৎ শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করিবার জন্যই এই আয়োজন!

সহস্র সহস্র সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ ভাবে চলিয়াছে, কিন্তু কাহারও মুখে একটি কথামাত্র নাই; এমন কি, পরিচালকের আদেশধ্বনিও তাঁহার কর্ণগোচর হইল না! সকলেই মৌনভাবে গম্ভীর বদনে দ্রুত চলিতে লাগিল। প্রথমে অশ্বারোহী, তাহার পর পদাতিক; পদাতিকের পর অশ্বারোহী,—এইভাবে বিভক্ত হইয়া তাহারা চলিতে লাগিল। সেনানায়কগণ অশ্বা-রোহণে, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদের মস্তক বক্ষস্থলে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; অশ্বের বল্গা তাঁহারা সজোরে টানিয়া রাখিয়াছেন। পথিপ্রান্তবর্ত্তী উজ্জ্বল দীপালোক সৈনিকশ্রেণীর

করধৃত বর্শার অগ্রভাগে, কটীনিবদ্ধ তরবারিতে, শত শত রাইফেলে, এবং সমুন্নত পতাকাসমূহে প্রতিফলিত হইয়া নয়ন-সমক্ষে যেন বিচিত্র ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিতেছিল ! এই সকল সৈন্যের পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ কামানের গাড়ী চলিতে লাগিল ; কামান-শকটের চক্রপ্রান্ত চট্ দ্বারা আবৃত। যে সকল অশ্ব কামানের গাড়ীগুলি টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহাদের গমন-ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল, তাহারাও বুঝিয়াছে তাহাদিগকে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে অগ্রসর হইতে হইবে।

স্মিথ বলিল, "অগ্রে যাহারা চলিয়া গেল, তাহারা কানাডা দেশের সৈন্য ; যে সকল সৈন্য তাহাদের অনুগমন করিতেছে, উহারা কোন্ দেশের সৈন্য ?—আমার বোধ হয়, উহারা ভারতীয় সৈন্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, উহারা পঞ্জাবী ও বেলুচী সৈন্য। উহাদের পর আর একদল কেনেডীয় সৈন্য আসিতেছে ; সকল সৈন্যই একলক্ষ্যে অগ্রসর হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক চিন্তাকুল চিত্তে কুটীরের বাহিরে আসিলেন ; স্মিথ তাঁহার অনুসরণ করিল। তাঁহারা উভয়ে আলোক-স্তম্ভের সন্নিহিত পথে আসিয়া দণ্ডায়মান হইবামাত্র একজন প্রৌঢ় বৃটীশ সেনানায়ক অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। মিঃ ব্লেক দীপালোকে তাঁহার মুখ দেখিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহারা পরস্পর সুপরিচিত ; কিন্তু এই সৈনিক পুরুষ মিঃ ব্লেককে চিনিতে পারিয়াও তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন না ; গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ব্লেক, তুমি এখানে দাঁড়াইও না, অবিলম্বে তোমার কুটীরে প্রবেশ কর।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাতে আমার আপত্তি নাই ; কিন্তু এই অভিজানের উদ্দেশ্য কি ?—এত সৈন্য কোথায় যাইতেছে ?"

এই সেনানায়কের নাম কর্ণেল উইল্‌সন্। তিনি আরও অধিক গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি বৃথা-কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না; আপনি আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দেন।—নভে সার্পেণ্টের বিরুদ্ধেই কি এই অভিযান নহে?"

কর্ণেল উইল্‌সন্ বলিলেন, "তোমার অনুমান সত্য, এই মাত্র বলিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সৈন্যদলের মধ্যে 'নবম ড্রেগুণ গার্ডস্' সৈন্যদলও আছে কি?"

মিঃ উইল্‌সন্ বলিলেন, "হাঁ, তাহারাও আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই সৈন্যদলের লেফ্‌টেনাণ্ট মসারিনের সহিত আমার দুই একটি কথা কহিবার সুবিধা হইবে না?"

কর্ণেল বলিলেন, "অসম্ভব! তোমার কুটীরে ফিরিয়া যাও; সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কুটীর হইতে বাহির হইও না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সূর্য্যোদয়ের পর যেথানে ইচ্ছা যাইতে পারিব?"

কর্ণেল বলিলেন, "আমি সে কথা বলিতে পারি না; তুমি সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করিতে পার।"

কর্ণেল উইল্‌সন্ দ্রুতবেগে অশ্ব পরিচালিত করিলেন। মিঃ ব্লেকও কুটীরাভিমুখে গমনোদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় স্মিথ তাঁহার পৃষ্ঠে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "দেখুন, দেখুন!"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইতেই দেখিতে পাইলেন, নবম ড্রেগুণ গার্ডস্ সৈন্যদল শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে সেইদিকে অগ্রসর হইতেছে। লেফ্‌টেনাণ্ট নিজেল্ মসারিন্ আলোক-স্তম্ভের সন্নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র মিঃ ব্লেকের সহিত তাঁহার দৃষ্টি-বিনিময় হইল; কিন্তু নিজেল্ মিঃ

ব্লেককে চিনিতে পারেন নাই, এইভাবে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন; সামরিক নিয়ম লঙ্ঘনের আশঙ্কায় তিনি মিঃ ব্লেকের সহিত বাক্যালাপ করিতেও পারিলেন না, সৈন্যদলের সহিত কয়েক মিনিটের মধ্যেই অদৃশ্য হইলেন।

মিঃ ব্লেক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষণ্ণ বদনে স্মিথের সহিত কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; সবিষাদে স্মিথকে বলিলেন "বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়! নিজেলের বিশ্বাস ছিল যুদ্ধারম্ভের বিলম্ব আছে; আজ রাত্রেই তাহাকে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে, এ কথা সে জানিত না। ইহার ফল বিষময় হইতে পারে। এই ভীষণ যুদ্ধে যদি তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার সকল চেষ্টা বৃথা হইবে; বার্থার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"

স্মিথ বলিল, "অমঙ্গলটাই আগে ভাবিতেছেন কেন? নিজেল্ অক্ষত দেহে প্রত্যাগমন করিতে পারিবে।"

মিঃ ব্লেক হতাশভাবে বলিলেন, "তাহার নিশ্চয়তা কি? এই ভীষণ যুদ্ধে কে মরিবে কে বাঁচিবে, তাহা কে বলিবে? কাল্ রাত্রে যদি নিজেল্ আর আধ ঘণ্টা বিলম্ব করিয়া যাইত, তাহা হইলে আমার এত দুশ্চিন্তা হইত না। নিজেলের মৃত্যুতে বার্থা সমগ্র সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে; অভাগিনী ক্লেয়ারকে পথে বসিতে হইবে!"

স্মিথ বলিল, "চিন্তা করিয়া আর ফল কি? নিজেল্ ত সকল কথাই জানিয়া গিয়াছে; যুদ্ধক্ষেত্রে সে অনায়াসে তাহার নোটবহির একখানি পাতা ছিঁড়িয়া তাহাতে উইলখানা লিখিয়া, দুইজন সাক্ষীর স্বাক্ষর লইতে পারে।"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সে তাহার সময় পাইবে কি না সন্দেহ; যুদ্ধক্ষেত্রে এরূপ সুযোগ পাওয়া দুর্ঘট।"

স্মিথ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এখন কি করিবেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি ক্লেয়ারের অনুকূলে একখানি উইল লিখিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইব ; সেখানে নিজেলের সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করিব। তাহার সৈনাদল সম্ভবতঃ কিছু বেলা হইলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে ; আশা করি সেনাপতি আমাকে—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি তাঁহার ব্যাগ খুলিয়া কাগজ কলম বাহির করিলেন ; তাহার পর স্মিথকে বলিলেন, "তুমি এখন শয়ন কর, আমি প্রত্যূষে তোমাকে ডাকিয়া তুলিব।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ফ্রান্স দেশের নভে সার্পেন্টে নামক পল্লী ও তাহার চতুঃপ্রান্তস্থ ক্ষেত খামার ও পান্থশালা প্রভৃতি স্থান ব্যাপিয়া শত্রু-সৈন্যগণ কিছুদিন হইতে একটি দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়াছিল। ইংরাজ সেনানায়কগণ এই স্থানটি অধিকার করা একান্ত আবশ্যক বুঝিয়া কয়েক দিন হইতে গোপনে ও অতি সাবধানে তাহা আক্রমণের উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছিলেন।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ-বর্ণিত প্রভাতে বহুসংখ্যক ইংরাজ সৈন্য বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইল; এবং দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর, যুদ্ধারম্ভের সঙ্কেত-চিহ্নস্বরূপ একটি কামান হইতে গোলা-বর্ষণ আরম্ভ হইবামাত্র শত শত কামান অনল-বর্ষণ আরম্ভ করিল; সেই ব্যূহের অভিমুখেই সকল কামানের লক্ষ্য!

ক্রমে যতই বেলা বাড়িতে লাগিল, যুদ্ধও ততই ভীষণতর আকার ধারণ করিল; এরূপ ভীষণ যুদ্ধ এ অঞ্চলে অল্প দিনের মধ্যে সংঘটিত হয় নাই। শত শত কামানের অগ্নিস্রাবী গোলাবর্ষণে চতুর্দ্দিকে যেন অগ্নি-স্রোত তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল; তাহাদের ভীষণ শব্দে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল! সঙ্গে সঙ্গে করকাবৃষ্টির ন্যায় 'শেল'-গোলা বর্ষিত হইয়া সহস্র সহস্র জর্ম্মান সৈন্যপূর্ণ পরিখাগুলি সমাচ্ছন্ন করিল; এই ভীষণ যুদ্ধে কত জর্ম্মান বীর রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইংরাজ সৈন্যগণের এই কার্য্যকে তাহারা নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ও বর্ব্বরের অনুষ্ঠান বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিল! বহুক্ষণ যুদ্ধের পর, যে সকল ইংরাজ সৈন্য তখন পর্য্যন্ত দূরে অবস্থান করিতেছিল, তাহারা সুযোগ বুঝিয়া সবেগে শত্রুসৈন্যের উপর নিপতিত হইল। তাহাদের

প্রবল আক্রমণে পরিখার পর পরিখা ব্রিটিশ-অধিকারভুক্ত হইল। দুঃসহ গুলি-বর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া বহু জর্ম্মান সৈন্য শত্রুকরে আত্ম-সমর্পণ করিল; তাহারা বন্দী হইল।

কিন্তু নভে সার্পেন্টে জর্ম্মান সৈন্যমণ্ডলী কর্তৃক যে ভাবে সুরক্ষিত হইয়াছিল; তাহাতে ইংরাজ সৈন্যগণ সহজে তাহা অধিকার করিবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। প্রথম আক্রমণের পর জর্ম্মান যোদ্ধৃবৃন্দ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক নূতন নূতন সৈন্যদল সেই স্থানে সন্নিবিষ্ট করিল; কিন্তু তাহারা কোনও ক্রমেই ইংরাজের প্রবল আক্রমণ হইতে সে স্থান রক্ষা করিতে পারিল না। ইংরাজ-সৈন্যমণ্ডলী ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে দূরে বিতাড়িত করিতে লাগিল।

এই ভীষণ যুদ্ধের সময় মিঃ ব্লেক কোথায় কি করিতেছিলেন, আমরা এখানে তাহারই উল্লেখ করিব।—যুদ্ধারম্ভের পর হইতেই মিঃ ব্লেক একজন মৃত সৈনিকের একটি অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক প্রধান সেনাপতি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ লাভের আশায় দ্রুতবেগে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে-ছিলেন। দীর্ঘকালের চেষ্টায় প্রধান সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি মিঃ ব্লেকের অনুরোধে তাঁহাকে একখানি ছাড়পত্র প্রদান করিলেন, তাহা লইয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের সর্ব্বস্থানে নির্ব্বিঘ্নে গমন করিতে পারিবেন, ব্যবস্থাছিল। 'পাশ' হস্তগত করিয়া তিনি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলেন।

ক্রমে দিবাবসান হইল। তিনি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন, ব্রিটীশ অশ্বারোহী সৈন্যদল তখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই; তখন তিনি মনে মনে বলিলেন, "বোধ হয় এখনও সময় আছে; নবম ড্রেগুণ গার্ডস্ সৈন্যগণ এই সুবিস্তীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রের কোন্ অংশে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা জানিতে পারিলে এখনও আমি নিজেল্ মসারিনের সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারি; কিন্তু কোথায় নিজেলের সাক্ষাৎ পাইব, তাহা কে বলিবে?"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যান নাই ; সুতরাং নিজেদের অনুসন্ধানের সকল ভার তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া সেই ভীষণ মৃত্যুস্রোতে অবতরণ করিলেন। সেখানেও সুশ্রুষাকারীগণ সোৎসাহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আহত সৈনিকগণকে নিরাপদ স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল।

মিঃ ব্লেক, জর্ম্মানদিগের প্রথম পরিখা অতিক্রমপূর্ব্বক যে ভীষণ দৃশ্য সন্দর্শন করিলেন, তাহাতে তাঁহার বীর হৃদয়ও মোহাবিষ্ট হইল! তিনি সেই পরিখায় অসংখ্য জর্ম্মান বীরের শোনিতাপ্লুত বিকৃত দেহ বিশৃঙ্খল ভাবে নিপতিত দেখিলেন।

মিঃ ব্লেক এইভাবে প্রায় একমাইল পথ অতিক্রম পূর্ব্বক অত্যন্ত সাবধানে কতকগুলি বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই বৃক্ষগুলি একটি ঈষদুচ্চ ভূখণ্ডে সন্নিবিষ্ট ছিল। এই সকল বৃক্ষের অন্তরালে আসিয়া মিঃ ব্লেক অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া, তাঁহার পকেট হইতে দূরবীণটি বাহির করিলেন। এই দূরবীণের সাহায্যে তিনি দেখিতে পাইলেন, বহুদূরে অসংখ্য ইংরাজ সৈন্য শত্রুসৈন্যের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে; এবং নভে সার্পেন্টের সন্নিকটে উভয় পক্ষে মহাযুদ্ধ চলিতেছে। যেন উর্ম্মিমুখর মহাসমুদ্রের দিগন্তব্যাপী ফেনমালা একই স্থানে মিলিয়া তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে! কোনও দিকে শত শত কুটীর হুতাশনের লোল-জিহ্বার আলিঙ্গনে ভস্মে পরিণত হইতেছে; কোনও স্থান অনল-ধূমে সমাচ্ছন্ন হইয়া অমানিশার অন্ধকার উৎপাদন করিতেছে। কোনও স্থানে শত শত সশস্ত্র ইংরাজ বীর বড় বড় গোলাবাড়ী ও পান্থশালার প্রাচীরের উপর অশনিবৎ নিপতিত হইয়া তাহা চূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। চতুর্দ্দিকে কেবল খাকি পরিচ্ছদের তরঙ্গ আর অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা! জর্ম্মানের শিরস্ত্রাণ ও ভারতীয় সৈন্যমণ্ডলীর শীর্ষস্থিত বিভিন্ন বর্ণের

বিশাল পাগড়ী—তাহাদের রাইফেলোদ্ভূত অগ্নি-তরঙ্গের আভায় অনুরঞ্জিত হইতেছিল।

মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট চিত্রার্পিত-পুত্তলিকার ন্যায় সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া এই ভীষণ নারকীয় দৃশ্য বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি ভিন্ন দিকে দৃষ্টিশক্তি পরিচালিত করিবার জন্য দূরবীণ্‌টি তাহার উপযোগী করিয়া লইবেন, এমন সময় পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, অদূরে একজন অশ্বারোহী সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইয়াছেন। কয়েক জন সেনানায়ক সর্ব্বাগ্রে ধাবিত হইয়া মিঃ ব্লেকের সন্নিকটবর্ত্তী হইলে, মিঃ ব্লেক তাঁহাদের একজনকে চিনিতে পারিলেন।—ইনি সেনাপতি মেথিসন্।

সেনাপতি মিঃ ব্লেককে দূরবীণ্ হস্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন; তুমি এখানে কি করিতেছ?—এখানে তোমার থাকা হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি প্রধান সেনাপতির নিকট হইতে ছাড়পত্র আনিয়াছি।"

সেনাপতি মেথিসন্ বলিলেন, "তাহা হইলে তুমি অবশ্যই এখানে থাকিতে পার। কিন্তু এখানে তোমার জীবন নিরাপদ নহে, এই মূহূর্ত্তেই মারা যাইতে পার; একটি গুলিও হজম করিতে পারিবে না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন "গুলি হজম করিতে পারিব না, এ ভয় থাকিলে এতদূর আসিতাম না। আমার জীবনের জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না; আমি অন্য চিন্তা করিতেছি। নবম ড্রেগুণ গার্ডস্ সৈন্যগণ এখন কোথায়, দয়া করিয়া বলিবেন কি? তাহারা কি যুদ্ধে নামিয়াছে?"

সেনাপতি মেথিসন্ বলিলেন, "না, নামে নাই; কিন্তু যুদ্ধারম্ভের জন্য তাহারা শীঘ্রই আদেশ পাইবে।"—অনন্তর তিনি তাঁহার বন্দুকটি এক-

দিকে প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "ঐ দিক দিয়া তাহারা যুদ্ধ করিতে যাইবে।"—সেনাপতির একটি সহচর বলিলেন, "ঐ বোধ হয় তাহারা অগ্রসর হইয়াছে! হাঁ, ঐ ত নবম ড্রেগুন গার্ডস্।"

মিঃ ব্লেক দূরবীণ্‌টা পুনরায় চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া সেই দিকে চাহিলেন; লেফ্‌টেনাণ্ট মসারিন্‌কে তিনি সহজেই চিনিতে পারিলেন। মসারিনের সৈন্যদল তখন মুক্ত প্রান্তরের ভিতর দিয়া সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ন্যায় সবেগে অগ্রসর হইতেছিল। নভে সার্পেণ্টের অভিমুখেই তাহারা ধাবিত হইল। লেফ্‌টেনাণ্ট মসারিন্ অগ্রগামী সৈন্যদলের সহিত প্রায় একশত গজ অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় একজন জর্ম্মান অশ্বারোহী সম্মুখবর্ত্তী একটি প্রকাণ্ড ধূম্র-কুণ্ডলীর অন্ধকার-গর্ভ হইতে বহির্গত হইয়া ইংরাজ অশ্বারোহীগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল!

তাহাকে দেখিয়া সেনাপতি মেথিসন্ মিঃ ব্লেককে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দেখিতেছি যুদ্ধ আরম্ভ হইল! এই সৈন্য জিটেন্ হুসার্সের লোক।"

মিঃ ব্লেক সেনাপতির কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন; তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "জিটেন্ হুসার্স? কি দুর্দ্দৈব!"

সেনাপতি মিঃ ব্লেকের সেই কথা শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "এ নিশ্চয়ই জিটেন হুসার্সের সৈন্য; আমি উহাদের চিনি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না সেনাপতি, আমি আপনার কথা অবিশ্বাস করিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন; চিন্তার সমুদ্রে পড়িয়া তিনি কুল পাইলেন না। এই সৈন্যদলকে যে সেই মুহূর্ত্তেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, ইহা তিনি কল্পনাও করেন নাই। এই যুদ্ধে কোন্ পক্ষ জয়-লাভ করিবে, ইরাংজরা নভে সার্পেণ্টে অধিকার করিতে পারিবেন কি না,

সে চিন্তাও তাঁহার মনে আদৌ স্থান পায় নাই। যদি নিজেল্ এই যুদ্ধে নিহত হন, তাহা হইলে তাঁহার এত চেষ্টা যত্ন পরিশ্রম সকলই বিফল হইবে, এই চিন্তায় তিনি আকুল হইয়াছিলেন; তিনি বুঝিয়াছিলেন, নিজেল্ ও কন্‌রাড্—প্রতিদ্বন্দ্বীযুগল এতদিনে যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের সন্নিহিত হইয়াছে; উহারা পরস্পরকে নিহত করিবার জন্য অবিলম্বেই সম্মুখীন হইবে। এই যুদ্ধে নিজেলের মৃত্যু হইলেও যে ফল, উভয়ে নিহত হইলেও সেই ফল;—পুত্রের শোণিতরঞ্জিত সম্পত্তি রাক্ষসী বার্থা গ্রাস করিবে!

মিঃ ব্লেক অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "এখন করি কি? পরমেশ্বর নিজেল্‌কে রক্ষা করুন। সে আজ উইল করিয়াছে, ইহা বিশ্বাস হয় না; হয় ত সে দিকে তাহার লক্ষ্যই নাই।"

মিঃ ব্লেক দূরবীণের সাহায্যে দেখিলেন, উভয় পক্ষের সৈন্যদল অশ্বারোহণে ভীম-বেগে অগ্রসর হইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিল। অশ্ব ও অশ্বারোহী কি ভাবে পরস্পরের উপর আপতিত হইয়া নৈপুণ্য সহকারে অস্ত্র-প্রয়োগ করিতে লাগিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কেবল দেখা গেল উজ্জ্বল আগ্নেয়াস্ত্রসমূহ বিদ্যুতের ন্যায় আলোক-রেখার সৃষ্টি করিতেছে, এবং তাহাদের মুখ-নিঃসারিত অনল-প্রবাহ লোল জিহ্বা প্রসারিত করিতেছে। দেখিতে দেখিতে একদিকে একদল জর্ম্মান গোলন্দাজ গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল, সেই সকল গোলা ড্রেগুণ গার্ড‌স্ সৈন্যগণের অদূরে পড়িয়া বিদীর্ণ হইতে লাগিল।—জর্ম্মান সৈন্যগণও শত্রু-নিক্ষিপ্ত গোলায় অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিল; তাহাদের অদূরেও শত শত গোলা ফাটিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক নয়ন-সমক্ষে দূরবীণ্ উদ্যত করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উভয়-পক্ষীয় যোদ্ধৃবৃন্দের সমর-কৌশল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; এই ভীষণ সমর-দৃশ্য বহুদূর হইতে বায়স্কোপের ছবির মত তাঁহার নয়ন-সমক্ষে উদ্ভাসিত

হইল ; তিনি স্তম্ভিত হৃদয়ে এই ভীষণ সম্মুখ যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ যাহা দেখিতে পাইলেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার হাত কাঁপিয়া উঠিল, এবং দূরবীণ্‌টি তাঁহার হস্তচ্যুত হইবার উপক্রম হইল ! তিনি দেখিলেন, দুইজন অশ্বারোহী রণমদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া জীবনের মমতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক প্রচণ্ড তেজে পরস্পরকে আক্রমণ করিয়াছে ; তাহাদের একজনের অঙ্গে খাকি পরিচ্ছদ, অন্যের অঙ্গে জর্ম্মান ‘হুসার’ সৈন্যগণের বিশেষত্ব-ব্যঞ্জক পীতাভ পরিচ্ছদ বর্ত্তমান।—এই যোদ্ধৃদ্বয় অন্যান্য অশ্বারোহীগণের কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, “কি সর্ব্বনাশ ! এ যে দেখিতেছি নিজেল্ মসারিন্ ও কন্‌রাড্ মোরিজ্ পরস্পরকে আক্রমণ করিয়াছে ! আজ হয় উভয়েই, না হয় উহাদের একজন মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবে।”

অল্পক্ষণ পরে বিগ্‌ল-ধ্বনি হইল ; সেই শব্দ শ্রবণমাত্র উভয় দল প্রচণ্ড উৎসাহে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। নিজেল্ ও কন্‌রাড্ ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় পরস্পরকে হত্যার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের ভাব দেখিয়া মিঃ ব্লেক স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, স্বদেশ-প্রেমে উত্তেজিত হইয়া যাহারা সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত হয়, ইহাদের যুদ্ধ সে প্রকার নহে ; ইহারা ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে পরস্পরের সংহারে উদ্যত হইয়াছে। কন্‌রাড্ তাহার জননীর নিকট সন্ধান পাইয়াছিল, নিজেল্ ‘ড্রেগুণ গার্ড’ সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছে।—নিজেল্‌ও জানিত, কন্‌রাড্ ‘জিটেন হুসার্স’ সৈন্যদলে মিলিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে ; সুতরাং তাহারা অল্প চেষ্টাতেই পরস্পরের সন্ধান পাইয়াছিল।

কন্‌রাড্ মনে করিল, “আমি তরবারির এক আঘাতে নিজেলের মস্তক দেহচ্যুত করিব।”

নিজেল্ মনে করিল, “আমি কন্‌রাড্‌কে বধ করিতে চাহি না ;

তবে আত্মরক্ষার জন্য আবশ্যক হইলে তাহাকে বধ করিতেই হইবে ; আমার স্বদেশের শত্রু মার্জ্জনার পাত্র নহে।”

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ের যুদ্ধ চলিল ; নিদারুণ উন্মাদনায় তাহারা স্থান কাল বিস্মৃত হইল। তাহাদের চারিদিকেই প্রবল বেগে যুদ্ধ চলিতেছিল। কত অশ্বারোহীর প্রাণহীন দেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে নিপতিত হইল ; কত অশ্ব প্রচণ্ড গোলার আঘাতে আরোহীসহ ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। কোন কোন অশ্ব আঘাত যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, শত শত ভূপতিত আহত সৈন্যের দেহ পদাঘাতে নিষ্পেষিত করিয়া দূরে পলায়ন করিতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্রে নরশোণিতের স্রোত বহিল ; মৃত ও আহত সৈনিকের দেহ চতুর্দ্দিকে পুঞ্জীভূত হইল, আহত সৈনিকের আর্ত্তনাদ ডুবাইয়া গোলা ও বোমার ভীষণ শব্দ গগন-পবন প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল ! সৈনিকবৃন্দের শাণিত তরবারি শত্রু-শোণিতে রঞ্জিত হইল।

মিঃ ব্লেক স্তম্ভিত হৃদয়ে বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলেন, দূরবর্ত্তী ব্যাটারি হইতে শেল-গোলা সমূহ প্রচণ্ড বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র যেন কর্ষণ করিয়া ফেলিতেছে ! সহসা কোন ব্রিটীশ সৈন্য-নিক্ষিপ্ত পিস্তলের গুলিতে জর্ম্মান পক্ষের পতাকাধারীর বক্ষঃস্থল বিদ্ধ হইল ; সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহার অশ্ব হইতে ভূতলে নিপতিত হইল ; কিন্তু পতাকাটি তাহার হস্তচ্যুত হইবার পূর্ব্বেই কন্‌রাড্ মোরিজ্ তাহার নিকট সবেগে অশ্ব পরিচালিত করিয়া মুহূর্ত্তে তাহা হস্তগত করিল। জর্ম্মান পতাকা পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল।—কন্‌রাডের যত দোষই থাক্, সে যে বীরপুরুষ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

বারুদের ধূমে কাপ্তেন মোরিজের সর্ব্বাঙ্গ এরূপ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, নিজেল্ কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত তাহাকে চিনিতে পারিল না ; কিন্তু তাহার হস্তস্থিত সমুন্নত জর্ম্মান পতাকা সন্দর্শন করিয়া নিজেলের হৃদয়ে নূতন

উৎসাহের সঞ্চার হইল! সে রণজয়ের নিদর্শন স্বরূপ সেই পতাকাটি হস্তগত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নিজেল্ ভীষণ হুঙ্কার দান করিয়া কন্‌রাডের বিরুদ্ধে অশ্ব পরিচালিত করিল।—নিজেল্ কন্‌রাডের সম্মুখীন হইলে উভয়ে পরস্পরকে চিনিতে পারিল।

নিজেল্ বলিল, "কি আশ্চর্য্য! এ যে দেখিতেছি মোরিজ। ইংরাজের অন্নপুষ্ট মোরিজের হস্তে জর্ম্মান পতাকা?"

কন্‌রাড্ বলিল, "নিজেল্ নসারিন্! উত্তম সুযোগ উপস্থিত; ওরে ব্রিটীশ কুকুর! আজ আর তোর রক্ষা নাই।"

আর কোন কথা হইল না; উভয়েই স্ব-স্ব অসি নিষ্কাসিত করিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিল; অসিদ্বয়ের সংঘর্ষণে প্রতিমুহূর্ত্তে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল! একজন আত্মরক্ষার জন্য ও অন্য জন সম্পত্তির লোভে নির্দ্দয় ভাবে পরস্পরকে আক্রমণ পূর্ব্বক খণ্ড-বিখণ্ড করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের অশ্বদ্বয়ের দেহ স্বেদপূর্ণ হইল, অশ্বারোহী-দ্বয়ের দেহও অক্ষত রহিল না; শোণিতে তাহাদের পরিচ্ছদ সিক্ত হইল। তথাপি বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, উভয়েই অসাধারণ নৈপুণ্য সহকারে শোণিত-রঞ্জিত অসি পরিচালিত করিতে লাগিল।

কতক্ষণ এই ভাবে যুদ্ধ চলিত, বলা যায় না; কিন্তু হঠাৎ একটি প্রকাণ্ড শেল-গোলা তাহাদের অদূরে নিপতিত হইয়া মহাশব্দে ফাটিয়া গেল! তাহা তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে একটি প্রকাণ্ড গহ্বরের সৃষ্টি করিল; নিবিড় ধূমপুঞ্জে চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল; ধুলিরাশি ধূমরাশির সহিত মিলিত হইল, এবং শেলের ভিতর যে সকল ধাতুময় মারাত্মক পদার্থ ছিল, তাহা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় বহু সৈনিক আহত ও নিহত হইল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বারুদের ধূমে মিঃ ব্লেক কিছুই দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে ধূমরাশি অপসারিত হইলে মিঃ ব্লেক দূরবীণের ভিতর দিয়া দেখিলেন,

নিজেল্ মসারিন্ ও কন্‌রাড্ মোরিজ্ উভয়েই রক্তাক্ত দেহে পরস্পরের সন্নিকটে রণ-শয্যায় শায়িত রহিয়াছে; তাহাদের শোণিতাপ্লুত দেহ নিশ্চল; দেহে প্রাণ আছে কি না সন্দেহ। তাহাদের অশ্বদ্বয়ও রক্তাক্ত দেহে অদূরে নিপতিত রহিয়াছে। কিন্তু এই বীরদ্বয়ের দিকে অন্য কোনও সৈনিকের দৃষ্টি নাই। এই মহাযুদ্ধে কে বাঁচিল কে মরিল, তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর কোথায়? ড্রেগুণগার্ড ও হুসার সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতে করিতে সেই স্থান হইতে কিছু দূরে চলিয়া গেল।—অসংখ্য মৃত সৈনিক ও নিহত অশ্বের দেহে রণক্ষেত্র ভীষণ শ্মশানের আকার ধারণ করিল।

মিঃ ব্লেক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার দূরবীণ্ উন্মত করিলেন, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরাশায়ী বীরদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "যুদ্ধে দু'জনেই নিহত হইয়াছে; বৃদ্ধ মসারিনের সম্পত্তি রাক্ষসী বার্থার হস্তগত হইবে!—বিধাতার বিধান কে খণ্ডন করিবে?"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল, সুতরাং অন্ধকারে আর যুদ্ধ চলিল না। যাহা হউক, সমস্ত দিনব্যাপী যুদ্ধের ফল ব্রিটীশের পক্ষে অনুকূলই হইয়াছিল; তাহারা জর্ম্মান সৈন্যগণের অধিকাংশকে বিতাড়িত করিয়া অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়াছিল; কিন্তু সেদিনের যুদ্ধে জয়-পরাজয় স্থির হয় নাই। নিশাবসানে পূর্ব্বাকাশ উষালোকে আলোকিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জর্ম্মানগণ প্রচণ্ড বেগে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিল; ইংরাজ সৈন্যগণও প্রাণপণে তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে লাগিল। উভয় পক্ষের ভীষণ যুদ্ধে কে হারিবে কে জিতিবে, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না।

মিঃ ব্লেক পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন, এই মহাযুদ্ধে নিজেল্ ও কন্‌রাড্ উভয়েই নিহত হইয়াছে; কিন্তু পরে তিনি স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার এই অনুমান মিথ্যা হওয়াও অসম্ভব নহে। হয় ত উভয়েই পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া অবসন্ন দেহে যুদ্ধক্ষেত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে; তিনি তাহাদিগকে সেই অবস্থায় দেখিয়া মৃত বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। সুতরাং একবার তাহাদের নিকট গমন করিয়া তাহারা মরিয়াছে কি না পরীক্ষা করা আবশ্যক। যদি তাহারা না মরিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা ব্রিটীশ বা জর্ম্মান শুশ্রূষাকারীগণ কর্ত্তৃক হাসপাতালে নীত হইয়াছে। তখনও মহাবেগে যুদ্ধ চলিতেছিল; এ অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাহাদের সন্ধান লওয়া কতদূর সম্ভব, মিঃ ব্লেক তাহা বুঝিতে পারিলেন না। উভয় সৈন্যের মধ্যে সাময়িক সন্ধি দ্বারা মুহূর্ত্তের জন্যও যুদ্ধের বিরাম হয় নাই; এবং তখন পর্য্যন্ত আহত ও

নিহত সৈন্যগণের নামের তালিকা প্রস্তুত হয় নাই। তবে উভয় পক্ষেরই বহুসৈন্য আহত ও নিহত হইয়াছে, এই মাত্র জানিতে পারা গিয়াছিল। এই ভীষণ যুদ্ধে এক-একটি প্রকাণ্ড রেজিমেণ্ট বিধ্বস্ত হইয়াছিল ; যাহারা তখনও জীবিত ছিল, জয়লাভের আশায় তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছিল।

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক অনেক চেষ্টায় ড্রে্গুণ গার্ড সৈন্যদলের একজন সেনানীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজেল্-সম্বন্ধে তাহাকে কোন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এই সেনানীর সহিত নিজেলের আলাপ-পরিচয় ছিল, এবং উভয়ে একত্র অবস্থান করিত। মিঃ ব্লেক তাহার নিকট সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন, নিজেল্ যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরে কোনও উইল করে নাই। এই সংবাদে মিঃ ব্লেক অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন ; তথাপি তিনি আশা ত্যাগ করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, নিজেল্ আহত অবস্থায় যদি শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া থাকে, তাহাও মন্দের ভাল। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ও নানা স্থানে নিজেলের অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল শ্রম বৃথা হইল। যুদ্ধক্ষেত্রের অদূরে যে সকল সামরিক হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছিল, সেই সকল হাসপাতালে অনুসন্ধান করিয়াও তিনি সফল-কাম হইতে পারিলেন না ; তিনি দেখিলেন, বিভিন্ন হাসপাতালে সহস্র সহস্র আহত সৈন্য নিপতিত রহিয়াছে ; কাহারও হাত নাই, কাহারও পা উড়িয়া গিয়াছে ; কাহারও চক্ষুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত ; কাহারও নাসিকার সমুন্নত মহিমা অন্তর্হিত !—সেই অগণ্য আহত বীরের মধ্যে তিনি নিজেল্কে খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন তিনি অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া, জর্ম্মান বন্দুকধারীদিগের গুলিবর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিপতিত নিহত বীরগণের মৃতদেহের স্তূপ অপসারণ পূর্ব্বক নিজেলের মৃতদেহ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সময়াভাবে তখন পর্য্যন্তও এই

সকল মৃতদেহ সমাহিত হয় নাই।—কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়াও মিঃ ব্লেক নিজেলের মৃতদেহ খুঁজিয়া পাইলেন না।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল। মিঃ ব্লেক হতাশ হইয়া, অতঃপর কি কর্ত্তব্য তাহাই চিন্তা করিতেছেন; এমন সময় তিনি শুনিতে পাইলেন, কতকগুলি আহত সৈন্যকে 'ব্রিটীশ লাইনে'র পশ্চাদ্বর্ত্তী একটি পান্থশালায় শুশ্রূষার জন্য লইয়া যাওয়া হইয়াছে; 'রেড্‌ক্রশ' সমিতির শুশ্রূষাকারীরা তাহাদের পরিচর্য্যা-ভার লইয়াছে। মিঃ ব্লেক এই সংবাদ শ্রবণমাত্র স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সেই পান্থনিবাসে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের বাসা হইতে সেই স্থান সাত মাইল দূরে অবস্থিত বলিয়া তিনি 'ট্রান্স্‌-পোর্ট সার্ভিসে'র একখানি মোটরগাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন; এবং যাহাতে তাঁহাদের সেখানে গমনে কোনও বাধা উপস্থিত না হয়, এই অভিপ্রায়ে সমর বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একখানি ছাড়্‌পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উক্ত পান্থনিবাসে প্রবেশ করিতে তাঁহাদের কোনও অসুবিধা হইল না। সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই সার্জ্জন্ মেজর্ ক্রফ্‌টনের সহিত তাঁহা-দের সাক্ষাৎ হইল। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে ডাক্তার ক্রফ্‌টনের সহিত মিঃ ব্লেকের যথেষ্ট বন্ধুত্ব হইয়াছিল; সুতরাং ডাক্তার ক্রফ্‌টনের তখন মুহূর্ত্তমাত্র অবসর না থাকিলেও, তিনি মিঃ ব্লেকের সহিত কয়েক মিনিট কথোপকথন করিতে সম্মত হইলেন। ডাক্তার ক্রফ্‌টন্ তাঁহাদিগকে তাঁহার আফিস-কক্ষে লইয়া গিয়া, মিঃ ব্লেককে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন।

মিঃ ব্লেক সংক্ষেপে সকল কথা বলিয়া, নিজেল্ আহত অবস্থায় সেখানে নীত হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন।

ডাক্তার বলিলেন, "নবম ড্রেগুণ গার্ড সৈন্যদলের একজন সেনা-নায়ক আহত অবস্থায় এখানে আনীত হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি তাহার

পরিচয় অবগত নহি ; আমাকে সর্ব্বদা এত কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয় যে, আহত সৈন্যগণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা অসম্ভব।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই যুবকের চেহারা আপনার মনে আছে ?"

ডাক্তার বলিলেন, "যতদূর স্মরণ হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যুবক দীর্ঘদেহ, বেশ সুপুরুষ ; বয়স ২৫।২৬ এর অধিক নহে ; মুখে দাড়ী গোঁফ্ নাই ; দেহ বলিষ্ঠ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার চেহারা এই রকমই বটে ; যাহা হউক, তাহার আঘাত কি সাংঘাতিক ?"

ডাক্তার বলিলেন, "তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বটে ; তবে আমার বিশ্বাস, যথাযোগ্য সেবা-শুশ্রূষা হইলে এ যাত্রা সে রক্ষা পাইতেও পারে।"

মিঃ ব্লেক ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "একবার তাহাকে দেখিতে পাই না ?"

ডাক্তার বলিলেন, "তাহাতে আপত্তি কি ? আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

এই পান্থনিবাসটি আহত সৈনিকে পূর্ণ হইয়াছিল। সকল কেক্ষই আহত সৈনিকের শয্যা। ডাক্তার, মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতলস্থ একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষটি নিতান্ত ক্ষুদ্র; তাহার ভিতর দুইজন লোকের কোন প্রকারে স্থান হইতে পারে। এইকক্ষে দুইখানি খাটিয়ার উপর দুইজন আহত বীর শায়িত ছিল ; উভয় খাটিয়ার মধ্যস্থলে একখানি স্থূল পর্দ্দা প্রসারিত ছিল। উভয় খাটিয়ার ব্যবধান দুই গজের অধিক নহে।

এই খাটিয়া-দ্বয়ের একখানিতে ডাক্তারের কথিত নবম ড্রেগুণ গার্ড সৈন্যদলের আহত সেনানায়ক শয়ন করিয়াছিল। স্মিথ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আগ্রহ ভরে পর্দ্দা অপসারিত করিল, এবং শায়িত সৈনিক

যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ব্লেককে অস্ফুটস্বরে বলিল, "কর্ত্তা, এ নিজেল্ই বটে!"

মিঃ ব্লেক সাগ্রহে বলিলেন, "আমার দারুণ উৎকণ্ঠা দূর হইল, এজন্য পরমেশ্বরকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই।"

উভয়ে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে নিজেল্ মসারিনের মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। একখানি চাদর দ্বারা নিজেলের কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত আবৃত ছিল; সুতরাং নিজেলের ক্ষত-বিক্ষত দেহে যে সকল ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা ছিল, তাহা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। তাঁহারা দেখিলেন, নিজেলের চক্ষু মুদ্রিত; অতিরিক্ত রক্তস্রাবে বদনমণ্ডল পাণ্ডুরবর্ণ। সে যন্ত্রণায় অধীর হইয়া শয্যায় পড়িয়া ক্রমাগত এ-পাশ ও-পাশ করিতেছিল, এবং নিদ্রা-ঘোরেই অস্ফুট স্বরে প্রলাপ বকিতেছিল।

ডাক্তার বলিলেন, "এখন প্রবল জ্বর, এই জন্যই প্রলাপ বকিতেছে। আমি নিদ্রার ঔষধ দিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আঘাত কি খুব গুরুতর হইয়াছে?"

ডাক্তার বলিলেন, "খুব গুরুতর, একথা বলিতে পারি না; তবে উহার হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বোধ হয় ঘোড়া হইতে বেকায়দায় পড়িয়া হাত ভাঙ্গিয়াছে। উহার বক্ষঃস্থলে তরবারির একটি আঘাত আছে; স্কন্ধেরও খানিকটা কাটিয়া গিয়াছে; এই ক্ষতটিই গভীর, কিন্তু মারাত্মক নহে। ক্ষতগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছে; তাহার সন্তাপেই জ্বর। এই জ্বরের জন্যই আমার কিছু দুশ্চিন্তা হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জাগিলে কি উহার জ্ঞান হইবে?"

ডাক্তার বলিলেন, "তাহা ঠিক বলিতে পারি না; তবে মধ্যে মধ্যে জ্ঞান হইতে পারে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি একখানি উইল প্রস্তুত করিয়াছি; এই

উইলে উহার নাম স্বাক্ষর করিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। সত্য কথা বলিতে কি, এই জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। উইলখানি উহার স্বাক্ষরিত না হইলে একটি পরিবারের সর্ব্বনাশ হইবে।”

ডাক্তার বলিলেন, “সর্ব্বনাশ হইলেও উপায় কি? রোগী একটু সুস্থ না হইলে আমি উহাকে কলম স্পর্শ করিতে দিব না; আপনি এখন দুই চারি দিন এ চেষ্টা করিবেন না। এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তাহার ফল ভাল হইবে না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বেচারা যদি সারিয়া উঠে, তাহা হইলে কয়েক দিন বিলম্ব করিতে আমার আপত্তি নাই। আমি ত উহাকে জীবিত দেখিবার আশা ছাড়িয়াই দিয়াছিলাম। যাহা হউক, বেচারা যে বাঁচিয়া আছে, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়; যুদ্ধে উহার মৃত্যু হইলে—”

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই স্মিথ সোৎসাহে তাঁহার কাণে কাণে বলিল, “কর্ত্তা, একবার ঐদিকের খাটিয়া খানার দিকে চাহিয়া দেখুন।”

মিঃ ব্লেক স্মিথের কথা শুনিয়া অন্য খাটিয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন; সবিস্ময়ে বলিলেন, “এ যে দেখিতেছি কন্‌রাড্ মোরিজ!”

পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, নিজেল্ ও কন্‌রাড্ যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইয়া অজ্ঞান হইলে, রেডক্রস সমিতির শুশ্রূষাকারীরা তাহাদিগকে এই হাসপাতালে লইয়া আসিয়াছিল; এবং তাহাদিগকে এই কক্ষে আশ্রয় দান করিয়াছিল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন, কন্‌রাডের চক্ষু ঈষৎ নিমীলিত, এবং তাহার মুখ ভাব-সংস্পর্শবর্জ্জিত। সে তখন জাগিয়াই ছিল; কিন্তু দুইজন লোক তাহার নিকট দাঁড়াইয়া আছে, ইহা সে বুঝিতে পারিল কি না সন্দেহ।—কন্‌রাড্ তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

মিঃ ব্লেক বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে কন্‌রাডের দিকে চাহিয়া আছেন দেখিয়া ডাক্তার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি ইহাকে চেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, চিনি ; এ ছোক্‌রা অনেক দিন পূর্ব্বে লণ্ডনে বাস করিত। ইহাকে যে এখানে দেখিব, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর !"

ডাক্তার বলিলেন, "ড্রেগুণ গার্ড সৈন্যদলের সহিত জিটেন্ হুসার্স সৈন্যদলের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইহারা উভয়ে অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রণক্ষেত্রে মৃতপ্রায় নিপতিত ছিল। আমরা উভয়কে এখানে লইয়া আসিয়াছি। অস্ত্রাহত মৃত-প্রায় শত্রু-সৈন্যকে পরিত্যাগ করিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কোথায় আঘাত লাগিয়াছে ?"

ডাক্তার বলিলেন, "উহার বুকে তরবারির চোট্ লাগিয়াছে, সে আঘাত তেমন গুরুতর নহে ; তবে যুদ্ধক্ষেত্রে একটি শেল-গোলা ফাটিয়া তাহার খানিকটা অংশ উহার উরুদেশে প্রবেশ করিয়াছে ; ইহাতে উরু বিদীর্ণ হইয়াছে। যেরূপ রক্তস্রাব আরম্ভ হইয়াছিল, রেড্‌ক্রসের শুশ্রূষা-কারীরা তাড়াতাড়ি তাহা বন্ধ করিতে না পারিলে যুদ্ধক্ষেত্রেই উহার মৃত্যু হইত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উহার বাহ্যজ্ঞান আছে বলিয়া বোধ হয় না।"

ডাক্তার বলিলেন, "সে কথা সত্য ; এখানে আসিবার পর হইতেই উহাকে ঐরূপ মোহাবিষ্ট দেখিতেছি ; কিন্তু ইহা আঘাতের ফল বলিয়া মনে হয় না। আমার অনুমান, শেল-গোলাটি উহার অত্যন্ত নিকটে পড়িয়া ফাটিয়া যাওয়ায় উহার মস্তিষ্কে ঝাঁকি লাগিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে ত লেফ্‌টেনাণ্ট মসারিনের মস্তিষ্কেও সেইরূপ ঝাঁকি লাগিবার কথা।"

ডাক্তার বলিলেন, "তা বটে ; কিন্তু তাহার জ্ঞানের কোনও

বৈলক্ষণ্য দেখি নাই।—জ্বর আসিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার বেশ জ্ঞান ছিল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “যে সময়ে ড্রেগুণ গার্ড সৈন্যগণের সহিত হুসার্ সৈন্যগণের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, সেই সময় আমি এই দুইজন সেনা-নায়কের অভিমুখে আমার দূরবীণ্ উদ্যত করিয়া উহাদের যুদ্ধ দেখিয়াছিলাম। উহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়াছিল; এবং যে সময় শেল-গোলাটি উহাদের নিকট পড়িয়া ফাটিয়া যায়, সেই সময় উহারা উভয়েই ঘোড়া হইতে মাটীতে পড়িয়াছিল; এ অবস্থায় শেল-গোলার বিস্ফোরণে এক-জনের মস্তিষ্কে ঝাঁকি লাগিল, আর একজনের মস্তিষ্ক অবিকৃত রহিল, আপনি ইহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন কি?”

ডাক্তার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “না, আমি ত কোনও কারণ দেখিতেছি না”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বিচিত্র বটে!”

এই সময়ে একটি শুশ্রূষাকারিণী আহত বীরদ্বয়ের পরিচর্য্যার জন্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; মিঃ ব্লেক রোগীর নিকটে দাঁড়াইয়া ডাক্তারের সহিত গল্প করিতেছেন দেখিয়া সে কিছু অসন্তুষ্ট হইল। ডাক্তার তাহা বুঝিতে পারিয়া মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া একতলায় তাঁহার আফিস-কক্ষে উপস্থিত হইলেন। মিঃ ব্লেকের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ও চিন্তাক্লিষ্ট। তাঁহার মনে তখন একটি গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল; তিনি তাঁহার সেই সন্দেহের কথা ডাক্তারকে বলিবেন-কি না ভাবিতে-ছেন, এমন সময় ডাক্তার মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “আপনি এই জর্ম্মানটাকে এখানে দেখিয়া এত বিস্মিত হইয়াছেন কেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বিস্ময়ের যথেষ্ট কারণ আছে।”

ডাক্তার বলিলেন, “থাক্, সে কারণ জানিবার জন্য আমি ব্যস্ত নহি;

কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না ; আমার সন্দেহ, এই জর্ম্মানটা ভান্ করিয়া এমন ভাবে পড়িয়া আছে ! আমার বিশ্বাস, উহার মাথায় কোন গোল নাই ; উহার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ আছে।”

মিঃ ব্লেক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার এ কথা মনে হইবার কারণ কি ?”

ডাক্তার বলিলেন, “গত রাত্রে এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছে, যে জন্য এই সন্দেহ আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। গত রাত্রে শুশ্রূষাকারিণী অল্প সময়ের জন্য উহাদের কক্ষ হইতে স্থানান্তরে গিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, টেবিলের উপর হইতে একটি বিষের বোতল অন্তর্হিত হইয়াছে ; অন্যান্য বোতলগুলি আছে, কিন্তু সে বোতলটি সেখানে নাই !”

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, “বিষের বোতল ?”

ডাক্তার বলিলেন, “হাঁ, দরকারে লাগিতে পারে মনে করিয়া অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে সে বোতলটিও টেবিলের উপর রাখা হইয়াছিল। তাহা হঠাৎ অদৃশ্য হওয়ায় শুশ্রূষাকারিণী জর্ম্মানটাকে সেই বোতলের কথা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু ছোক্‌রা কোন উত্তরই দেয় নাই। সেই কক্ষে অন্য কেহই যায় নাই ; সুতরাং উহাদেরই একজন বোতলটি সরাইয়াছে মনে করিয়া শুশ্রূষাকারিণী উহাদের বিছানা-পত্র অনুসন্ধান করে ; অবশেষে সেই বোতল ঐ জর্ম্মানটার বালিসের নীচে পাওয়া গিয়াছে।”

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি মনে করেন জর্ম্মানটাই উহা তাহার বালিসের নীচে লুকাইয়া রাখিয়াছিল ?”

ডাক্তার বলিলেন, “নিশ্চয়ই।—আমার বিশ্বাস বিষপানে আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায়েই সে বোতলটা চুরি করিয়াছিল। সে জানে, আরোগ্য-লাভ করিলেই তাহাকে ইংলণ্ডে গিয়া কারারুদ্ধ হইতে হইবে। তাহা

অপেক্ষা বিষপানে আত্মহত্যা সে অধিক প্রার্থনীয় মনে করিয়াছিল। সেই জন্যই বলিতেছি, হতভাগা ভাণ করিয়া অচেতনের মত পড়িয়া আছে ; সুযোগ পাইলেই সে আত্মহত্যা করিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই দুর্ব্বৃত্ত যে ভাণ করিয়া পড়িয়া আছে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি তাহার যে কারণ নির্দ্দেশ করিলেন, ইহা আমার সঙ্গত মনে হয় না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস লেফ্‌টেনাণ্ট মসারিন্‌কে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যেই সে এই বিষ চুরি করিয়াছিল।"

ডাক্তার বলিলেন, "আপনি বলেন কি ? এ কথা যে বিশ্বাস করা যায় না ! জর্ম্মানেরা আমাদের ঘৃণা করে সত্য, কিন্তু সেজন্য কি তাহারা এতদূর ইতরতা প্রকাশ করিতে পারে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, ইহা জাতিগত বিদ্বেষের ফল নহে। এই যুবকদ্বয় পরস্পরের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী। কন্‌রাড্‌ মোরিজের মাতা লেফ্‌টেনাণ্ট মসারিনের পরলোকগত পিতার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। লেফ্‌টেনাণ্ট মসারিন্‌ তাহার পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছে। কিন্তু সে কোন উইল করে নাই ; সুতরাং তাহার অবর্ত্তমানে তাহার বিমাতারই এই সম্পত্তি লাভ করিবার কথা। লেফ্‌টেনাণ্ট মসারিনের মৃত্যু হইলে কন্‌রাডের মাতা বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে ; সুতরাং পরে সেই সম্পত্তি কন্‌রাডের অধিকারে আসিবে। এ অবস্থায় কন্‌রাড্‌ বিষ-প্রয়োগে লেফ্‌টেনাণ্ট মসারিন্‌কে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সে তাহার উদ্দেশ্য সফল করিত, কেবল শুশ্রূষাকারিণীর সতর্কতায় তাহার আশা পূর্ণ হয় নাই। এরূপ নীচাশয় নর-পিশাচ জর্ম্মান-জাতির মধ্যে আছে কি না সন্দেহ ; উহার মাতা পিশাচী কি কি রাক্ষসী, ঠিক বলিতে পারি না ; এমন ভীষণপ্রকৃতি নারী আমি

জীবনে দেখি নাই। উহারা মাতা-পুত্রে নিজেল্ মসারিনের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।"

ডাক্তার বলিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া আমি যে হতবুদ্ধি হইলাম ! আপনার অনুমানই ঠিক। এই হতভাগা লেফ্‌টেনাণ্ট মসারিন্‌কে হত্যা করিবার মতলবেই বিষ চুরি করিয়াছিল; কিন্তু লেফ্‌টেনাণ্ট মসারিন্ একখান উইল করিলেই ত সকল গোল চুকিয়া যায়। তাহার বিমাতার আশা সমূলে নির্ম্মূল হয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা সত্য। লেফ্‌টেনাণ্ট মসারিন্ তাহার বাগদত্তা পত্নীর অনুকূলে উইল করিবে স্থির করিয়াছে; উইলখানি লেখাও হইয়াছে। গতকল্য তাহাতে স্বাক্ষর করিবার কথা ছিল; কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিতে হয়, সেইজন্য উইলে সে স্বাক্ষর করিতে পারে নাই। বেচারা সারিয়া উঠিলে, আমার একটা দুশ্চিন্তা দূর হয়।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া সার্জ্জন মেজর ক্রফ্‌টন্ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; মিঃ ব্লেক চিন্তাকুল চিত্তে সেই কক্ষে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। ডাক্তার ক্রফ্‌টন্ কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "এই নীচাশয় জর্ম্মানটা যাহাতে লেফ্‌টেনাণ্ট মসারিনের আর কোনও অনিষ্ট করিতে না পারে; আমি তাহার ব্যবস্থা করিব; সৌভাগ্যক্রমে বিষের বোতলটি তাহাদের কক্ষ হইতে স্থানান্তরিত করায় বিষ-প্রয়োগের আর আশঙ্কা নাই। —আমি লেফ্‌টেনাণ্ট মসারিন্‌কে অন্য কক্ষে শয়ন করাইবার ব্যবস্থা করিতেছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আপনি তাহাকে কক্ষান্তরে পাঠাইবেন না; উহারা যেখানে আছে সেইখানেই থাক্।"

ডাক্তার বলিলেন, "আপনি কি অভিপ্রায়ে এ কথা বলিলেন,

তাহা বুঝিতে পারিলাম না; শত্রুর নিকট তাহাকে রাখা কি সঙ্গত হইবে ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনি নিজেলের অনিষ্টাশঙ্কা করিবেন না। আমি মনে করিতেছি, রাত্রে উহাদের পাহারায় থাকিব; তাহা হইলে কন্‌রাড কি করে না করে, তাহা দেখিতে পাইব।”

ডাক্তার বলিলেন, “কিন্তু আপনাকে কিরূপে সেখানে থাকিতে দিব ? বন্ধুত্বের অনুরোধে ত আমি হাসপাতালের নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ করিতে পারিব না; আমার দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সকল কাজেই অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহাদের দু’জনকে পাহারা দেওয়া কিরূপ আবশ্যক, তাহা ত আপনি বুঝিতে পারিতেছেন; এরূপ সমস্যায় নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে কোনও দোষ হইবে না।”

ডাক্তার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “আপনার প্রস্তাব অসঙ্গত নহে; তবে আপনি ঘরের বাহিরে থাকিয়াও পাহারা দিতে পারেন। আপনি উহাদের অদৃশ্য থাকিয়া উহাদিগকে দেখিতে পান, আমি তাহার উপায় করিব।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহাতে আমার কোন অসুবিধা হইবে না। আমিও ঘরের মধ্যে থাকিতে চাহি না; উহাদের অদৃশ্যভাবে উহাদিগকে লক্ষ্য করি, ইহাই আমার ইচ্ছা। আমরা এখন যাইতেছি, এক ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিব; কিন্তু আমরা ফিরিয়া আসিলে জর্ম্মানটা যেন সেকথা জানিতে না পারে। আমরা চলিয়া গিয়াছি, কন্‌রাড্ মোরিজ্ ইহাই যেন জানিতে পারে।”

কন্‌রাড্ মোরিজ্ নিদ্রার ভাণ করিয়া উত্থত কর্ণে শয্যায় পড়িয়া ছিল, এবং মিঃ ব্লেক কতক্ষণে প্রস্থান করিবেন, তাহা জানিবার জন্য অত্যন্ত

ব্যাকুল হইয়াছিল। মিঃ ব্লেকের শকট হাসপাতালের প্রাঙ্গন পরিত্যাগ করিলে সে বুঝিতে পারিল, মিঃ ব্লেক প্রস্থান করিলেন। সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল, এবং যথেষ্ট আরাম অনুভব করিল। মিঃ ব্লেককে সেখানে দেখিয়া সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ভীত হইয়াছিল, কিন্তু মিঃ ব্লেক কি উদ্দেশ্যে সেখানে আসিয়াছিলেন, তাহা সে অনুমান করিতে পারিল না।

নবম পরিচ্ছেদ

লেফ্‌টেনাণ্ট নিজেল্‌ মসারিন্‌ ও কন্‌রাড্‌ মোরিজ্‌ যে কক্ষে শয়ন করিয়াছিল, সেই কক্ষের পার্শ্বে আর একটি কক্ষের দ্বার ছিল; বাহিরের ঠাণ্ডা বায়ু রাত্রিকালে তাহাদের কক্ষে প্রবেশ করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে সেই দ্বারের সম্মুখে একখানি বৃহৎ পর্দ্দা প্রসারিত ছিল। রাত্রি দশ ঘটিকার সময় মিঃ ব্লেক, স্মিথকে সঙ্গে লইয়া হাসপাতালে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই পর্দ্দার অন্তরালে উপবেশন করিলেন।

মিঃ ব্লেক পর্দ্দার অন্তরালে উপবেশন করিলেও আহত বীর-দ্বয়ের বাস-কক্ষের প্রত্যেক বস্তু যাহাতে দেখিতে পান, এজন্য তিনি পর্দ্দায় একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়াছিলেন; বিশেষ লক্ষ্য করিয়া না দেখিলে পর্দ্দার সেই ছিদ্রটি কাহারও দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং পর্দ্দার আড়ালে কেহ পাহারায় আছে, এ সন্দেহ কন্‌রাডের মনে স্থান পায় নাই।

মিঃ ব্লেক যেখানে বসিয়াছিলেন, তাহার অদূরে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ী; সেই সিঁড়ীর ধারে একখানি চেয়ার পাতিয়া স্মিথ সেখানে বসিল। যে শুশ্রূষাকারিণী আহত সৈনিকদ্বয়ের পরিচর্য্যা করিতেছিল, তাহার হাজিরা শেষ করিয়া সে পূর্ব্বেই সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিয়াছিল।—তাহার এখন তিন ঘণ্টা ছুটী!

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "আমাকে বোধ হয় অধিক কাল পাহারা দিতে হইবে না। যদি কন্‌রাডের কোন দুরভিসন্ধি থাকে, তাহা হইলে সে এই সুযোগেই তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবে; কারণ, ঐ কুঠুরীতে এখন কেহই নাই; বিশেষতঃ, সে জানে

তিন ঘণ্টার মধ্যে শুশ্রূষাকারিণীর সেই কক্ষে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই।”

এই পান্থনিবাসটি এখন আহত সৈন্যগণের হাসপাতালে পরিণত হইয়াছে। এই অট্টালিকাটি সন্দর্শন করিলে এখন হৃদয় দুঃখ ও সমবেদনায় পূর্ণ হয়; কিন্তু এক সময় ইহা হাসপাতাল বা পান্থনিবাস ছিল না। ইহা ফরাসিদিগের কোন মহাসম্ভ্রান্ত বংশীয় বিলাসী যুবকের প্রমোদ-ভবন ছিল। তখন ইহার যে সৌন্দর্য্য ছিল, এখন তাহার শতাংশও নাই; চঞ্চলা, প্রগল্‌ভা, সুন্দরী যুবতী বার্দ্ধক্যে স্থবির ও ধীর হইয়াছে। এই অট্টালিকার এখন বার্দ্ধক্য কাল উপস্থিত, আহতের আর্ত্তনাদে ইহা দিবানিশি প্রতিধ্বনিত হইতেছে; কক্ষে কক্ষে বীর-হৃদয়-নিঃসারিত শোণিতের তরঙ্গ চলিতেছে। ডাক্তার, শুশ্রূষাকারী, কম্পাউণ্ডার, ঔষধ প্রভৃতিতে ইহার আপাদমস্তক পূর্ণ; উৎসাহ নাই, আনন্দ নাই, সুখসুপ্তি, কিছুই নাই; কেবল ইহা ক্ষোভ, দুঃখ, বেদনা, হাহাকার ও হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিশ্বাসের মুমূর্ষু-নিকেতন। কিন্তু একদিন এখানে ফ্রান্সদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজের বিলাসী ও বিলাসিনীগণ সমাগত হইয়া হাস্যামোদে এই প্রমোদ-ভবন পূর্ণ রাখিতেন; “দীপাবলী তেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম” ইহার প্রতি-কক্ষ হইতে যে হর্ষ-কল্লোল সমুত্থিত হইত, তাহা বুঝি মানবের দুঃখ বুঝিত না। নিরানন্দ ও নিরাশা, হৃদয় বেদনা ও দীর্ঘশ্বাস কোনদিন ইহার পুষ্পগন্ধ-সমাকুল বায়ুমণ্ডল কলুষিত করিতে পারে নাই। মধুযামিনীতে কত মিলনের মধুরআবেশ, কত বিরহের উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা, ইহার কক্ষে কক্ষে ত্রিদিবের আভাস দিত; এবং যেদিন মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়, এই প্রমোদ-ভবনে নিশাযাপন করিয়াছিলেন; সেদিন তাঁহার সুহৃদ সহচর-গণের আনন্দ-কল্লোল ইহার হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব উন্মাদনা সঞ্চারিত

করিয়াছিল। ১৮৭০—৭১ খৃষ্টাব্দে বিজয়ী প্রসীয় সৈন্যগণ এই অট্টালিকায় বিজয়োৎসব সম্পাদন করিয়াছিল। সেই সময় তাহারা এই অট্টালিকার বহুসংখ্যক মূল্যবান চেয়ার-টেবিল অগ্নিমুখে সমর্পণ পূর্ব্বক হুতাশনের আনন্দোৎসব দেখিয়াছিল! এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অট্টালিকার উপর দিয়া অনেক ঝড় ঝঞ্ঝাবাত চলিয়া গিয়াছে। ইহার প্রতিকক্ষে এখনও যে সকল তৈলচিত্র আছে, তাহার তুলনা সমগ্র ইউরোপে দুর্লভ।

মিঃ ব্লেক, হাসপাতালের উৎকট গন্ধে অল্পক্ষণের মধ্যেই হাঁপাইয়া উঠিলেন। হাসপাতালের বায়ু-তরঙ্গে আহত সৈনিকগণের পূঁযরক্তের গন্ধের সহিত আইডোফরম্ প্রভৃতি ঔষধের উগ্র গন্ধ মিশিয়া বায়ুস্তরকে ভারাক্রান্ত করিয়াছিল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কেবল সেবা-পরায়ণা শুশ্রূষা-কারিণীগণের মৃদু পদধ্বনিতে, সেই নিবিড় নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল; আর মধ্যে মধ্যে দুই একজন সৈনিক ক্ষত-যন্ত্রণায় অধীর হইয়া কাতর আর্ত্তনাদে তাহাদের হৃদয়-বেদনা শূন্যে—বিশ্ব-বিধাতার সিংহাসন অভিমুখে প্রেরণ করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক অল্পক্ষণ পরে শুনিতে পাইলেন, অন্য একটী কক্ষের ঘড়িতে ১১টা বাজিল। তাহার পর তিনি ১২টা বাজিবার শব্দও শুনিতে পাইলেন; কিন্তু যেজন্য তিনি অসীম ধৈর্য্য সহকারে এখানে অপেক্ষা করিতেছেন, এ পর্য্যন্ত তাহার কোনও লক্ষণ না দেখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ নিরাশ হইয়া পড়িলেন।

মিঃ ব্লেক ছিদ্রপথে দেখিলেন, যুবক দ্বয়ের কক্ষের আলোক অত্যন্ত মৃদু। নিজেল্ তাহার খাটিয়ায় গভীর নিদ্রায় অভিভূত; নিদ্রাকারক ঔষধে তাহার নিদ্রা গাঢ় হইয়াছিল। কন্‌রাড্‌ও নিশ্চল ভাবে শয্যায় পড়িয়াছিল। তাহার চক্ষুদ্বয় নিমীলিত;—সত্যই কি ঘুমাইতেছে? স্মিথ আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে না পারিয়া তাহার প্রভুর নিকট উঠিয়া

আসিল, এবং পর্দ্দার ছিদ্র-পথে একটি চক্ষু সংলগ্ন করিয়া ভিতরের দৃশ্যটা একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল; কিন্তু তাহাদের গোয়েন্দাগিরি সফল হইবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বুঝিয়া মুখখানি আঁধার করিয়া সরিয়া গেল।

স্মিথ তাহার প্রভুর কর্ণমূলে মুখ রাখিয়া বলিল, "কর্ত্তা, এ জর্ম্মান-বেটা মরার মত ঘুমাইতেছে; ও না জাগিলে আমাদের বসিয়া থাকা বৃথা।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সত্যই ঘুমাইতেছে; উহার ঘুম না ভাঙ্গিতেই শুশ্রূষাকারিণী আসিয়া পড়িবে।—অনর্থক দুর্গন্ধ ভোগ করিলাম।"

স্মিথ কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া হতাশ হইয়া তাহার চেয়ারে উপবেশন করিল। কন্‌রাড্ সত্যই ঘুমাইয়াছিল; আরও প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে ধীরে ধীরে বালিসের উপর হইতে মাথা তুলিয়া একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল; দেখিল, শুশ্রূষাকারিণী তখন পর্য্যন্ত সেই কক্ষে প্রত্যাগমন করে নাই। সে দুই এক মিনিট ইতস্ততঃ করিয়া অতিকষ্টে তাহার খাটিয়া হইতে নীচে নামিল, এবং খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নানা প্রকার ঔষধপূর্ণ টেবিলের নিকট আসিয়া শিশিগুলি পরীক্ষা করিল; তাহার পর অস্ফুটস্বরে বলিল, "বোতলটা ত দেখিতেছি না! মাগী বোধ হয় তাহা কোথাও সরাইয়াছে।—এখন করি কি?"

কন্‌রাড্ তাহার শয্যার নিকট ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল; অবশেষে সে বক্রদৃষ্টিতে নিজেলের শয্যার দিকে চাহিল। ঘৃণা ও ক্রোধে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাহার বদনমণ্ডলে পৈশাচিক ভাব প্রকাশিত হইল। মিঃ ব্লেক পরদার ছিদ্রপথে তাহার ভাবভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন না। তাহার নিকট কোন অস্ত্র নাই, বিষের বোতলটিও অদৃশ্য

হইয়াছে ; এ অবস্থায় সে কি করিবে, মিঃ ব্লেক তাহা অনুমান করিতে পারিলেন না।

কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার সন্দেহ দূর হইল ; কন্‌রাড্ দুই তিন মিনিট পরে নিজেলের শয্যা-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া তাহার গাত্র হইতে চাদরখানি সরাইয়া ফেলিল।—ইহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক দুর্ব্বৃত্ত কন্‌রাডের পৈশাচিক অভিসন্ধি কতকটা বুঝিতে পারিলেন, ও অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "উঃ, কি শয়তান! এই নরপিশাচ নিজেলের ক্ষত-স্থানের ব্যাণ্ডেজ্‌গুলি খুলিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। সে বুঝিয়াছে, এরূপ করিলে ক্ষতমুখ হইতে পুনর্ব্বার সবেগে রক্তস্রাব আরম্ভ হইবে ; অতিরিক্ত রক্তস্রাবে নিজেল্ অবশাঙ্গ হইয়া শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আমি এই মুহূর্ত্তেই উহাকে বাধাদান না করিলে নিজেলের জীবন রক্ষার সম্ভাবনা নাই।"

পরদাখানি সশব্দে সরিয়া গেল ; মিঃ ব্লেক দ্রুতবেগে নিজেলের শয্যা-প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। কন্‌রাড্ ব্যাপার কি দেখিবার জন্য মুখ ফিরাইতে না ফিরাইতে মিঃ ব্লেক তাহার উপর নিপতিত হইয়া দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার গলা চাপিয়া ধরিলেন, কর্কশ স্বরে বলিলেন, "ওরে শয়তান! তোর মতলব বুঝিয়াছি ; তুই যে দুষ্কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছিস্, তাহার ফল হাতে হাতে পাইবি।"

কন্‌রাড্ মিঃ ব্লেক কর্ত্তৃক এইভাবে আক্রান্ত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য হতবুদ্ধি হইল ; সে তাহার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না, কিন্তু তাহার সঙ্কট হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল। অস্ত্রাঘাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল। তাহার উরুদেশে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা ছিল, তাহার সোজা হইয়া দাঁড়াইবার পর্য্যন্ত শক্তি ছিল না ; তথাপি সে মিঃ ব্লেকের কবল হইতে মুক্তি লাভের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল ; ক্রোধে

ক্ষোভে উত্তেজনায় সে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, এবং জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া মিঃ ব্লেককে আক্রমণ করিল। তাহার দেহে তখনও এরূপ বল ছিল যে, স্মিথ মিঃ ব্লেকের সাহায্যে অগ্রসর না হইলে সে মিঃ ব্লেকের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিজেলকে আক্রমণ করিত। নিজেল্ তখনও গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তাহার চিরশত্রু কৃতান্তের ন্যায় তাহার শয্যা-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহা সে বুঝিতে পারিল না। মিঃ ব্লেক ও স্মিথ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কন্‌রাড্ অল্পক্ষণের মধ্যেই হাঁপাইয়া উঠিল, এবং অবসন্ন দেহে মুখব্যাদান পূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল ; এমন সময় ঘড়িতে একটা বাজিল, সঙ্গে সঙ্গে শুশ্রূষাকারিণী সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

সেই কক্ষে দুইজন ভদ্রলোকের সহিত আহত জর্ম্মান সৈনিক যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া, শুশ্রূষাকারিণী স্তম্ভিত ভাবে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তাহাদের ধ্বস্তাধ্বস্তি দেখিতে লাগিল; তাহার মুখে কথা সরিল না! যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল মৃতবৎ শয্যায় নিপতিত ছিল, যাহার বাহ্যজ্ঞান পর্য্যন্ত ছিল না, সে হঠাৎ শয্যাত্যাগ করিয়া দুইজন বলবান পুরুষের সহিত প্রাণ-পণে যুদ্ধ করিতেছে দেখিয়া শুশ্রূষাকারিণী মনে করিল, তাহাকে দানোয় পাইয়াছে! সে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক তাহাকে বলিলেন, “ডাক্তার ক্রফ্‌টন্‌কে শীঘ্র ডাকিয়া আন।”

শুশ্রূষাকারিণী কোন কথা না বলিয়া ডাক্তারের সন্ধানে ছুটিল ; দুই-একমিনিটের মধ্যেই ডাক্তার ক্রফ্‌টন্ তাহার সহিত সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার ততরাত্রেও শয়ন করিতে যান নাই ; তিনি নীচে কয়েকটি আহত সৈনিকের চিকিৎসা করিতেছিলেন। তিনি এই কক্ষে উপস্থিত হইয়া ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “এ কি ব্যাপার, ব্লেক ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি যে ভয় করিয়াছিলাম, তাহা ঠিক ফলিয়া গিয়াছে! এই দুর্ব্বৃত্ত অল্পকাল পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া বিষের বোতলের সন্ধানে টেবিলের কাছে গিয়াছিল; কিন্তু সেখানে বোতল না পাইয়া নিজেলের গায়ের চাদর খুলিয়া ফেলে। তাহা দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারি, সে নিজেলের ক্ষতমুখ হইতে ব্যাণ্ডেজগুলি খুলিয়া ফেলিয়া তাহাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। হঠাৎ রক্তস্রাব আরম্ভ হইলে নিজেলের প্রাণরক্ষা হইবে না, ইহা সে বুঝিয়াছিল।"

ডাক্তার ক্রফ্‌টন্ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কি লজ্জার কথা! মানুষ এরূপ পিশাচ হইতে পারে, আমার এরকম ধারণা ছিল না। এই নর-পিশাচকে ফাঁসিতে লট্‌কাইয়া দেওয়া উচিত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উহার অপরাধ সহজেই প্রতিপন্ন হইবে; সুতরাং সামরিক বিচারে উহাকে গুলি করিয়া হত্যা করা উচিত। এই হতভাগা সারিয়া উঠিলে, যাহাতে উহার প্রাণদণ্ড হয়, তাহার ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া কন্‌রাড্ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "এই গোয়েন্দাটা মিথ্যা কথা বলিতেছে। এমন নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী আমি আর দেখি নাই।—ওরে বেহায়া গোয়েন্দা! তুই চিরদিন আমার শত্রুতা সাধন করিয়া আসিয়াছিস্, তাহাতেও তোর মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই? আমার এই অসহায় অবস্থায় আমার বিরুদ্ধে ভীষণ ষড়যন্ত্র করিতে উদ্যত হইয়াছিস্!"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কন্‌রাডের কণ্ঠস্বর বিকৃত হইল, তাহার কথা নাকে উঠিল; সে বলিল, "ডাক্তার, আমার উরুর ক্ষতটা দেখুন ত; এত টাটাইতেছে কেন?"

শুশ্রূষাকারিণী এই কথা শুনিয়া কন্‌রাডের পায়ের দিকে চাহিল;

দেখিল, তাহার উরুর ক্ষতমুখ হইতে শোণিতের স্রোত বহিতেছে! সে সভয়ে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ, উহার পায়ের ব্যাণ্ডেজ্ খুলিয়া গিয়াছে যে!"

মিঃ ব্লেক ও স্মিথের সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তি করিবার সময় কন্‌রাডের উরুদেশের ব্যাণ্ডেজ্ কখন খুলিয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে লক্ষ্য করে নাই। অনেকক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই রক্তস্রাব আরম্ভ হইয়াছিল; শিরামুখগুলি খুলিয়া যাওয়ায়—এরূপ বেগে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল যে, বোধ হইল যেন ঝরণা হইতে জল পড়িতেছে! কন্‌রাড্ অবসন্ন দেহে তাহার শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। তাহার বিছানার চাদর গদি তাজা রক্তে ভাসিয়া গেল, এবং খাটিয়া হইতে রক্তস্রোত মেঝের উপর গড়াইয়া পড়িল। কন্‌রাডের মুখ দেখিতে দেখিতে নীলাভ হইল, তাহার দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত-প্রায় হইল।

ডাক্তার নিম্নস্বরে বলিলেন, "এ রক্তস্রাব বোধ হয় বন্ধ হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি চেষ্টা করিয়া দেখুন, যেরূপে পারেন, রক্ত বন্ধ করুন; উহাকে এভাবে মরিতে দেওয়া হইবে না।"

ডাক্তার বলিলেন, "চেষ্টা করিয়া দেখি, কিন্তু আশা বড় অল্প।"

কন্‌রাড্ ক্ষীণস্বরে বলিল, "ডাক্তার, আমাকে বাঁচাও! আমি মরিতে পারিব না।"

ডাক্তার বলিলেন, "তুমি আত্মহত্যা করিলে; আমি কিরূপে তোমাকে বাঁচাইব?"

কিন্তু ডাক্তার নিশ্চেষ্ট রহিলেন না; তিনি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নূতন ব্যাণ্ডেজ্ আনিয়া কন্‌রাডের ক্ষতস্থল বাঁধিয়া দিলেন; এবং তাহার শোণিতহীন দেহে জীবনীশক্তি সঞ্চারের জন্য যাহা যাহা কর্ত্তব্য, সকলই করিলেন। কন্‌রাড্ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল! মিঃ ব্লেকও ডাক্তারকে যথাসাধ্য সাহায্য করিলেন। ইহাতে রক্তস্রাব কিঞ্চিৎ কমিল

বটে, কিন্তু কোন ফল হইল না; কন্‌রাডের জীবন-দীপ ক্রমে নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম হইল। তাহার বাক্‌শক্তি রহিত হইল, তাহার অঙ্গুলির অগ্রভাগ নীল হইয়া গেল; মুখে শোণিতের চিহ্নমাত্র রহিল না! ক্রমে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল ও ঘর্ম্মাপ্লুত হইল, এবং একঘণ্টার মধ্যেই তাহার ইহলীলার অবসান হইল। মৃত্যুকালে সে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে—পলকহীন নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে কট্‌-মট্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল।

ডাক্তার বলিলেন, "সব শেষ হইয়াছে! হতভাগার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক নির্ব্বাক্‌ভাবে কন্‌রাডের মৃতদেহের দিকে চাহিয়া রহিলেন; অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "পরমেশ্বর ঠিক বিচারই করিয়াছেন; মানুষকে ফাঁকি দেওয়া যায, কিন্তু তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। এই দুর্ব্বৃত্ত যে কৌশলে নিজেল্‌কে হত্যা করিতে গিয়াছিল, তাহাই তাহার মৃত্যুর কারণ হইল; ইহার মৃত্যুতে পৃথিবীর ভার লঘু হইল।"

প্যাং। মুরবেন পা।

দশম পরিচ্ছেদ

ন্যভে সার্পেণ্টের যুদ্ধের পর একসপ্তাহ অতীত হইয়াছে। ব্রিটীশ সৈন্যগণ তখন পর্য্যন্ত সেইস্থান পরিত্যাগ করে নাই ; জয়লাভে উল্লসিত হইয়া তাহারা এই স্থানে কয়েক দিন বিশ্রাম করিতেছিল। যে সকল যোদ্ধা হৃদয়-শোণিত নিঃসারিত করিয়া এই যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন ; জীবিতাবশিষ্ট বীরগণ তাঁহাদের শৌর্য্যবীর্য্যের মহিমা কীর্ত্তনে তাঁহাদের অবসর কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক তখন পর্য্যন্ত ফরাসিদেশ পরিত্যাগ করেন নাই, তিনি স্মিথ সহ পূর্ব্ব-বর্ণিত কুটীরে বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে লেফ্‌টেনাণ্ট মসারিনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। যুদ্ধজয়ের দুইদিন পরে তাঁহারা নিজেলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলেন, নিজেল্ হাসপাতাল-সন্নিহিত উদ্যানে একখানি বেঞ্চিতে বসিয়া রৌদ্র সেবন করিতেছে। সে ক্রমেই সুস্থ হইতেছিল ; তখন সে অল্প অল্প চলিতে পারিত, ক্ষতগুলিও ক্রমে শুকাইয়া আসিতেছিল। ভাঙ্গা হাতখানি তখনও ব্যাণ্ডেজ্‌বদ্ধ অবস্থায় তাহার গলদেশে ঝুলিতেছিল বটে, কিন্তু বেদনা প্রায় দূর হইয়াছিল। তাহার উজ্জ্বল নেত্রে ও আরক্তিম গণ্ডদ্বয়ে স্বাস্থ্যের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহাকে অত্যন্ত চিন্তাকুল দেখিলেন।

মিঃ ব্লেক নিজেল্‌কে তাহার উদ্বেগের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই নিজেল্ তাঁহাকে বলিল, "ডাক্তার আমাকে কি বলিয়াছেন জানেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিরূপে জানিব ? কি বলিয়াছেন, বল।"

নিজেল্ বলিল, "বর্ত্তমান যুদ্ধে যে সকল সৈন্য হতাহত হইয়াছে, তাহাদের প্রসঙ্গে বলিতেছিলেন, তিনি হতাহত সৈন্যগণের তালিকা দেখিয়াছেন ; কিন্তু সেই তালিকায় আমার নাম আছে কি না তাহা আমাকে বলেন নাই। তিনি নাকি আপনার অনুরোধক্রমেই এ সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করিতে অসম্মত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ কথা সত্য ; তুমি যে জীবিত আছ, ইহা কয়েক জন ভিন্ন অধিক লোক জানে না। যাহারা জানে, তাহাদের সকলকেই আমি একথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছি ; তাহারা আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে।"

নিজেল্ সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি নিষেধ করিয়াছেন ! হতাহতের এই তালিকা লণ্ডনের সংবাদ-পত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সংপ্রতি তাহা প্রকাশিত হইয়াছে ; একখানি সংবাদপত্রও আমার হস্তগত হইয়াছে।"

নিজেল্ বলিল, "আহতের তালিকায় কি আমার নাম নাই ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যুদ্ধের পর যুদ্ধক্ষেত্রে যাহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, তাহাদের নামের তালিকার মধ্যে তোমার নাম আছে।"

নিজেল্ অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, "যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই ! এ কি রহস্য, মিঃ ব্লেক ? ইহার ফল বড়ই বিষম হইবে ; এ সংবাদে পলিনের হৃদয় বিদীর্ণ হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেজন্য তোমার দুশ্চিন্তার আবশ্যক নাই। যুদ্ধের পর আমি পলিন্‌কে তোমার সংবাদ লিখিয়াছি, এবং তোমার জন্য চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়াছি ; তবে তাহাকে অনুরোধ করিয়াছি, সে যেন এই গুপ্ত কথা কাহারও নিকট প্রকাশ না করে। হতা-

হতের তালিকায় যে ভুল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, সে জন্য আমি দায়ী।”

নিজেল্ বলিল, “আপনি কি অভিপ্রায়ে এভাবে সত্য গোপন করিয়াছেন, তাহা আমি অনুমান করিতে পারিতেছি না। যুদ্ধের পর যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই,—এ অলীক সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্য কি ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “উদ্দেশ্য একটা অবশ্যই আছে ; বিনা-উদ্দেশ্যে আমি কোনও কাজ করি না। পরের অনিষ্ট হউক, এরূপ ইচ্ছা আমার নাই ; তথাপি তোমার বিমাতাকে জব্দ করিবার জন্য আমার আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল। এই পিশাচী দয়ার পাত্রী নহে ; সে যখন তোমার অন্তর্দ্ধানের সংবাদে পুলকিত হইয়া তোমার সম্পত্তি অধিকার করিবার চেষ্টা করিবে, সেই সময় আমি তাহার সকল আশা-ভরসা চূর্ণ করিব, তাহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিব ; এই অভিপ্রায়েই আমি এ খেলা খেলিয়াছি। তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না শুনিয়া সে মহানন্দে লণ্ডনে উপস্থিত হইবে, এবং তোমার পিতৃ-পরিত্যক্ত সম্পত্তি হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে ; সেই সময় আমি তাহাকে নিরাশ করিব।”

নিজেল্ বলিল, “আপনি মনে মনে এতদূর ফন্দী আঁটিয়াছেন ! একটা স্ত্রীলোককে জব্দ করিবার জন্য এতদূর উদ্যোগ আয়োজন, আপনার মত লোকের শোভা পায় না ; তবে এই কঠিন-হৃদয়া রমণী তাহার পৈশাচিক ব্যবহারে আমার শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হারাইয়াছে ; সুতরাং আপনি যাহা করিবেন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার বিমাতা তোমার সম্পত্তি দখল

করিবার জন্য যখন লণ্ডনে উপস্থিত হইবে, সে সময় আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব; তাহার সহিত তোমারও তখন সাক্ষাৎ হইবে। তাহার সকল আশা ব্যর্থ হইল, ইহা দেখিয়া আমি আমার সকল পরিশ্রম সফল মনে করিব। যাহা হউক, এখন তোমাকে একটি সুসংবাদ দিই; জিটেন্ হুসারসৈন্যগণ যে পতাকা লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, তাহা ড্রেগুণ গার্ডসৈন্যগণের হস্তগত হইয়াছে।"

নিজেল্ সোৎসাহে বলিল, "সত্য না কি? সেই পতাকাটি হস্তগত করিবার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলাম; যদি আমি আহত হইয়া রণক্ষেত্রে নিপতিত না হইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি তাহা হস্তগত করিতাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই পতাকাটি আমাদের সেনানিবাসে চিরদিন সযত্নে রক্ষিত হইবে; আমি তাহা ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া কর্তৃপক্ষের হস্তে প্রদান করিব।—আমি ও স্মিথ আগামী কল্যই স্বদেশে যাত্রা করিতেছি।"

নিজেল্ জিজ্ঞাসা করিল, "আমার বিমাতার কোনও সংবাদ পাইয়াছেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, এখনও পাই নাই; তবে শীঘ্রই পাইব, এরূপ আশা আছে। সে তোমার এটর্ণি মিঃ ক্রিচ্‌লিকে সম্পত্তি ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া শীঘ্রই পত্র লিখিবে, সন্দেহ নাই। আমি লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াই ক্রিচ্‌লির সহিত সাক্ষাৎ করিব। তাঁহার নিকট নিশ্চয়ই তোমার বিমাতার সংবাদ পাইব। গলিত শবদেহ দেখিলে শৃগালের দল যেরূপ লোভাকৃষ্ট হইয়া সেই দিকে ধাবিত হয়, সম্পত্তির লোভে এই দুঃশীলা রমণীও সেই ভাবে ইংলণ্ডে ছুটিয়া যাইবে।"

অনন্তর নিজেলের সহিত আরও দুই চারিটী কথা কহিয়া মিঃ ব্লেক তাহার নিকট বিদায় লইলেন; স্মিথও অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাহার প্রিয় সুহৃদকে আলিঙ্গন করিয়া মিঃ ব্লেকের সহিত গাড়ীতে উঠিল। শকটখানি যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেখা গেল, নিজেল্ নির্নিমেষ নেত্রে ততক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, তাহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইল; অতীত সুখের স্মৃতি তাহার প্রবাস-বেদনা-ক্লান্ত বিরহী হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। নিজেল্ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিল; সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "এই পরোপকারী মহৎহৃদয় সুহৃদ আমার স্বার্থ রক্ষার জন্য এভাবে চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রম না করিলে, আমার যৌবনারম্ভেই সকল আশা-মুকুল শুষ্ক হইত। এতদিন হয় ত আমি গৃহহীন আশ্রয়হীন পরানুগ্রহ-প্রত্যাশী ভিক্ষুকের ন্যায় লণ্ডনের রাজপথে হাহাকার করিয়া বেড়াইতাম; সে কষ্ট সহ্য করিয়া এতদিন জীবিত থাকিতাম কি না তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? মিঃ ব্লেক আমার জন্য যাহা করিয়াছেন, কোন পিতাও পুত্রের জন্য তাহা করিতে পারেন না। আমার প্রতি পরমেশ্বরের অসীম অনুগ্রহ; তিনি মিঃ ব্লেককে দীর্ঘজীবি করুন, তাঁহাকে চির-সুখী করুন; আমি জীবনে তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

ধূলি-ধূসরিত একখানি সুবৃহৎ মোটরগাড়ী জর্ম্মান সৈন্যমণ্ডলীর পরিখার নিকট হইতে সবেগে ধাবিত হইয়া, সুপ্রসিদ্ধ কলোন নগরের রাজপথবর্ত্তী 'ডম্' হোটেল নামক একটি প্রসিদ্ধ হোটেলের দ্বারদেশে আসিয়া থামিল; এবং তৎক্ষণাৎ একটি স্থূলদেহ প্রৌঢ় জর্ম্মান সেনাপতি অত্যন্ত জমকাল সামরিক পরিচ্ছদে আপাদ-মস্তক সজ্জিত হইয়া সেই শকট হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি অবিলম্বে হোটেলে প্রবেশ করিলে, তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে হোটেলের একটি পরিচারক তাঁহাকে বার্থার উপবেশন কক্ষে লইয়া চলিল। বলা বাহুল্য, বার্থা তখন কলোনের এই হোটেলে অবস্থান করিতেছিল।—সেনাপতি-প্রবরকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া বার্থা হাস্যমুখে সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া, তাঁহার হাত ধরিয়া একখানি সুদৃশ্য চেয়ারে বসাইল।

এই জর্ম্মান সেনাপতির নাম, জেনারেল ভন্ ক্রুক, সেনাপতি ভন্ ক্রুক ফরাসিদেশে সম্মিলিত রাজসৈন্যগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি কিরূপ বীরপুরুষ ও যুদ্ধবিদ্যায় কিরূপ দক্ষ, আমরা তাহার পরিচয় অবগত নহি; তবে তিনি যে, অত্যন্ত সুরসিক ও রমণী-মনোরঞ্জনে সুনিপুণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। তিনি আসন গ্রহণ করিয়াই বার্থার রূপের প্রশংসা আরম্ভ করিলেন! বার্থার যৌবন তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল, তিনি অনেক দিন হইতেই বার্থার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার হৃদয়-হরণের চেষ্টায় ছিলেন; কিন্তু বার্থা কার্য্যোদ্ধারের অভিপ্রায়ে যাহাই করুক, সে সহজে ধরা দিবার পাত্রী ছিল না।

পুরুষগণকে সে অত্যন্ত নির্ব্বোধ ও খেলার পুতুল মনে করিত; এবং সে নয়নবাণে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সেনাপতির হৃদয় জর্জ্জরিত করিয়া নিষ্ঠুর আমোদ উপভোগ করিত। তাহার অব্যর্থ শরসন্ধানে সেনাপতি ভন্ ক্রুকের হৃদয়ও বিদ্ধ হইয়াছিল, তাই তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিশ্রামকালে এই হোটেলে প্রেমাভিনয় করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বার্থার দক্ষিণ হস্তখানি সাদরে ধারণ করিয়া তাহার চম্পকাঙ্গুলির অগ্রভাগ প্রেমভরে ওষ্ঠে স্পর্শ করিলেন, এবং প্রেমবিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বার্থা মৃদুহাস্যে সেনাপতির মুণ্ড ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সংবাদ কি, সেনাপতি?"

সেনাপতি বলিলেন, "সুন্দরী, আমি তোমার আদেশে শত কার্য্য ফেলিয়াও তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। তুমি যে সংবাদ জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছ, অনেক কষ্টে সেই সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি।"

বার্থা বলিল, "সুসংবাদ ত?"

সেনাপতি বলিলেন, "খুব সুসংবাদ। তোমার পুত্র জীবিত আছে, তবে সে শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছে।"

বার্থা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ইহা কিরূপে জানিলেন?"

সেনাপতি বলিলেন, "অনুমান করিতেছি; অনেক সংবাদ অনুমান করিয়া লইতে হয়; তবে অনুমানটা সত্য কি মিথ্যা, তাহাই বিচার্য্য; তাহা ঘটনা-চক্রের উপর নির্ভর করে। তোমার পুত্রকে আহত সৈন্যগণের মধ্যে পাওয়া যায় নাই; যে সকল নিহত সৈন্যকে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে সমাহিত করিয়াছি, তাহাদের মধ্যেও তাহাকে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং সে নিশ্চয়ই জীবিত আছে, এবং শত্রুহস্তে বন্দী

১৩

হইয়াছে। বন্দী না হইলে এতদিন সে আমার নিকট ফিরিয়া আসিত।"

বার্থা বলিল, "আমার পুত্র জীবিত আছে শুনিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম ; কিন্তু বর্ব্বর ব্রিটীশের হস্তে সে বন্দী হইয়াছে, ইহাই আক্ষেপের বিষয়।"

সেনাপতি বলিলেন, "আক্ষেপের কারণ নাই ; ইংরাজেরা আমাদের সৈন্যগণকে দৈবাৎ বন্দী করিতে পারিলে তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহারই করিয়া থাকে ; তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য খাইতে দেয়, ধূমপানের জন্য উৎকৃষ্ট চুরুট দেয় ; আর নেশা করিবার জন্য যে মদ দেয়, তেমন মদ আমরা চক্ষেও দেখি না।"

বার্থা বলিল, "আমরা যে সকল শত্রু সৈন্যকে বন্দী করি, তাহাদিগের সহিত আপনারা কিরূপ ব্যবহার করেন?"

সেনাপতি বলিলেন, "বন্দীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহাই করি। আমরা ইংরাজের মত কোমলহৃদয় বা ভাবুক নহি ; আমাদের সাহস, আমাদের চরিত্রবল অসাধারণ, সুতরাং আমরা কঠোর ব্যবহারে অনভ্যস্ত নহি ; তাহাতে লজ্জারও কারণ দেখি না ; আমাদের নিকট ইংরাজের এখনও অনেক শিখিতে বাকী।"

বার্থা বলিল, "এখন বলুন, লেফ্‌টেনাণ্ট নিজেল্ মসারিনের সংবাদ কি? আমি তাহার সংবাদ জানিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়াছি। সে আমার পর নহে, আমার সতীনের পুত্র ; সুতরাং তাহার প্রতি আমার স্নেহ অত্যন্ত প্রবল। আপনার হয় ত স্মরণ আছে, কয়েক দিন পূর্ব্বে আপনাকে বলিয়াছিলাম, লণ্ডনের একখানি সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি সে না কি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছে! এই সংবাদে আমি বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।"

সেনাপতি সতৃষ্ণ-নয়নে বার্থার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সুন্দরী, সপত্নী-পুত্রের প্রতি তোমার প্রগাঢ় স্নেহের পরিচয় পাইয়া আমি বড়ই সুখী হইয়াছি। তুমি সত্যই রমণীরত্ন; কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে লেফ্‌টেনাণ্ট মসারিনের মৃত্যু হইয়াছে। কারণ, আমরা যে সকল ইংরাজ সৈনা বন্দী করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে লেফ্‌টেনাণ্ট মসারিন্ নাই।"

বার্থা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ঠিক কথা বলিতেছেন ত?"

সেনাপতি বলিলেন, "আমি যাহা বলিলাম, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।"

বার্থা জিজ্ঞাসা করিল, "যুদ্ধের পর আপনাদের সৈন্যেরা কোন ব্রিটীশ সেনার মৃতদেহ সমাহিত করিয়াছে কি?"

সেনাপতি বলিলেন, "অনেক! লেফ্‌টেনাণ্ট মসারিন্‌ও সেই সঙ্গে সমাহিত হইয়া থাকিবে।"

বার্থা বলিল, "আপনার কথা সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে; আপনি আমার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম।"

সেনাপতি বলিলেন, "কষ্ট কি? আমি আনন্দের সহিত তোমার আদেশ পালন করিয়া আসিতেছি। যদি সেই ইংরাজ যুবক জীবিত থাকিত, তাহা হইলে তোমার খাতিরে তাহার সুখ-সচ্ছন্দতার ব্যবস্থা করিতাম; সে যে বন্দী, তাহা তাহাকে বুঝিতে দিতাম না।"

বার্থা বলিল, "আপনি বীরপুরুষ; বীরের ন্যায় আপনার হৃদয় মহত্বপূর্ণ।"

সেনাপতি সহাস্যে বলিলেন, "কিন্তু সুন্দরী, আমার বীর হৃদয় তোমার চরণে অর্পণ করিবার জন্য আমি অধীর হইয়া উঠিয়াছি। আমার প্রতি কি তোমার দয়া হইবে না?"

বার্থা সেনাপতির প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া নতমুখে বসিয়া

রহিল। সেনাপতি ভন্ ক্রুক, বার্থার নিকট অনুকূল উত্তর না পাইয়া হতাশ হৃদয়ে গাত্রোত্থান করিলেন; এবং পুনর্ব্বার বার্থার করাঙ্গুলি চুম্বন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেনাপতি ভন্ ক্রুককে বিদায় দিয়া বার্থা উৎফুল্ল হৃদয়ে কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিল। সে বুঝিল, কণ্টক দূর হইয়াছে; সে অচিরে বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারিবে। তাহার সঙ্কল্প-পথে বাধা দান করিবার আর কেহই নাই।

বার্থা পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক তাহার জিনিস-পত্র দুইটী ট্রাঙ্কে ও একটী ব্যাগে পুরিয়া লইয়া নিম্নতলে হোটেলের আফিসে উপস্থিত হইল।

বার্থা হোটেলের ম্যানেজারকে বলিল, "আমার নিকট আপনাদের যাহা প্রাপ্য হইয়াছে, তাহার বিল্ দেন। আমি বেলা দুইটার ট্রেণে হলাণ্ড-সীমায় যাত্রা করিব; অতএব অবিলম্বে আমার আহারের ব্যবস্থা করুন।—আমার এই লগেজগুলি ষ্টেশনে পাঠাইতে হইবে।"

* * * *

কয়েক দিন পরে বার্থা ইংলণ্ডে পদার্পণ করিয়া পিকাডিলির করোনা-হোটেলে বাসা লইল, এবং আড়ম্বরপূর্ণ সাজ-পোষাক করিয়া একদিন প্রভাতে গ্রেজ্-ইনে উপস্থিত হইল। এই স্থানে পরলোকগত মসারিনের এটর্ণির আফিস। বার্থা লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াই, মিঃ মসারিনের এটর্ণি ক্রিচ্‌লীকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিল, সে শীঘ্রই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

কিন্তু এটর্ণির আফিসে উপস্থিত হইয়া সে এটর্ণির মুহুরীর নিকট শুনিল মিঃ ক্রিচ্‌লী আফিসে নাই।—এ কথা শুনিয়া বার্থা অত্যন্ত বিরক্ত হইল; তাহার স্বামীর বেতনভোগী এটর্ণি তাহার পত্র

পাইয়াও আফিসে অনুপস্থিত! তাঁহার এই স্পর্দ্ধা বার্থা ক্ষমার অযোগ্য মনে করিল। যাহা হউক, সে এটর্ণির সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহার খাস-কামরায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। এটর্ণি মিঃ ক্রীচ্‌লী মিঃ ব্লেকের পত্রে সকল কথাই জানিতে পারিয়াছিলেন; এবং বার্থার দুরভিসন্ধির পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। বার্থার ন্যায় পরমাসুন্দরী রমণীর হৃদয় এরূপ হলাহলে পূর্ণ, ইহা তিনি প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কিন্তু সকল কথা শুনিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, এই কুহকিনী সত্যই রাক্ষসী!

অল্পক্ষণ পরে মিঃ ক্রীচ্‌লী তাঁহার খাস-কামরায় প্রবেশ করিলেন।

বার্থা তাঁহাকে বলিল, "কল্য রাত্রে আমি আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছেন কি?"

মিঃ ক্রীচ্‌লী বলিলেন, "হাঁ, পাইয়াছি; আপনি আজ সকালে আসিবেন, তাহা সেই পত্রেই জানিতে পারি।"

বার্থা গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমি অনেকক্ষণ হইতে আপনার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি।—আমি কি জন্য ইংলণ্ডে আসিয়াছি, তাহা বোধ হয় আপনি জানেন।"

এটর্ণি বলিলেন, "তাহা কতক কতক বুঝিতে পারিতেছি।"

বার্থা বলিল, "লেফ্‌টেনাণ্ট নিজেল্ মসারিন্ নভে সার্পেণ্টের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অদৃশ্য হইয়াছে, তাহা বোধ হয় আপনি সংবাদ-পত্রে পাঠ করিয়াছেন।"

এটর্ণি বলিলেন, "হাঁ দেখিয়াছি; বড়ই দুঃখের সংবাদ!"

বার্থা বলিল, "নিজেলের অভাবে আমি আমার স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।—আমি সেই সম্পত্তি অধিকার করিতেই ইংলণ্ডে আসিয়াছি।"

এটর্ণি বলিলেন, "আপনার প্রাপ্য সম্পত্তি আপনি অধিকার করিবেন, ইহাতে কাহার আপত্তি হইবে? আপনার ন্যায্য অধিকারে কেহই বাধা দান করিবে না। কিন্তু আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, ইতিপূর্ব্বেও আর একবার লেফ্‌টেনাণ্ট মসারিন্‌ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া, কয়েক দিন পরে পুনর্ব্বার তাঁহার সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছিলেন; এবারও যে সেইরূপ হইবে না, ইহা কে বলিতে পারে? লেফ্‌টেনাণ্ট মসারিন্‌ যুদ্ধে নিশ্চয়ই নিহত হইয়াছেন, ইহার কোন অকাট্য প্রমাণ নাই; হয় ত তিনি জীবিত আছেন।"

বার্থা বলিল, "এবার সে নিশ্চয়ই মরিয়াছে, এ সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

এটর্ণি বলিলেন, "আপনার সন্দেহ না থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি যে নিশ্চয়ই মরিয়াছেন, ইহার প্রমাণ কোথায়? বিনা-প্রমাণে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।"

মিঃ ক্রিচ্‌লীর প্রতিবাদে বার্থা অত্যন্ত বিরক্ত হইল; অসহিষ্ণু ভাবে বলিল, "প্রমাণ আমিই দিতে পারি। আমার একটি বন্ধু জর্ম্মানীর একজন সেনাপতি; আমি তাঁহাকেই এই ব্যাপারের অনুসন্ধানের ভার দিয়াছিলাম। তিনি যথাযোগ্য অনুসন্ধানের পর আমাকে জানাইয়াছেন, যুদ্ধে যে সকল ইংরাজ সৈন্য আহত বা নিহত হইয়াছে, লেফ্‌টেনাণ্ট মসারিন্‌ তাহাদের মধ্যে নাই। যুদ্ধের পর জর্ম্মান সৈনিকেরা যেসকল নিহত ইংরাজ সৈনিকের মৃতদেহ সমাহিত করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে নিজেলের মৃত দেহ ছিল বলিয়াই সকলের ধারণা হইয়াছে।"

এটর্ণি বলিলেন, "কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোথায়? আপনাদের ধারণাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; আপনি বলিতেছেন, যুদ্ধে নিজেলের মৃত্যু হইয়াছে। হয় ত কালই শুনিব, লেফ্‌টেনাণ্ট মসারিন্‌

ব্রিটীশ লাইনের পশ্চাদ্বর্ত্তী কোনও হাসপাতালে আহত অবস্থায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।"

বার্থা বলিল, "আপনার কথা সত্য হইলে আহতের তালিকায় তাহার নাম বাহির হইত ; ভ্রমক্রমে তাহার নামটি বাদ পড়িয়া থাকিলেও এতদিনে সেই ভ্রম সংশোধিত হইত। আপনার এসকল বাজে আপত্তি ত্যাগ করুন। নিজেল্ যুদ্ধে মারা গিয়াছে, মুখে আপনি তাহা স্বীকার না করুন, মনে মনে একথা বেশ জানেন।"

মিঃ ক্রিচ্লী বলিলেন, "সম্পত্তি অধিকারের জন্য আপনাকে বড়ই ব্যস্ত দেখিতেছি! কিন্তু যদি আমি তর্কস্থলে স্বীকারও করি যে, লেফ্টেনাণ্ট মসারিনের মৃত্যু হইয়াছে ; তাহা হইলেও আপনি তাড়াতাড়ি তাঁহার সম্পত্তি দখল করিতে পারিবেন না। ইহার মধ্যে আইন-ঘটিত অনেক খুটিনাটি আছে।"

বার্থা বলিল, "তা থাক্, আমি যে আজই সম্পত্তি দখল করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি, এরূপ নহে ; আমি অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপাততঃ যদি আমার স্বামীর গৃহে বাস করি, তাহাতে আপত্তি কি?"

এটর্ণি বলিলেন, "না, তাহাতে আর কি আপত্তি? তাহার ব্যবস্থা অনায়াসেই হইতে পারে।"

বার্থা বলিল, "আর এক কথা ; আমার স্বামীর যে অর্থ সঞ্চিত আছে, তাহা হইতে কিছু টাকা আমি অগ্রিম লইব। আমিই যখন সমস্ত টাকার মালিক, তখন অগ্রিম কিছু দিতে আপনার বোধ হয় আপত্তি হইবে না।"

এটর্ণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কত টাকার আবশ্যক?"

বার্থা বলিল, "অধিক নহে ; আপাততঃ দশহাজার টাকা হইলেই আমার চলিবে।"

বার্থার ব্যবহারে মিঃ ক্রিচ্লী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন ; কিন্তু তিনি

মনের ভাব গোপন করিয়া একখানি চেক্-বহি বাহির করিলেন। তিনি চেকে টাকার অঙ্ক লিখিয়া, হঠাৎ কলমটি নামাইয়া রাখিয়া, বার্থাকে বলিলেন, "আমার বোধ হয় আপনাকে এই চেক দেওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না; আপনার টাকা লইবার আবশ্যক হইলে, তাহা আপনাকে প্রদান করিবার অধিকার আমার অপেক্ষা যাঁহার অধিক, তিনিই এই চেকে স্বাক্ষর করিবেন।—তিনি এখানেই উপস্থিত আছেন।"

বার্থা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "সে আবার কে?"

এটর্ণি বলিলেন, "আপনার স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী।"

বার্থা বলিল, "আমিই ত প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী, আবার কে উত্তরাধিকারী আছে! আপনি কোন্ সাহসে এই মিথ্যা কথা বলিলেন? আমার সহিত বঞ্চনার চেষ্টা করিলে তাহার ফল ভাল হইবে না; সেজন্য আপনাকে অনুতাপ করিতে হইবে।—নিজেলের অভাবে আমিই এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী; কিন্তু নিজেল্ ত—"

সহসা পার্শ্বস্থ একটি কক্ষের দ্বার খুলিয়া একটি যুবক সেই কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে বলিল, "নিজেল্ জীবিত আছে।"

বক্তা স্বয়ং নিজেল্ মসারিন্! মিঃ ব্লেকও নিজেলের সঙ্গে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রশান্ত হাস্যে বার্থার মুখের দিকে চাহিলেন।

নিজেল্ মসারিন্‌কে সুস্থদেহে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া বার্থার মাথা ঘুরিয়া গেল, তাহার মুখ বিবর্ণ হইল; সে উভয় হস্তে বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়া ভীতি-বিহ্বল স্বরে বলিল, "তুমি! নিজেল্ মসারিন্ আমার সম্মুখে? পরমেশ্বর, এ কি করিলে! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?"

বার্থা আর কোন কথা বলিতে পারিল না; তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল।

করোনা-হোটেলে মিঃ ব্লেক যখন বার্থাকে বলিয়াছিলেন, নিজেল্ জীবিত আছে, এবং তাহার রেজিমেণ্টে যোগদান করিয়াছে ; তখন বার্থা সে কথা বিশ্বাস করে নাই। নিজেলের মৃত্যু হইয়াছে, ইহাই তাহার ধারণা ছিল। কিন্তু আজ নিজেল্‌কে সৈনিকবেশে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে বার্থার সকল আশা অন্তর্হিত হইল ; সুধাপাত্র ওষ্ঠপ্রান্তে আনিবামাত্র অদৃষ্টের কঠোর দণ্ডাঘাতে তাহা চূর্ণ হইয়া গেল ! এ আঘাত অত্যন্ত কঠোর। অন্য কোন রমণী এই কঠোর আঘাত সহ্য করিতে পারিত কি না সন্দেহ ; কিন্তু বার্থার হৃদয়বল অসাধারণ। সে ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে নিজেলের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি এখানে ? এ যে অসম্ভব ব্যাপার !

মিঃ ব্লেক ধীর পদবিক্ষেপে বার্থার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কুহকিনী, আমার নিকট তুমি পুনর্ব্বার পরাজিত হইয়াছ। তোমার সহিত আমার কোনও শত্রুতা নাই ; কিন্তু তুমি আমার বন্ধুপত্নী হইলেও ইংরাজের শত্রু জর্ম্মানের কন্যা, জর্ম্মানের জননী। তুমি তোমার পরলোকগত স্বামীর প্রতি যেরূপ ঘৃণিত ব্যবহার করিয়াছ, তাহা আমার স্মরণ আছে। তাঁহার সম্পত্তির লোভেই সেই বৃদ্ধকে বিবাহ করিয়াছিলে ; এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ন্যায্য উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করিয়া, সেই সম্পত্তি অধিকার করিবার জন্য ক্রমাগত যেরূপ ষড়-যন্ত্র করিয়া আসিয়াছ, তাহা তোমার ন্যায় পিশাচীর পক্ষেই শোভা পায়। তোমার ন্যায় নির্লজ্জা রমণী আমি আর কখনও দেখি নাই ; সেই জন্যই তোমার সকল আশা ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত আমাকে শঠতা করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে সংবাদ-পত্রে আহত ও নিহত ইংরাজ সৈন্যগণের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, আমার কৌশলেই সেই তালিকায় লেফ্‌টেনাণ্ট মসারিনের নাম উদ্ধৃত হয় নাই। আমি জানিতাম, এই সংবাদ

পাইলেই তুমি লণ্ডনে আসিয়া নিজেলের সম্পত্তির দাবী করিবে; আমার এই অনুমান সত্য হইয়াছে। লেফ্‌টেনাণ্ট মসারিন্‌ জীবিত আছে, এ বিষয়ে বোধ হয় তোমার আর কোন সন্দেহ নাই; কারণ, নিজেল্‌ সশরীরে তোমার সম্মুখে উপস্থিত! নিজেল্‌ সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে পুনর্ব্বার যুদ্ধক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক শত্রু-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবে; হয় ত সেই যুদ্ধে তাহার মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু তাহার মৃত্যুতে তোমার কোন লাভের আশা নাই। কারণ, নিজেল্‌ তাহার বাগদত্তা পত্নীর অনুকূলে পৈত্রিক সম্পত্তির উইল করিয়াছে; তোমার সকল আশা নিষ্ফল হইয়াছে। তোমার ন্যায় পিশাচী অতি কঠোর দণ্ডের যোগ্য; কিন্তু ইংরাজের আইনানুসারে তোমাকে দণ্ডিত করিবার আপাততঃ কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। তুমি অবিলম্বে তোমার স্বদেশে প্রত্যাগমন কর। তুমি যে সহজে পরিত্রাণ লাভ করিলে, এজন্য তোমার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও।"

বার্থা সেই কক্ষে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া মিঃ ব্লেকের এই তীব্র তিরস্কার শ্রবণ করিল। ক্রোধে, ক্ষোভে, নিষ্ফল আক্রোশে সে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। পিশাচীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সে নিদারুণ উত্তেজনায় স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া মিঃ ব্লেককে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু তাহার ফল ভাল হইবে না বুঝিয়া, সে কষ্টে আত্মসংবরণ পূর্ব্বক ক্রোধ-কম্পিত স্বরে মিঃ ব্লেককে বলিল, "ওরে নির্লজ্জ গোয়েন্দা! তুই-ই আমার সকল অনিষ্টের মূল; আমি তোকে সহজে ছাড়িব না, একদিন ইহার প্রতিফল প্রদান করিব। আমি বা আমার পুত্র, প্রাণ থাকিতে তোর এই শয়তানি ভুলিব না। আমরা উভয়েই তোকে কিরূপ ঘৃণা করি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তুই নিশ্চয় জানিয়া রাখিস্‌, কন্‌রাড্‌ একদিন না একদিন তোর এই ধৃষ্টতা—"

বার্থার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ব্লেক তাহাকে বলিলেন, "তোমার পুত্র

কন্‌রাড্ আমার ধৃষ্টতার প্রতিফল দিবে? তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু সেজন্য তাহাকে গোর হইতে উঠিয়া আসিতে হইবে। তুমি বোধ হয় জান না তাহার মৃত্যু হইয়াছে; সে তাহার পাপের উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছে।”

বার্থা চীৎকার করিয়া বলিল, “কন্‌রাডের মৃত্যু হইয়াছে? না, না; এমন অকল্যাণের কথা বলিও না।—সে জীবিত আছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি সত্য কথাই বলিয়াছি; সেই পাপিষ্ঠের মৃত্যু হইয়াছে, এ সংবাদ মিথ্যা নহে।”

বার্থা অধীর স্বরে বলিল, “মিথ্যা কথা; আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। কন্‌রাড্ যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজ-হস্তে বন্দী হইয়াছে; সে ইংরাজের হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছে। ইংরাজের সাধ্য নাই—তাহাকে দীর্ঘকাল বন্দী করিয়া রাখে।”

মিঃ ব্লেক ধীরে ধীরে বলিলেন “ক্ষান্ত হও, সুন্দরী! এত অধীর হইয়া কোনও লাভ নাই। তোমার পুত্র কন্‌রাড্ যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইয়া আমাদের হাসপাতালে শুশ্রূষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে নিজের দোষে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছে; নতুবা এতদিন হয় ত নিজেলের মত আরোগ্যলাভ করিতে সমর্থ হইত। কন্‌রাড্ ও নিজেল্‌কে হাসপাতালের একই কক্ষে রাখা হইয়াছিল। একদিন রাত্রিকালে সে নিজেল্‌কে হত্যা করিবার চেষ্টা করে; সেই সময় তাহার উরুদেশের ক্ষত হইতে ব্যাণ্ডেজ্ খুলিয়া যায়, তাহার ফলে রক্তস্রাবে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। ডাক্তার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও রক্তস্রোত বন্ধ করিতে পারেন নাই। কন্‌রাড্‌কে সেণ্ট্ মাউর পান্থনিবাসের সন্নিকটে সমাহিত করা হইয়াছে।”

এই সাংঘাতিক সংবাদ অবিশ্বাস করিতে না পারিয়া বার্থা উন্মাদিনীর ন্যায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু হইতে এতক্ষণ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ

নির্গত হইতেছিল; সেই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, এবং অশ্রুধারায় তাহার উভয় গণ্ড প্লাবিত হইতে লাগিল!—সে বক্ষে করাঘাত করিয়া শোক-বিহ্বল চিত্তে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

সংসারে পাপের প্রায়শ্চিত্ত এইরূপ কঠোর। মানুষ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ধর্ম্মপথ ত্যাগ করে, পরমেশ্বরকে ভুলিয়া যায়। তাহার উন্মার্গগামী চিত্ত প্রতিনিয়ত তাহাকে পাপপঙ্কে লুণ্ঠিত করিতে থাকে; কিন্তু অবশেষে একদিন ভগবানের অভিশাপ, অশনির ন্যায় তাহার মস্তকে পতিত হয়। আজ বার্থার সেই অবস্থা!—বার্থার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া মিঃ ব্লেকের হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "পিশাচী হইলেও এই অভাগিনী সন্তানের জননী; সে নারীহৃদয়-সুলভ সকল সুকোমল বৃত্তি ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু পুত্র-স্নেহ বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই।"

নিজেল্ বলিল, "উহার অবস্থা দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইতেছে। শত্রু হইলেও এই দুর্ভাগিনী আমার পিতার পরিণীতা পত্নী। যদি ভবিষ্যতে উহার জীবিকানির্ব্বাহের জন্য আমাকে কিছু ব্যয় করিতে হয়, আমি সন্তুষ্ট চিত্তে সেই ব্যয়ভার বহন করিব।"

* * * *

মিঃ ব্লেকের চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রমে এইরূপে অধর্ম্মের ক্ষয় হইল; নিজেল্ মসারিন্ তাহার বিপুল পৈত্রিক সম্পত্তিলাভ করিয়া সুখী হইল; এবং তাহার বাগ্‌দত্তা পত্নীর স্নেহে, প্রেমে, আদরে, যত্নে তাহার মিলনের দিনগুলি সুখ-স্বপ্নের ন্যায় অতিবাহিত হইতে লাগিল; কিন্তু দেশের এই দুর্দ্দিনে তাহাদের বিবাহ স্থগিত রহিল। কর্ত্তব্যের আহ্বানে লেফ্‌টেনাণ্ট নিজেল্ মসারিন্ পুনর্ব্বার যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিতে বাধ্য হইল; কিন্তু তাহাকে বিদায় দান করিতে এবার পলিনের হৃদয়

পূর্ব্ববৎ বিষণ্ণ বা ব্যাকুল হইল না। তাহার বিশ্বাস হইল, স্বদেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া যাঁহার কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে নিজেল্ শত বিপদের অভ্যন্তর হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল, তিনিই পুনর্ব্বার তাহাকে রক্ষা করিবেন। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে বিদায় দানের সময় পলিন্ ক্লেয়ার তাহার প্রিয়তমের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া প্রেম-গদগদ স্বরে বলিল, "যাও প্রিয়তম! যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেশবৈরীর ধ্বংস সাধন করিয়া; বিজয়ী বীরের ন্যায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিও; পরমেশ্বর তোমার কল্যাণ করুন। আমি আশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় তোমার পথ চাহিয়া রহিলাম; পরমেশ্বর ইংলণ্ডের গৌরব অব্যাহত রাখুন।"

সম্পূর্ণ।